আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১৩ || সোমবার || পৌষ ১১ || ১৪২৯ || জমাদিউল সাঃ ০২ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 13 || 26 December || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

যুদ্ধ বন্ধের প্রার্থনায় বড়দিন উদযাপিত

ঢাকা ডেস্ক: জাতির সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং সকল যুদ্ধের অবসান কামনা করে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালিত হয়েছে খিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

১৮ জনের মৃত্যুঃ ২০ কোটির বেশি লোক চরম বিপাকে : প্রায় ৫,৭০০ ফ্লাইট বাতিল

ভয়াবহ হিম-ঝড়ে লন্ডভন্ড যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে স্মরণকালের তুষারঝড়ে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ও শনিবারের এ ঘটনায় হাজার হাজার ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তুষারঝড়ের মধ্যে বড়দিনের উৎসবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঝড়টি অনেকটাই ঘূর্ণিঝড়ের তেজ নিয়ে পূর্ণমাত্রায় নিউইয়র্কের বাফেলো শহরে আঘাত হানে। এতে পুরো এলাকা সাদা চাঁদরে ঢেকে যায়। ফলে জরুরি অভিযান বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।সরকারি কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রজুড়েই মৃত্যুর সংখ্যা, গাড়ি দুর্ঘটনা, গাছপালা পড়ে যাওয়া এবং ঝড়ের অন্যান্য প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন। বাফেলোতেই অন্তত তিনজন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু তুষারঝড়ের কারণে মেডিকেল টিম পৌঁছাতে না পারায় তাদের জরুরি চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়নি। গভীর তুষার, নিম্ন তাপমাত্রা ও দিনভর বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে নিউইয়র্ক রাজ্যের বাফেলোর বাসিন্দাদের শনিবার তাদের ঘর থেকে বের হয়ে উত্তাপ পাওয়া যাবে এমন জায়গা খুঁজতে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বিদায়-২০২২

শ্রীলঙ্কায় পাবলিক ক্যু, ইমরানের পতন ২ মাসে ৩ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, রানীর বিদায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বছর বিদায় নেয়ার পথে। আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। এসময়ে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

আল জাজিরার চোখে বিশ্বকাপের 'টপ টেন'

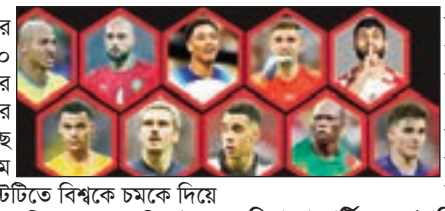

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপ শুরু হয় গত ২০ নভেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর আর্জেন্টিনা-ফ্রান্সের মধ্যকার ফাইনাল দিয়ে পর্দা নেমেছে ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপের ২২তম আসর। ২৮ দিনের টুর্নামেন্টটিতে বিশ্বকে চমকে দিয়ে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে কিছু দল। সেমিফাইনালিস্ট দল মরক্কো, শেষ ষোলো খেলা দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা জাপান- অসামান্য পারফরম্যান্স দেখিয়েছে কাতারে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যেও উজ্জ্বল ছিলেন ৩২ দলের অনেক খেলোয়াড়– এমি-লিয়ানো মার্টিনেজ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

পুনরায় শেখ হাসিনা সভাপতি ওবায়দুল সা. সম্পাদক

'চমকহীন' আ. লীগের কমিটির কিছু চমক

অমরেশ রায়: বৈশ্বিক সংকটের কারণে আওয়ামী লীগের এবারের জাতীয় সম্মেলনটি অনেকটাই সাদামাটা হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বলা হচ্ছিল, খানিকটা 'নিয়ম রক্ষার' সম্মেলন হবে। গত শনিবার দলটির ২২তম জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশন থেকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যদের অনেকগুলো পদ ফাঁকা রেখে যে কমিটি ঘোষিত হয়েছে, তাতে ওই ধারণারই প্রতিফলন **(বাকি অংশ ১২ পাতায়**

জোট রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণের আওয়াজ

ঢাকা ডেস্ক: আইডিয়াটা কার ব্রেইন চাইল্ড তা নিয়ে নানা আলোচনা আছে। কেউ বলেন, এটা প্রয়াত রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক আনোয়ার জাহিদের তত্ত্ব। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915
info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

আমেরিকায় স্বপ্ন পূরণ করতে হলে ক্রেডিট লাইন ভাল হতেই হবে।

২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika // Monday // December 26 // 2022

দিল্লিতে পৌঁছাল কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রাঃ রাহুলের পাশে সোনিয়া, প্রিয়াঙ্কা

ঢাকা ডেস্ক, ২৫ ডিসেম্বর : কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা দেশটির রাজধানী শহর দিল্লিতে পৌঁছেছে। গতকাল শনিবার ভোরে ফরিদাবাদ থেকে দিল্লিতে প্রবেশ করে এ যাত্রা। বদরপুরে অপেক্ষা করছিলেন কংগ্রেসের দিল্লি সভাপতি অনিল চৌধুরী। উত্তরীয় পরিয়ে তিনি রাহুল গান্ধীসহ দলের অন্য নেতাদের স্বাগত জানান। খবর এনডিটিভির। এ সময় রাহুলের পাশে জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা কমল হাসান, তাঁর মা ও সাবেক কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশ, পবন খেরসহ অনেককে দেখা গেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর যাত্রা বন্ধের আবেদনের মধ্যেই কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা প্রবেশ করল দিল্লিতে। রাজধানী দিল্লিতে পদযাত্রায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে রাহুল বলেন, এ যাত্রার মূল উদ্দেশ্য হলো সর্বব্যাপী ঘৃণার বাজারে (নফরত কি বাজার) প্রেমের দোকান খোলা (মহব্বত কি দুকান)।

আ. লীগের নতুন কমিটিকে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শেখ হাসিনা এমপি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদের এমপি পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত সকল নেতৃবৃন্দকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অভিনন্দন জ্ঞাপনকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন- যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আইরিন পারভীন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাহমুদুল হাসান, সহ সভাপতি সামসুদ্দীন আজাদ, লুৎফুল করীম, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সরদার আজাদ, সাখাওয়াত হোসেন বিশ্বাস, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু, উপ প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হোসেন, সেবুল মিয়া প্রমূখ।

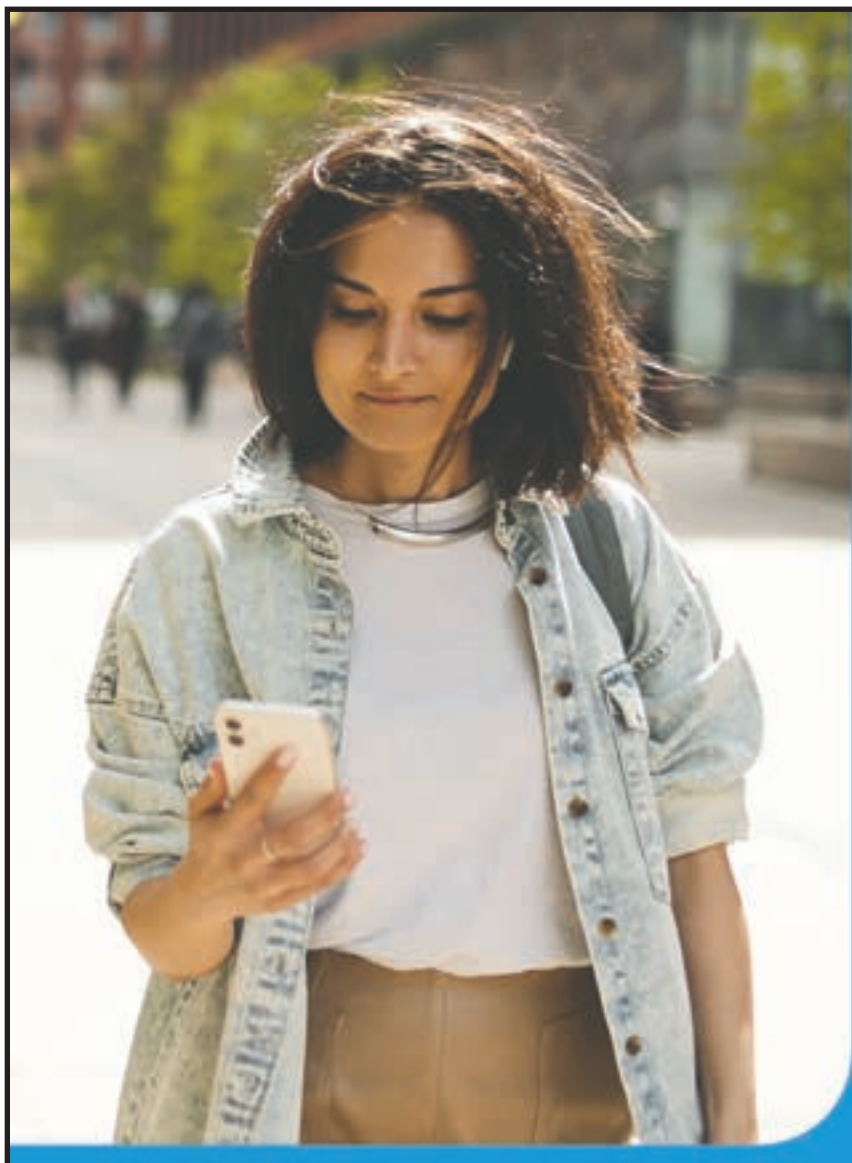

আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

ইউএসবিসিসিআই উইমেন্স এন্টারপ্রেনিউর সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

এন্টারপ্রেনিউর সামিট এবং উইমেন এন্টারপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ডস-২০২২'।

নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে গত ১৭ ডিসেম্বর, শনিবার এ সামিট অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়বারের মতো নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি ও তাদের উৎসাহিত করতে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেকডালিনা কুলসিজ ও চেম্বারের পরিচালক শেখ ফরহাদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক সংগঠনের প্রধান কার্যনির্বাহী ও প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লুইস, স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড আই. ওয়েপ্রীন, নিউইয়র্ক সিটি, মেয়র অফিস ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স-এর ডেপুটি কমিশনার দিলীপ চৌহান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রঙ্কস চেম্বার অফ কমাস-এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও লীসা সরিন।

সামিটে অতিতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাহেরা চৌধুরী (কো-ফাউন্ডার, এস জে ইনোভেশন), পুজা রায় (ফাউন্ডার এন্ড সিইও, স্ট্যাটস ভেঞ্চার্স ইনক), মেক-ডালিনা কুলসিজ, নাহিদ আহমেদ, (প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, উরবান সেটার), আহাদ আলী সিপিএ, ইমরান ভূঁইয়া (ডাইরেক্টর অব সেলস, এক্সিট রিয়েলিটি প্রিমিয়াম) ও সাহেদ ইসলাম (ফাউন্ডার, এস জে ইনোভেশন) প্রমুখ।

উল্লেখ্য নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রতিবছর ১৯ নভেম্বর তারিখটি নারী উদ্যোক্তা দিবস বা উইম্যান এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডে হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘ। এরই অংশ হিসেবে ১৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ১৩ জন নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা জানিয়েছে ইউএসবিসিসিআই।

সম্মাননা প্রাপ্ত ১৩ জন নারী উদ্যোক্তারা হলেন: সুমনা রিমি (প্রতিষ্ঠাতা স্টাইল উইথ মি), ডিম্পল উইলাবাস (প্রেসিডেন্ট ও সিইও রিদম নেশন এন্টারটেইনমেন্ট), রোকসানা আহমেদ (প্রতিষ্ঠাতা, রোকসানা হালাল ডেলাইটস), পুজা রাই (প্রতিষ্ঠাতা স্টেটস ভেনচার করপোরেশন), নাহিদ আহমেদ, (প্রেসিডেন্ট ও সিইও আরবান সাটার), মাহবুবা রহমান (সিইও ইনফিনিটি বিউটি বার), আনা গাজারা (চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার ভারসাইলস ভেনচার), অর্পি আহমেদ (প্রতিষ্ঠাতা ব্রাইড বাই অর্পি), মেহেজাবিন মাহাবুব মেহা (সিইও ওমেনস ফ্যাশন), সাহেরা চৌধুরী (কো ফাউন্ডার এস জে ইনোভেশন), ফাতেমা নাজনীন প্রিসিলা (প্রতিষ্ঠাতা প্রিসিলা নিউইয়র্ক আই এন সি), মেগডালিনা কুলিটস (সিইও অরেঞ্জ রিভার মিডিয়া) ও ফারজানা হক (চেয়ারম্যান হাইমোকান্তি ট্রেড করপোরেশন)।

স্বাগত বক্তব্যে লিটন আহমেদ বলেন, আজকের সামিটে নারী উদ্যোক্তা দিবসের অর্জন উদযাপনের পাশাপাশি সামিটে নতুন উদ্যোক্তারা তাদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে কিভাবে কাজ করেছে তা বিভিন্ন শ্রোতার জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ এবং তথ্য গ্রহণ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। তিনি বলেন, আজকের ইভেন্ট অংশগ্রহণকারীদের নানান পেশাদারদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে এবং তাদের সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করারও সুযোগ কওে দিয়েছে। এই সামিট নতুন নারী উদ্যোক্তাদের তাদের পরবর্তী পরামর্শদাতা, বন্ধু এবং ক্লায়েন্টদের সাথে সংযুক্ত করবে। বর্তমানে অনলাইনভিত্তিক উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি লক্ষ করা যায়। কারণ সামাজিক ও পারিবারিক দায়বদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না বলে অনলাইন ভিত্তক উদ্যোগে নারীরা খুব স্বচ্ছন্দেই পদচারণা করতে পারে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউএসবিসিসিআই-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট বখত রুম্মান বিরতীজ, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, পরিচালক শেখ ফরহাদ, উইমেন এম্পাওরমেন্ট কমিটির চেয়ারপারসন রুমা আহমেদ, এক্সপো ইউএসবিসিসিআই'র বদরুদ্দোজ্জা সাগর, শেখ ফারজানা প্রমুখ।

বিজয় দিবস স্মরণে ফুলকলি ফাউন্ডেশনের ব্যতিক্রমী 'কবিতাঞ্জলি'

(শেষের পাতার পর)

)শ্রদ্ধা জানিয়েছে ফুলকলি ফাউন্ডেশন ইউএসএ। এ উপলক্ষ্যে গত ২৩ ডিসিম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে 'ক-বিতাঞ্জলি' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠনটি। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ স্মার্ট ক্যাফে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন ফুলকলি ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র সভাপতি বেলাল আহমেদ এবং উপস্থাপনায় ছিলেন প্রবাসের বিশিষ্ট ছড়াকার মনজুর কাদের। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মইনুল আলম বাপ্পী।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরাফ সরকারকে উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়। এসময় তিনি উপস্থিত সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন যথাক্রমে মিশুক সেলিম, খালেদ সরফুদ্দিন, শামস চৌধুরী রুশো, শওকত রিপন, এস এম মোজাম্মেল হক, এবিএম সালেহ উদ্দিন, জেবুন্নেসা জোসনা, মোহাম্মদ আলী বাবুল ও সুস্মিতা দেবনাথ।

এছাড়াও আবৃত্তি করেন সুমন শামসুদ্দীন, আহসান হাবীব, মোহাম্মদ শানু ও শেখ সিরাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পীদের মধ্যে অংশ নেয় যথাক্রমে নাহরীন ইসলাম, মুন হাই, রাইসা জেরীন ও লামমীম।

উল্লেখ্য, প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক কবিতাপ্রেমী প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বড়দিন ঃ সার্বজনীনতা লাভ করুক এ উৎসব

পঁচিশ ডিসেম্বর শুভ বড়দিন। আজ থেকে দুই সহস্রাধিক বছর আগে জেরুজালেমের কাছাকাছি বেথলেহেম নগরীর এক গোয়ালঘরে জন্মেছিলেন খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিষ্ট। ৩৩ বছরের স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি মানুষকে শুনিয়েছেন শান্তির বাণী, ভালোবাসার কথা।

হিংসা-দ্বেষ, পাপ-পংকিলতা থেকে মানুষকে মুক্ত করাও ছিল তার প্রবর্তিত ধর্মের অন্যতম মূল কথা। তার শান্তির বাণী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। মতবাদ প্রচারের সময় অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যিশু। কিন্তু কোনো নির্যাতন-নিপীড়নই তাকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মানুষকে জয় করার হাতিয়ার ছিল তার সংযম ও সহিষ্ণুতা।

বর্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘাতময় পৃথিবীতে যিশুর বাণী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। যিশু বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের শক্তিতে। বাইবেলে বর্ণিত আছে-'আমি সব মন্দ আত্মাকে তাড়াই ঈশ্বরের শক্তিতে এবং তোমরা যা আমার কাছ থেকে শোনো, তা আমার নয় বরং সেসব কথা পিতার, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

বর্তমান বিশ্বের হিংসা-বিদ্বেষ প্রকৃত অর্থে আত্মারই সংকট। মন্দ আত্মা মানুষকে তাড়িয়ে ফিরছে নেতিবাচকতার দিকে। মানুষের মধ্যে যিশু প্রস্তাবিত পরিশুদ্ধ আত্মার প্রতিস্থাপনে এ সংকট থেকে মুক্তি মিলতে পারে। যিশু সব মানুষের জন্য সমান সুযোগের কথাও শুনিয়েছেন। আধুনিক গণতন্ত্রের মর্মকথাও তা-ই। সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, শুধু খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জীবন ও দর্শনেই যিশুর প্রভাব পড়েনি, পুরো মানবসভ্যতাই কিছু না কিছু মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে তার আদর্শ, নীতি ও বিশ্বাস দ্বারা।

প্রতিবছর এই দিনে বিশ্বের খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও আনন্দঘন পরিবেশে বড়দিনের উৎসব পালন করে থাকে। দিনটি উপলক্ষ্যে যিশুখ্রিষ্টের জন্মের কাহিনি পাঠ ও ধ্যান করা হয়। সেই কাহিনি অবলম্বনে গির্জাঘরে এবং বাড়িতে বাড়িতে গোশালা নির্মাণ করে ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়। এর সঙ্গে গান-বাজনা, নাম-সংকীর্তন, ভোজন, আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদি চলে। এসব বাহ্যিক উৎসব-আয়োজনের উর্ধ্বে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তাদের হৃদয়-মন ও অন্তরাত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। তাদের এই আনন্দ-উৎসব যাতে নিছক আচারিক বা অনুষ্ঠানসর্বস্ব না হয়, সেজন্য বড়দিনের পূর্ববর্তী চার সপ্তাহব্যাপী আগমনকাল হিসাবে পালনের ব্যবস্থা করেন। এ সময়ে খ্রিষ্টভক্তরা ধ্যান-অনুধ্যান, মন পরীক্ষা, ব্যক্তিগত পাপ স্বীকার, সমবেত পুনর্মিলন বা ক্ষমা-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষে মানুষে সম্পর্কের উন্নয়ন ও নবায়ন করতে সচেষ্ট হন।

বড়দিনের উৎসবে মুসলমান সম্প্রদায়ও যোগ দিয়ে থাকে এবং আনন্দ ভাগ করে নেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী অংশ নিয়েছিলেন, তাদের অনেকে শহিদও হয়েছেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরাও একাকার হয়ে আছেন এ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে।

বড়দিন উপলক্ষে আমরা বাংলাদেশে অবস্থানরত খ্রিষ্টানসহ পৃথিবীর সব খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে জানাই শুভেচ্ছা। বড়দিনের উৎসব সার্বজনীনতা লাভ করুক। এ ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে সংহতি গড়ে উঠবে এবং তা বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছেন যিশু

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও

প্রায় দুই হাজার বছর আগে স্বর্গ থেকে যে একটুকরা পবিত্র আলো ঝলকিত হয়ে উঠেছিল মা মারিয়ার ক্ষুদ্র কুটিরে, সে আলোই সূর্যালোক হয়ে শত সহস্রকাল ধরে বিশ্বমানবের মুক্তির পথপ্রদর্শন করে চলছে। বস্তুতপক্ষে বিশ্বমানুষকে মুক্তির পথে, কল্যাণের পথে, শান্তির পথে পরিচালিত করার জন্য যিশুখ্রিষ্ট আলোকবর্তিকা হিসাবে এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

যিশু স্বয়ং তার অনুসারীদের বলেছেন, 'আমিই জগতের আলো। যে আমাকে অনুসরণ করবে সে কখনো অন্ধকারে হাঁটবে না, বরং জীবনের আলো পাবে' (যোহন-৮:১২)। সত্যিকার অর্থে যারা যিশুখ্রিষ্টের জীবন, আদর্শ ও বাণীকে অনুসরণ করে, তারা কখনো অন্ধকারে পথ হারায় না।

এ কারণে 'ইলিশাবেৎ যখন মরিয়মের কাছ থেকে যিশুর আগমনবার্তা শুনেছিল, তখন যোহন বাপ্তাইজক আনন্দে নেচে উঠেছিল। শিমিয়ন জেরুজালেম মন্দিরে শিশু যিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে বলে উঠেছিল, আমার নয়ন যুগল পরিত্রাণ দেখিতে পাইল' (লুক-২:১০)।

যিশুখ্রিষ্ট এক বিক্ষুব্ধ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সময়ে ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য করে এ মর্ত্যজগতে মানবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যিশুর জন্মের পূর্ববর্তী সময়ে বর্বর সামরিক অভিযান, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সাম্রাজ্যের পরিবর্তন, ষড়যন্ত্র, হত্যা ইত্যাদি বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সমগ্র জেরুজালেম।

এ সময় রোমান সাম্রাজ্য প্রধান বিশ্বশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। ৬ থেকে ৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয়জন রোমান প্রকিউটরেটর সিজারিয়া মারিটিমা থেকে জুডিয়া (দক্ষিণ ফিলিস্তিন) পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন পি. কুইরিনিয়াস। তিনি জনগণের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করার সুবিধার জন্য আদমশুমারি শুরু করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে জুডিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্ম হয়।

প্রকিউটরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন পন্টিয়াস পিলেট, যিনি ২৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্র্যাটাসের স্থলাভিষিক্ত হন। পূর্বসূরিদের মতো তিনিও ইহুদি ধর্মের রীতিনীতি ও মূল অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। এদের অত্যাচার আর শোষণ-নিষ্পেষণের ফলে সাধারণ মানুষ যখন অন্তহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, ঠিক তখন আলোকবর্তিকা হয়ে যিশুখ্রিষ্ট এ ধরাধামে আবির্ভূত হন।

ইহুদিদের শনিবারের প্রার্থনাগারে যিশু যখন প্রথম নিজেকে ঈশ্বরের মনোনীত বলে ঘোষণা করেন, তখন তার প্রথম বাক্যটি ছিল-'ঈশ্বরের আত্মা আমার ওপর আছে, কারণ দীন-দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্যই তিনি আমায় নিযুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে স্বাধীনতার কথা ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন। আর নির্যাতিতদের মুক্ত করতে বলেছেন' (লুক-৪:১৮)।

প্রকৃতপক্ষে যিশু যেখানেই গেছেন, সেখানেই শয়তানের শক্তি দুর্বল হয়েছে, পাপের প্রভাব লুপ্ত হয়েছে এবং সব পাপ দূর হয়েছে। যিশুর সব ঐশ্বরিক কাজের মধ্যে একটাই বার্তা ছিল-তিনি মানুষকে বলেন, 'সময় এসে গেছে, ঈশ্বরের রাজত্ব খুব কাছে। তোমরা পাপের পথ থেকে মন ফেরাও এবং ঈশ্বরের সুসমাচারে বিশ্বাস আন' (মার্ক-১:১৫)। যিশুর শিষ্যরা তাকে এমন এক রাজা হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন, যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রোমান সাম্রাজ্যের অন্যায় শাসন ধ্বংস করে দেবে এবং জেরুজালেমে একটি নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।

তার শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে এই বলে তর্ক-বিতর্ক করত যে, তাদের মধ্যে কে ঈশ্বরের রাজ্যের শীর্ষ পদগুলো অধিকার করবে। এ অবস্থায় যিশু তার শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে বড়ো হতে চাও তাকে তোমাদের সেবাকারী হতে হবে, আর যে প্রথম হতে চায় তাকে তোমাদের গোলাম হতে হবে। মনে রেখো, মানবপুত্র শাসন করতে আসেননি বরং সেবা করতে এসেছেন। এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে তাদের প্রাণের পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন' (মথি : ২০:২৬-২৭)।

প্রকৃতপক্ষে যিশুখ্রিষ্ট নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডের শাসক ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি সমগ্র বিশ্বের সব মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান নিয়ে মানবাত্মার শাসক হয়ে উঠেছেন, যে শাসন কোনো তলোয়ার বা সামরিক শক্তি নয়, বরং ঐশ্বরিক ভালোবাসা দ্বারা পরিচালিত হয়। এ কারণে যিশু এক গাধার পিঠে চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন; যা ছিল শান্তির প্রতীক। যুদ্ধ বা বিজয়ের প্রতীক হিসাবে ঘোড়াকে ব্যবহার করেননি।

যিশু ঈশ্বরপুত্র হয়েও এ মর্ত্যজগতে এসেছেন আমাদের সেবা করার জন্য। তিনি বলেছেন, 'হে ক্লান্ত ও ভারগ্রস্ত লোকেরা, তোমরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল তোমার ওপর নাও এবং আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও, কারণ আমার হৃদয় কোমল ও নম্র এবং তুমি তোমার আত্মার জন্য বিশ্রাম পাবে। কারণ আমার জোয়াল সুবহ এবং আমার বোঝা হালকা' (মথি : ১১:২৮-৩০)।

এ ছাড়া তিনি ক্ষুধার্ত লোকদের খাবার দিয়েছেন; কুষ্ঠরোগী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অন্ধ, খোঁড়া, পঙ্গু, মূক প্রভৃতি মানুষকে সুস্থ করে তুলেছেন। এর মধ্য দিয়ে যিশু আমাদের সেবাধর্মের শিক্ষা দেন। তাই বড়দিনের এ আনন্দের সময় আমরা যেন অসহায় মানুষকে সেবা দিতে পারি, মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি সেই সংকল্প করা উচিত। কারণ যিশু নিজেই তাকে অনুসরণ করার আদেশ করেছেন।

একদা তিনি তার শিষ্যের পা ধুয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি কি জানো আমি তোমার সঙ্গে কী করেছি? তুমি আমাকে শিক্ষক ও প্রভু বলে ডাক এবং আমাকে ভালো বলো, কারণ আমি তা-ই। তোমার প্রভু ও শিক্ষক হিসাবে আমি যদি তোমার পা ধুয়ে দিই, তাহলে তুমিও অপরের পা ধুবে। আমি তোমার জন্য এটি একটি উদাহরণ দিয়েছি, এ কারণে যে, আমি তোমার প্রতি যেমন করেছি, তুমিও যেন তা-ই করো' (যোহন-১৩:৫, ১২-১৫)।

যিশুখ্রিষ্ট আমাদের ভালোবাসার শিক্ষা দেন। বস্তুতপক্ষে এ বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। যিশুখ্রিষ্ট এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। যোহনের ভাষায়-'ঈশ্বর জগৎকে এত ভালোবাসলেন যে, নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করলেন' (যোহন-৩:১৬-১৭)। ঈশ্বর যে আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন, তিনি যে সবসময় আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের সবসময় ক্ষমা করেন-সেই সত্যটিই যিশুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

তাই দেখা যায়, যিশু সব ধরনের মানুষকে ভালোবাসতেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত প্রান্তিক শ্রেণি, অসুস্থ রোগী, মহিলা, শিশু, এমনকি পাপীদেরও তিনি ভালোবাসতেন। যিশু কুখ্যাত পাপীদের সঙ্গেও ভোজন করতেন, যাতে তারা অনুতাপের পথ দেখতে পায়। যিশু সত্যের পথ হারানো পাপীকেও খুঁজছেন। ফরিশিরা যখন যিশুর শিষ্যদের বলে, তোমাদের গুরু কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে কেন খায়, তখন যিশু একথা শুনে তাদের বলেন, 'যারা সুস্থ আছে তাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যারা অসুস্থ তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। এ কারণে আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসিনি, বরং পাপীদের অনুতাপ করাতে এসেছি' (মথি : ৯:১১-১৩)।

যিশু তার শিষ্যদের আরও বলেছেন, 'তোমরা একে অপরকে ভালোবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তেমনি তোমরাও অন্যকে ভালোবাস। যদি তোমরা একে অন্যকে ভালোবাস, তবেই বুঝতে পারবে তোমরা আমার শিষ্য' (যোহন-১৫:১২)।

তাই যিশুখ্রিষ্টের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যখন বড়দিনের উৎসব পালন করি, তখন যেন এ ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাটি গ্রহণ করি। মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালোবাসতে পারি। বড়দিনে আমরা একে অন্যকে উপহার দিই। কিন্তু যিশুর শিক্ষা আমাদের আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে একে অপরের জীবনে উপহার হয়ে ওঠার কথা বলে।

করোনা মহামারিতে সমগ্র বিশ্ব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অসংখ্য মানুষ চাকরিহীন, গৃহহীন, কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। অনেকে তাদের নিকটাত্মীয়-স্বজনদের হারিয়েছে। এ অবস্থায় যিশু আমাদের সেসব দীন-দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেন। যারা এ ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া দেন, তারা ঈশ্বরের ভালোবাসায় সিক্ত হন, তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হন। পরস্পরের ভাইবোন হয়ে ওঠেন।

কারণ ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতাস্বরূপ। যখন আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করি, তখন সমগ্র বিশ্ব একটা মানব পরিবার হয়ে ওঠে। আর আমরা সেই পরিবারে একে অপরের ভাইবোন হয়ে উঠি। তাছাড়া ঈশ্বর তার প্রিয়পুত্র যিশুকে কেবল একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে পথপ্রদর্শন করার জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি। যিশু আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য। তাই যিশুর জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে বড়দিনের এ আনন্দ পৃথিবীর সব মানুষ, সব প্রাণকে স্পর্শ করুক, এ প্রত্যাশা করি।

লেখক: অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা

তাই যিশুখ্রিষ্টের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যখন বড়দিনের উৎসব পালন করি, তখন যেন এ ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাটি গ্রহণ করি। মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালোবাসতে পারি। বড়দিনে আমরা একে অন্যকে উপহার দিই। কিন্তু যিশুর শিক্ষা আমাদের আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে একে অপরের জীবনে উপহার হয়ে ওঠার কথা বলে।

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর/জানু	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	০১
ফজর	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮
সূর্যোদয়	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯
জোহর	১১.৫৭	১১.৫৭	১১.৫৮	১১.৫৮	১১.৫৯	১১.৫৯	১১.৫৯
আসর	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৬	২.৫৯	২.৫৮	২.৫৮	২.৫৮
মাগরিব	৪.৩৬	৪.৩৭	৪.৩৮	৪.৩৯	৪.৩৯	৪.৩৯	৪.৪০
এশা	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

কেন ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’

ড. হাসনান আহমেদ

গত ১১ ডিসেম্বর ‘এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে’ শিরোনামে প্রকাশিত কলামের ধারাবাহিকতায় সামনে এগোতে চাই। আমাদের দেশের শিক্ষা অন্য আরও অনেক দেশের শিক্ষার তুলনায় নিম্নমানের না উচ্চমানের তার তুলনা না করেও বলা যায়, শিক্ষার মান ও পরিবেশের সংকট এদেশে বিদ্যমান। শিক্ষা পৃথিবীতে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অধিকতর টিকে থাকার অবলম্বন। সেজন্য শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে আপস করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান) অর্জিত হয়। অর্জিত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করে জীবন ও কর্ম নির্বাহ করি। জ্ঞান আমাদের পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম করে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

কার্যত আমাদের দেশে শিক্ষার মান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষা থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলি হারিয়ে যাচ্ছে। একটি পক্ষ শিক্ষা থেকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাকে বিযুক্ত করেছে; টেকনিক্যাল শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থাকে খন্ডিত শিক্ষায় পরিণত করেছে। এভাবে জাতি হিসাবে আমরা ক্রমেই দুর্বল হতে ও হারিয়ে যেতে বসেছি। আবার শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবে আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক আয়-বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে। এমন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এ অবাঞ্ছিত স্রোতধারার প্রতিকূলে দাঁড়াতে একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের শুভাকাঙ্খী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ শিক্ষিত সমাজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একজোট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এভাবে জোটবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-সংগঠনের নাম হতে পারে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ (জাশিপ)।

সরকারি পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনা, নীতিনির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় বাস্তবায়নে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এদেশে জাতীয় উন্নয়নে এটিও একটা বড় সমস্যা। এ প্লাটফরম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবার নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাশিপ এদেশের মানুষকে সুশিক্ষিত করা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সামাজিক শিক্ষা, শিক্ষা ও সেবা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণ, সমাজসেবা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে জাতীয় প্লাটফরম হিসাবে কাজ করবে। জাশিপ ও ‘শিক্ষা-সেবা সমাজের’ কেন্দ্রীয় কার্যক্রম এ পরিষদ পরিচালনা করবে। এ পরিষদ আদর্শ ও মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্লাটফরম। এ পরিষদ এদেশের বিদ্যমান রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা, সেবা এবং সমাজ উন্নয়নের আদর্শকে কাজে ও কর্মে ধারণ করে পরিষদের নীতিমালা নির্ধারণ করবে এবং সেই মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ কর্মসূচির পুরোটাই জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ায় এর বাস্তবায়নে পরিষদ প্রয়োজনানুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই নেবে। এ পরিষদ সমাজের মানুষের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক সেবা বিষয়ে সমাজ সচেতনতা বাড়াবে, করণীয় ঠিক করবে এবং শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের একটা গঠনতন্ত্র থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলি হবে এরকম-

১. দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কাজ করা। জনে জনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা; তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনমুখী শিক্ষা, যেমন-ব্যবহারিক জীবন পরিচালনা করতে শেখা, স্বাস্থ্যবিধি শেখা, ভালো থেকে মন্দকে পৃথক করতে শেখা, ঘটনা বিশ্লেষণ করতে শেখা, সমস্যার সমাধান করতে শেখা, ভাবনা-চিন্তা করতে শেখা, সামাজিকতা ও পরিবেশ বিষয়ে শেখা, বিভিন্ন সফট স্কিলস বিষয়ে শেখা ইত্যাদি; কর্মমুখী শিক্ষা, যেমন-পেশাগত শিক্ষা অর্জন, কারিগরি শিক্ষা অর্জন, প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জন, প্রতিভার বিকাশ ইত্যাদি; এবং মানবিক গুণাবলি জাগানিয়া শিক্ষা, যেমন-ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলির সম্মিলন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; সামাজিক শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

২. দেশব্যাপী ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ পরিচালনা, তাদের সমাজসেবার কাজে সহায়তা, সামাজিক শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা, সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের কেন্দ্রীয় প্লাটফরম হিসাবে কাজ করা।

৩. দেশব্যাপী স্কুল, মাদ্রাসা নির্বিশেষে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেইটেড/ইউনিফায়েড শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা এবং সব পর্যায়ে মানবিক-ব্যবসায়-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীর সুবিধামতো উচ্চশিক্ষা কিংবা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪. দেশে শিক্ষা ও সেবার মানোন্নয়নে নীতিমালা ও জনসচেতনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, গোলটেবিল আলোচনা ইত্যাদির আয়োজন করা, জনমত গঠন করা ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রকাশ ও প্রচার করা;

৫. শিক্ষা ও সেবার মানোন্নয়নে এবং জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলি জাগানিয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার ও যে কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা, শিক্ষানীতি তৈরিতে সরকারকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা এবং শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন মূল্যায়ন প্রজেক্ট হাতে নেওয়া;

৬. দেশে শিক্ষা ও সেবার মানোন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গবেষণার কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য শিক্ষা-সেবা পরিষদের সদস্য, কোনো সুহৃদ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ বা দাতা সংস্থার কাছ থেকে চাঁদা, দান, আর্থিক সাহায্য, এককালীন অনুদান, বার্ষিক বরাদ্দ ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষা-সেবা পরিষদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা;

৭. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজে’র মাধ্যমে আগত ক্ষুদ্র শিল্প-উদ্যোক্তা, শিল্প/বাণিজ্য সংগঠকদের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, তাদের গ্রাম ও অঞ্চলভিত্তিক শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

জাশিপ শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের মাধ্যমে অভিভাবক মহলকে শিক্ষা-সচেতন করে স্কুল/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রমকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রভাব সৃষ্টি করবে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কাজের আওতা ও কাজের ধরন-ধারণ সময়ের গতিশীলতায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে সমাজজীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে।

জাশিপ পরিচালনা, নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটা ‘নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ’ থাকবে। দেশের শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের তালিকা থাকবে। তারা পরিষদের ‘সাধারণ সদস্য’ বলে পরিচিত হবেন। সাধারণ সদস্য ছাড়াও ‘ফেলো সদস্য’ ও ‘আজীবন সদস্য’দের তালিকা থাকবে, যারা সমাজের শিক্ষা ও সেবার কাজে আজীবন নিজেদের নিয়োজিত রাখবেন বলে ঘোষণা দেবেন। প্রতিটি ‘শিক্ষা-সেবা সমাজের’ ‘প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর’ পদাধিকার বলে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের ‘সোসাইটি কাউন্সিলর’ হিসাবে থাকবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-সেবা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবেন। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলির উন্নতি ও গঠনমূলক দিকনির্দেশনার জন্য দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি ‘বোর্ড অব অ্যাডভাইজারস’ থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ তাদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। পরিষদের কার্যাবলিকে সুচারুরূপে সমাধা ও মূল্যায়নের জন্য ‘নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদে’র অধীন চারটি সেল থাকবে : ১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেল; ২. গবেষণা ও উদ্ভাবন সেল; ৩. মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স সেল; এবং ৪. তহবিল ব্যবস্থাপনা সেল। সেলগুলো পরিষদের সঙ্গে একাট্টা হয়ে পরিষদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করবে এবং কার্যাবলি মূল্যায়ন করবে। প্রত্যেক সেলের জন্য আলাদা পূর্ণাঙ্গ কমিটি থাকবে।

জাশিপের গঠনতন্ত্রে পরিষদ গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। জাশিপের একটা জুতসই ও কার্যকর ‘আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা’ এবং ‘ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা’ থাকবে। পরিষদের অধীনে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ দেশের প্রত্যেক এলাকায় কাজ করবে।

সময়ের প্রয়োজনে আমাকে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ এবং ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ গঠনের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। এর বিকল্প অনেক কিছু ভেবেছি; কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সেগুলো প্রায়োগিক, কার্যকর ও সময়োপযোগী হবে না বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, পৃথিবীকে রক্ষা এবং মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ‘এসডিজি’ বা ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।

অপ্রিয় হলেও সত্য, আমাদের দেশের শিক্ষাহীনতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অপরাজনীতি, অপশাসন, আইনের প্রয়োগহীনতা দেশ ও সমাজের জীবনীশক্তিকে কুরে কুরে খেয়ে ক্রমেই খোলা বানিয়ে ফেলছে। অথচ বিষয়গুলো অলক্ষ্য ও অবিবেচনীয় রয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে ধেয়ে চলেছে। আবার জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত। যে কোনো মূল্যে এবং যে কোনো উপায়ে শিক্ষায় আদর্শ, নৈতিকতা, সততা ও মান ফিরিয়ে আনতে হবে। স্কুল-মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষায় জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন করে তাদের মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। দুস্থ-অসহায়কে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। পায়ে পায়ে অনেক দিন গড়িয়ে গেছে। সবকিছুর মধ্যে যেন রাজনীতির বিষবাষ্প না ঢুকতে পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশে এখনো গ্রামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন মানোন্নয়নের জন্য বিচ্ছিন্ন কোনো অর্থ-সহায়তা কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে না। সুষম উন্নয়নের জন্য ব্যাষ্টিক উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা দরকার। সেজন্য শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ উন্নীতকরণ, মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল্‌স প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা অধিক উপযোগী। এসব বিবেচনায় ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ ও জাশিপের কার্যক্রম সমাজ ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী হবে বলে বিশ্বাস করি। এ ছাড়া এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া এসডিজি-১ (নো পোভার্টি), এসডিজি-৪ (গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ) এবং এসডিজি-৮ (শোভন কর্ম-সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন) বাস্তবায়নে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এজন্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ও পদের শিক্ষা-সচেতন ব্যক্তি, দেশের উন্নয়নে নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক সেবা দেওয়াই যাদের লক্ষ্য হবে, ‘শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে’ জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ ও শিক্ষা-সেবা সমাজ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এ দেশের শিক্ষা ও সেবার মানোন্নয়নে তথা দেশ গঠনে সময়োপযোগী গঠনমূলক ভূমিকা রাখবেন বলে আমি আশাবাদী।

সময়ের প্রয়োজনে আমাকে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ এবং ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ গঠনের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। এর বিকল্প অনেক কিছু ভেবেছি; কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সেগুলো প্রায়োগিক, কার্যকর ও সময়োপযোগী হবে না বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, পৃথিবীকে রক্ষা এবং মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ‘এসডিজি’ বা ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।

লেখক: প্রফেসর, ইউআইইউ, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

এবারের বিশ্বকাপ ছিল পূর্বনির্ধারিত

আনিসুল হক

এবারের বিশ্বকাপের পান্ডুলিপিটা ছিল নিখুঁত। ২০ ডিসেম্বর ২০২২ বিবিসি যখন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বিজয়ী বীরদের দেশে ফেরা দেখাচ্ছিল সরাসরি, তখন ভাষ্যকার বলছিলেন, এবারের চিত্রনাট্যটা সস্তা কমিকসকেও হার মানায়, এটা যদি কোনো কমিকসের লেখক লিখতেন, তবে সম্পাদকেরা সেটাকে অতি সস্তা, অতি অনুমিত বলে বাদ দিয়ে দিতেন। কোন অংশটা? বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম খেলায় আর্জেন্টিনা হেরে যাবে সৌদি আরবের কাছে। তারপর তারা একটার পর একটা ম্যাচে জিতবে, আর শেষ পর্যন্ত হবে চ্যাম্পিয়ন। চিত্রনাট্যটা ছিল উত্থান-পতন, হাসি-কান্না, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্লাইমেক্সে ঠাসা। অক্সফোর্ড বলবে, এবার চ্যাম্পিয়ন হবে ব্রাজিল। ফাইনাল হবে বেলজিয়ামের সঙ্গে। আর ফিফার গেমসাইট বলবে, এবার চ্যাম্পিয়ন হবে আর্জেন্টিনা। এর আগের দুবারও ফিফা গেম যা বলেছিল, তা-ই হয়েছে। জার্মানি এবং ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হবে, এই ছিল তাদের ভবিষ্যদ্বাণী। এবার তাদের পূর্বাভাস ছিল, চ্যাম্পিয়ন হবে আর্জেন্টিনা। ফিফা গেমের ভবিষ্যদ্বাণী কি আর বৃথা যায়? এবারের বিশ্বকাপে শুধু যে স্ক্রিপ্ট ভালো লেখা হয়েছিল, তা নয়, এর বাস্তবায়নও হয়েছে ভালো। অ্যাক্টিং ভালো হয়েছে। অ্যাকশন হয়েছে অনবদ্য, তুলনারহিত। ক্যামেরুনের কাছে হারল ব্রাজিল, আর পরের ম্যাচেই কীভাবে তুলাধোনা করল দক্ষিণ কোরিয়াকে। দাঁড়ান। দাঁড়ান। এসবই তো পূর্বপরিকল্পিত, পূর্বনির্ধারিত। ক্লাইমেক্স থেকে আসবে অ্যান্টিক্লাইমেক্স। পরের ম্যাচেই হেরে যাবে ব্রাজিল, ক্রোয়েশিয়ার কাছে। তার আগে নেইমার এমন একটা গোল দেবেন, যা মনে হবে টুর্নামেন্টের সেরা গোল।

কিন্তু তাতে কী? আগে থেকেই তো ঠিক করা আছে, ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে না। কাজেই ডিফেন্স ছেড়ে ব্রাজিলিয়ানরা সবাই চলে যাবে খেলা শেষের তিন মিনিট আগে আক্রমণ করতে আর উল্টো গোল খেয়ে বসে থাকবে। তারপর টাইব্রেকার। ব্রাজিল পাঠাবে তরুণতম খেলোয়াড়কে। সে কোন দিকে মারবে, তা-ও পূর্বনির্ধারিত আর ক্রোয়েশিয়ান গোলকিপার কোন দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা আগে থেকেই জানেন। ব্যস। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা মুখোমুখি সংঘাত এড়ানো গেল। বাংলাদেশে শতাধিক প্রাণ বেঁচে গেল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রয়ে গেল শান্তিপূর্ণ।

মরক্কোকে এগিয়ে নাও। কাতারে খেলা হচ্ছে। সৌদি আরব হারিয়ে রাখল চ্যাম্পিয়নদের। মরক্কো চলে গেল সেমিতে। কী উত্তেজনার ব্যাপার! পুরো আফ্রিকা জেগে উঠল, পুরো আরব দেশ জেগে উঠল। মরক্কোর খেলোয়াড়দের মায়েরা যাচ্ছেন গ্যালারিতে, খেলা শেষ করার পর তাঁরা ঢুকছেন মাঠে, খেলোয়াড়দের চুমু খাচ্ছেন। আহা, এ তো কাজী জহিরের সিনেমা অবুঝ মন-কেও হার মানায়।

আর আপস অ্যান্ড ডাউনস দেখুন। স্পেন দিচ্ছে সাত-সাতটা গোল, তারপর আউট। পর্তুগাল গর্জে উঠছে, তারপর বিদায়। কার বিদায়? না, রোনালদোর। তারপর সেকি কান্না! বীরের চোখের জল প্লাবন ডেকে আনল কোটি ভক্তের চোখে। ওদিকে নেইমারের কান্না কে দেখবে? কে মুছে দেবে তাঁর চোখের জল। স্ক্রিপ্টরাইটার এবার আনলেন একটা অনবদ্য চরিত্র। শিশু। ক্রোয়েশিয়ার খেলোয়াড়ের শিশুপুত্র ঢুকে গেল মাঠে। নেইমারের ভক্ত সে। নিরাপত্তাবলয় পেরিয়ে আলিঙ্গন করল সে নেইমারকে।

এত সুন্দরও একটা নাটক হয়! এত সুন্দর লেখা। এত সুন্দর তা চিত্রায়ণ। আমরা মুগ্ধ। বিস্মিত।

মেসি নামের একজন আছেন। তিনি এই গ্রহের নন। তাঁর পা তো মাটিতে পড়ে না। তিনি ছোট ছোট পদক্ষেপে দৌড়ান। কিক করতে জায়গা লাগে কম। পাস দেন নির্ভুল। এই পৃথিবী একবারই পেয়েছিল তাঁকে, কোনো দিন পায়নি আবার। এত অসম্ভব সুন্দর খেলোয়াড় কি আর আসবে এই ধূলির ধরায়? বয়স হয়ে যাচ্ছে। তিনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। কাজেই বিশ্বকাপ উঠবে তাঁরই হাতে। এটাও আগে থেকে নির্ধারিতই ছিল। বীরের হাতেই উঠতে হবে সোনার কাপ। সবাই এটা জানত। কিন্তু কাপটা তো আর না খেলে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া যায় না।

কাজেই দাও পেনাল্টি। কী? আর্জেন্টিনা পেনাল্টি পেয়ে জিতেছে? মেসির গোলগুলো বেশির ভাগ পেনাল্টির গোল? দাঁড়াও, সমালোচকদের মুখ বন্ধ করছি। আর্জেন্টিনা একটা পেনাল্টি পেল, তো ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স, মেসির প্রতিদ্বন্দ্বী এমবাপ্পে পেলেন দুটো পেনাল্টি। নিন। এবার সমালোচনা করুন। আর ফাইনাল মানে সেইরাম! ৭০ মিনিট আর্জেন্টিনা খেলল একা। মেসি দেখালেন তাঁর সেই খেলা, যা কেবল তিনিই দেখাতে পারেন। বল নিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহ ভেঙে মাথা নিচু করে কারও দিকে না তাকিয়ে তিনি বলটা দিলেন একেবারে সঠিক খেলোয়াড়টিকে। গোল!

আপনারা ভাবছেন দুর্বল চিত্রনাট্য! ফ্রান্স কী করে খেলা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে? দাঁড়ান। দাঁড়ান। এ যে রোমহর্ষ নাটক! থ্রিলার! পেনাল্টি থেকে গোল শোধ। তারপর এমবাপ্পে নামের পৃথিবীর আরেক সেরা খেলোয়াড়ের সেই রকম দৌড়, সেই রকম কিক। ৯০ মিনিটে ২-২।

আর্জেন্টিনার ৫০০ কোটি সমর্থক তখন নখ কামড়াচ্ছেন। তারপর আর্জেন্টিনার গোল। কে দেবেন? না। মেসি। সেই গোলেও নাটকীয়তা আছে। ফ্রান্সের একজন জালের ভেতর তিন গজ পেছনে দাঁড়িয়ে সেটা ফিরিয়েও দিলেন। ৩-২। ফ্রান্স পেল আবার পেনাল্টি। এমবাপ্পে সোনার বুট পাবেন। কাজেই তিনি আরেকটা গোল করে বসলেন।

এবার টাইব্রেকার। কী নিখুঁত গল্প! এমবাপ্পে গোল করবেন, মেসি গোল করবেন। ফ্রান্সের কিক ঠেকিয়ে দেবে পৃথিবীসেরা গোলকিপার মার্টিনেজ। কোন দিকে মারতে হবে, কোন দিকে ঝাঁপাতে হবে, সবই তো আগে থেকে ঠিক করা। এত সুন্দর বিশ্বকাপ আমরা এর আগে দেখিনি!

এত উত্তেজনাকর ফাইনালও কি পৃথিবী এর আগে কখনো দেখেছে? কে লিখলেন এই চিত্রনাট্য? প্রযোজক ফিফা। ক্যামেরা চালিয়েছেন দক্ষ পেশাদার ক্যামেরাম্যানরা। কিন্তু লিখলেন কে? নির্দেশনা কার? যা ভাবছেন, তা-ই। এই চিত্রনাট্য লিখেছেন বিধাতা।

কেবল জগৎবিধাতার পক্ষেই এ রকম একটা চিত্রনাট্য লেখা সম্ভব এবং তা পরিচালনা করা সম্ভব। তবে ফরচুন ফেভারস দ্য ব্রেভস। বিধাতা অযোগ্যকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরান না। ৩২টা দলের মধ্যে একটা টিম চ্যাম্পিয়ন হয়। তারা যোগ্য বলেই হয়। মেসির হাতে এত নাটকীয়তা শেষে কাপটা ওঠায় বলতে হয়, সোনার ছেলের হাতে সোনার কাপ, কে কার অলংকার?

মেসি বিশ্বকাপকে মর্যাদাবান করে তুললেন।

লেখক: প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক ও সাহিত্যিক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভেনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নুন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
অথবা ১ মিলিয়ন বা নুন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার [illegible] সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক লিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আজি হতে শতবর্ষ পরে

ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ

'আজি হতে শতবর্ষ পরে'-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ অমর কবিতাটি পড়তে পড়তে আমি হারিয়ে গেছি ভাবনার জগতে। শতবর্ষ পরে আমাকে, আপনাকে বা আমাদের কেউ কি মনে রাখবে? কেন মনে রাখবে? শতবর্ষ আগে যারা ছিলেন, তাদের কি আমরা মনে রেখেছি? জীবনে কেউই অমর নয় সত্য, কিন্তু মানুষের স্মৃতিতে কারও কারও অমরত্বের রহস্য কী?

জীবন তো ক্ষণস্থায়ী, পদ্মপাতার জল। কবির যেমন হাহাকার-'দম ফুরাইলেই ঠুস' বা 'এক সেকেন্ডের নাই ভরসা, বন্ধ হইব রং-তামাশা', বাউলের তেমনই উপলব্ধি-'একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মন আমার, কেন বান্ধ দালান ঘর।' এটাই নির্মম সত্য। কিন্তু এ ক্ষুদ্র জীবনে চলার পথে আমরা কি তা মনে রাখি? কত ভালোবাসা! কত স্বপ্ন! জীবন ঘিরে কত আয়োজন! জীবন সাজাতে, জীবন রাঙাতে মেধা-শ্রম-সময়ের কি অফুরান বিনিয়োগ! অথচ ভেবে দেখি না-পৃথিবী থাকার স্থান নয়, চিরদিন এখানে থাকা যায় না, কেউ থাকেনি, থাকতে পারেনি, থাকতে পারবেও না, থাকা সম্ভবও নয়। থাকা নয়, বরং চলে যাওয়াই সুনিশ্চিত। তারপরও আমরা আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখি, সোনার হরিণ বা মরীচিকার পেছনে আমৃত্যু দৌড়ে চলেছি। এখন ২০২২ সাল। আজ থেকে ১০০ বছর পরের কথা একটু কল্পনা করি। ক্যালেন্ডারের পাতায় তখন ২১২২। আজ আমরা যারা এ পৃথিবীতে বেঁচে আছি, সে সময় আমাদের একজনও হয়তো বেঁচে থাকবে না। আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। যখন ২১২২ সাল, আমাদের প্রায় সবার দেহ তখন মাটির নিচে, অস্তিত্ব তখন রুহের জগতে। ফেলে যাওয়া সুন্দর বাড়িটা, শখের গাড়িটা, জমিজমা, ধনসম্পদ, টাকা-পয়সা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করবে। একই নিয়মে দিন চলবে, কর্মযজ্ঞ চলবে। 'তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে, কাটবে গো দিন আজও যেমন দিন কাটে।' পৃথিবীর বুকে আজকের এই বেঁচে থাকা, এত হইচই, এত মায়াকান্না-সব এভাবেই চলতে থাকবে। থাকব না শুধু আমি-'একই সে বাগানে আজ এসেছে নতুন কুঁড়ি, শুধু সেই সেদিনের মালী নেই।' আচ্ছা, তখন কি আমার কথা কেউ ভাববে? আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি আমাকে বা আমাদের মনে রাখবে? আমার স্মৃতিচারণ করবে? নাকি যাদের জন্য সব করতে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের হাতে সময় হবে না আমাকে মনে রাখার? তারা হয়তো তখন নতুন স্বপ্নে বিভোর, নতুন উদ্যমে জীবন সাজাচ্ছে, সেই একই চক্রে বাঁধা পড়ছে, অজান্তে।

যদি নিজেদের প্রশ্ন করি-আমরাই কি আমাদের ১০০ বছর আগের প্রজন্মকে মনে রেখেছি? আমাদের দাদার দাদা, নানার নানা বা অন্য পূর্বপুরুষের কথা কি আমরা জানি? তাদের নামটাই বা আমরা কতজন বলতে পারব? মাত্র দুই কি তিন পুরুষের ব্যবধানে নামটা পর্যন্ত হারিয়ে যায়, পরিচয় তো পরে। নেহাতই যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নারী না হলে সবাই হারিয়ে যায় কালের অন্তরালে। তাহলে ১০০ বছর পর ওই সময়ের প্রজন্মের কেউ কেনই বা আমাদের মনে রাখবে?

এ ভাবনা কষ্টকর বৈকি। তাহলে পৃথিবীতে এসে এত কিছু অর্জন করে আমাদের কী লাভ হলো? যে পিতা-মাতা সন্তানের জন্য জীবনের সব সময়, শ্রম, ধনদৌলত বিনিয়োগ করেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজের সবটুকু নিংড়ে দিয়েছিলেন, নিজের জন্য রাখেননি কিছুই; চলে যাওয়ার পর তাদের কথা কেউ মনে রাখে না, ভাবে না, স্মরণ করে না। এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে? আসলে এ পৃথিবীতে নিজের বলে কিছুই নেই। জীবনের যা অর্জন তার কিছুই মৃত্যুর পর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। একমাত্র আকুতি-যদি বেঁচে থাকা যায় কারও স্মৃতি হয়ে; কিন্তু এ ভাগ্যই বা কজনের হয়। শূন্য থেকে এসে আবার শূন্যেই মিলিয়ে যাওয়া-মানবজন্মের বোধহয় সবচেয়ে বড় আক্ষেপ।

যদি নিজেদের প্রশ্ন করি-আমরাই কি আমাদের ১০০ বছর আগের প্রজন্মকে মনে রেখেছি? আমাদের দাদার দাদা, নানার নানা বা অন্য পূর্বপুরুষের কথা কি আমরা জানি? তাদের নামটাই বা আমরা কতজন বলতে পারব? মাত্র দুই কি তিন পুরুষের ব্যবধানে নামটা পর্যন্ত হারিয়ে যায়, পরিচয় তো পরে। নেহাতই যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নারী না হলে সবাই হারিয়ে যায় কালের অন্তরালে। তাহলে ১০০ বছর পর ওই সময়ের প্রজন্মের কেউ কেনই বা আমাদের মনে রাখবে?

আসলে আমরা কিসের পেছনে ছুটে চলেছি? একেবারে শৈশব থেকে যে প্রচন্ড দৌড়, এর গন্তব্য কোথায়? আমরা স্কুলে ভালো রেজাল্টের জন্য, কর্মে সাফল্য আর পদোন্নতির জন্য, অর্থ-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতার জন্য ছুটে চলি। অন্যকে টেনে নামাতে, ছিদ্রান্বেষণে, কালিমা লেপনে ছোটাছুটির অন্ত নেই। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও কত প্রাণান্ত চেষ্টা, তাতে কি শেষ রক্ষা হয়? একসময় কিন্তু দেহটাই শেষ হয়ে যায়। এ ছুটে চলার মাঝে 'বারবার কারও পানে ফিরে চাহিবার নাই যে সময়, নাই নাই।' অথচ 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।' আর শেষকালে মনে হয় 'তুমি কার, কে তোমার', কী রেখে যাই, কী নিয়ে যাই, কার স্মৃতিতে ঠাঁই পাই। দৌড়ই যার একমাত্র কর্ম, গন্তব্যেই তার সমাপ্তি। অনাগতকাল কেন তবে আমাকে মনে রাখবে?

চলে যাওয়া অসংখ্য প্রজন্মের পথ বেয়ে আমরা এ জীবন লাভ করেছি, আবার আগামীতে এমনই অসংখ্য প্রজন্মের ভিড়ে আমরা হারিয়ে যাব। এ অনন্ত মিছিলের মাঝে নিজেকে কীভাবে তুলে ধরা যায়? এক আকাশ নামহীন তারার মাঝে ধ্রুবতারা হওয়ার মূলমন্ত্র কী? ভালো কাজ। জীবনের অমোঘ সত্য মৃত্যু। মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে, পাড়ি জমাতে হবে পরপারে, তাকে ফাঁকি দিয়ে মানুষের মনোজগতে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ভালো কাজ। মানুষের জন্য কাজ করে, মানুষের তরে জীবন উৎসর্গ করে, মানুষের প্রয়োজনে নিজের সময়-সম্পদ-সামর্থ্য ঢেলে দিয়েই মানুষের স্মৃতিতে স্থান করে নেওয়া সম্ভব। আসলে বাস্তবতা হচ্ছে, এ জীবনটা আমাদের কল্পনার চেয়েও ছোট। এ স্বল্প সময় বিলাস ব্যসনে পার করে দেওয়া যায় বৈকি, কিন্তু তার চেয়ে হাজার গুণে উত্তম হবে পরার্থে পরিচালিত করা। একবার ভাবুন, আপনার চলে যাওয়ার ১০০ বছর পরও মানুষ আপনাকে মনে রাখছে, এর চেয়ে বড় অর্জন আর কী হতে পারে? কবির ভাষায়, 'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলি দাও, তার মতো সুখ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও।'

কিন্তু আমরা কি তা করছি? মানুষ তো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আল্লাহতায়ালা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যেন তারা স্রষ্টার আরাধনা এবং অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে। তেমন আচরণ কি আমরা করছি? আমরা কি নিজের সময়, শ্রম, জ্ঞান মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করছি? বরং এর বিপরীত। আমরা যা বলি আর আমরা যা করি, দুইয়ের মধ্যে থেকে যায় বিস্তর ফারাক। একটুতেই একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লেগে যাই। নিজ স্বার্থে সামান্য আঘাত এলে কটুকথা বলতে দ্বিধাবোধ করি না। আজ আমরা সামান্য কারণে মানুষের প্রতি বিরাগ-ভাজন হই, মানুষকে ঠকাই, পরনিন্দা করি, অন্যের হক নষ্ট করি, অবিচার করি, মারামারি করি, এমনকি মানুষকে খুনও করে ফেলি। মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, যুদ্ধবিগ্রহ, লোভ-লালসা, অহংকার, সহনশীলতার অভাব, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থপরতা এখন পৃথিবীব্যাপী ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। মানবিক মূল্যবোধ, মায়া-মমতা, মানবতা, পরার্থপরতা আজ ভূলুণ্ঠিত। মানুষ এখন স্বার্থের জালে এমনভাবে বন্দি যে, তারা সময়ে সময়ে অন্ধ হয়ে যায়। স্বার্থের জন্য ভাই ভাইয়ের বুকে, সন্তান পিতা-মাতার বুকে, স্বামী স্ত্রীর বুকে, স্ত্রী স্বামীর বুকে ছুরি বসিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। নারী নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, অপহরণ, যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন, এমনকি শিশুহত্যা, শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণ, পারিবারিক ও সামাজিক কোন্দল এবং হতাহতের মতো অপ্রত্যাশিত ঘটনা সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী অ্যাটম বোমা থেকে শুরু করে ভয়ানক মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা চলছে। এসব অস্ত্র তো মানুষকে মারার আর মানবতা ধ্বংস করার জন্যই। আর এসবের মূলে রয়েছে লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, সামাজিক মূল্যবোধের অভাব এবং নৈতিকতার নিদারুণ অবক্ষয়। আমরা পাশবিক নির্যাতনের কথা বলি, আসলে কি পশুরা ততটাই পাশবিক? মানুষের অমানবিক কার্যাবলিতে মনুষ্যত্ব কি সমাজে আছে? মানুষের কল্পনার বাইরে মানুষের দ্বারাই অস্বাভাবিকের চেয়েও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেই চলেছে। পাশবিকতার কাছে মানবিকতা আজ ধরাশায়ী।

অথচ ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে অহংকার কিংবা নাশকতা কোনোটাই শোভা পায় না। কারণ এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আমার নয়। কোনো কিছু কি আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব? আমি শূন্য হাতে এসেছি আর শূন্য হাতেই ফিরে যেতে হবে। নতুন জগতে ২১২২ সালে কবরে শুয়ে হয়তো আমরা সবাই এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারব। সত্যি দুনিয়াটা কতই না তুচ্ছ ছিল, একে ঘিরে দেখা স্বপ্নগুলো কতই না নগণ্য ছিল। এ স্বল্প সময়ে নিজেরা নিজেদের মাঝে লাভ আর লোভের জন্য প্রতিযোগিতা না করে যদি দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করি, নিজের জ্ঞান জনকল্যাণে ব্যবহার করি, ভোগবিলাসে মত্ত না হয়ে নিজের সামান্য যা কিছু প্রয়োজন তাতে সন্তুষ্ট হয়ে বাকিটা সমাজের জন্য বিলিয়ে দিই, তবেই মানুষ আমাদের মনে রাখবে। জীবনে ভালো থাকার জন্য কাউকে জুলুম করে, কারও হক নষ্ট করে পয়সার মালিক হওয়ার চেয়ে সবাইকে ভালোবেসে, সবার ভালোবাসা নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া, অন্নহীনকে অন্ন আর বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া, জ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হবে এমন কিছু করা কতই না উত্তম। এ নশ্বর জীবনে আমাদের যা কিছু অর্জন, হোক তা সম্পদ, জ্ঞান, খ্যাতি বা প্রভাব; তা যদি মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করা যায়, তা-ই হবে শতবর্ষ পরেও মানুষের মনের মুকুরে বেঁচে থাকার উপলক্ষ্য। মৃত্যুর পর মানুষের (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

আ'লীগের কাউন্সিল : গঠনতান্ত্রিক বনাম গণতান্ত্রিক

অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম

দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার অভাব রয়েছে-এমন একটি অভিযোগ সাধারণের মাঝে আলোচনা হয়। এই আলোচনা সামনে রেখেই বলতে পারি, এবারের আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি সম্মেলন হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে; এতে দলটি গঠনতান্ত্রিক ধারায় আছে বলা যায়। আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। একইভাবে দলটির দ্বিতীয় প্রধান নেতা তথা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ওবায়দুল কদের। এর মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা দশমবারের মতো সভাপতি এবং ওবায়দুল কাদের তৃতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদক হলেন। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আওয়ামী লীগের আগের কমিটি বিলুপ্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগে চর্চিত অতীতের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে দলীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম প্রস্তাব করা হয়। তার ওপর ভিত্তি করে শীর্ষ এ দুই পদে নেতৃত্ব নির্বাচন করেন কাউন্সিলররা। পরে দলের অন্য পদগুলোয় নেতৃত্ব নির্বাচনের সর্বময় ক্ষমতা দলীয়প্রধানের হাতে অর্পণ করা হয়ে থাকে। তিনি দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ৮১ সদস্যের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিও হবে।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ দেশের অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন রাজনৈতিক দল। এই দলের নেতৃত্ব যখন একটি গঠনতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হয়ে আসে, তখন তা গণতন্ত্রের জন্য আশাবাদী হওয়ার মতো ঘটনা বটে। কিন্তু তাতে করে এই প্রশ্ন উপেক্ষিত হতে পারে না যে- কাউন্সিলটি গঠনতান্ত্রিক হলেও গণতান্ত্রিক হলো কিনা?

আমরা দেখতে পাব, শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তা আজকে প্রায় ৪১ বছর ধরে সেখানেই আছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের পরে এখন ওবায়দুল কাদের রয়ে গেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, এখানে শেখ হাসিনার নির্দেশেই সবকিছু হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য পদেও যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও যে শেখ হাসিনার একক মনোনয়নেই এসেছেন, সেটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। তবে আমি আশাবাদী হতে চাই, এই যে গঠনতান্ত্রিক নেতৃত্ব নির্বাচন তা ধীরে ধীরে আরও গণতান্ত্রিক হবে।

আমরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকালে দেখব, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ-সিপিবি এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা বরং অপেক্ষাকৃত বেশি গণতান্ত্রিক। প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা তুলনামূলক কম। বিশেষ করে, সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বিএনপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা আরও কম। নেই বললেই চলে। খালেদা জিয়ার একক ইচ্ছায় দলটি দীর্ঘদিন পরিচালিত হতো। তিনি মামলায় আটক ও সাজার পরে দলের নিয়ন্ত্রণ এখন চলে গেছে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও বিভিন্ন মামলায় সাজা পেয়ে 'পলাতক' আসামি তারেক রহমানের হাতে। এখন

তারেক রহমানের একক নির্দেশেই দলটি পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি সশরীরে উপস্থিতিও নয়, ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েই তিনি নানা নির্দেশ জারি করছেন এবং বিএনপি ওহাই কমান্ড তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিচ্ছেন। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা ছিল কি?

আমরা দেখতে পেয়েছি- বিএনপির গঠনতন্ত্রে রাতারাতি পরিবর্তন আনা হয়েছে কেবল তারেক রহমানকে পদে রাখতে। সেই তুলনায় আওয়ামী লীগের মধ্যে যতটুকুই গণতন্ত্রের চর্চা আছে তা বাড়াতে পারলে দলটি দাবি করতে পারবে যে, তারা বিএনপি থেকে এগিয়ে। বিশেষত পারিবারিক বলয়ের ভেতর থেকে বের করে সাধারণ কাউন্সিলরদের ভোটাভুটির মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে দলের বাইরেও সামগ্রিক গণতন্ত্রের জন্য সেটি ইতিবাচক হবে। স্বীকার করতেই হবে যে- বর্তমানে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা বা নেতৃত্ব নির্বাচন যেভাবে হয়ে থাকে, তা দলীয় ও দেশীয় ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর রাজনীতির কথা বলে না।

আমরা জানি, আমাদের দেশের গণতন্ত্র লাইনচ্যুত হয়ে গেছে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের যে নির্বাচন সেটিও জালিয়াতিমুক্ত ছিল না। বলা হচ্ছে, এখানে আগের রাতে ব্যালট ভরে রাখা হয়েছিল। তাই দেশের এমন গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে আগামী নির্বাচনের আগে দলের কাউন্সিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আবার তা একইভাবে কতটা গণতান্ত্রিক হলো সেটিও বিবেচনা করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী নির্বাচনটি যদি দেশের সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে অবাধ ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে দেশ একটি রাজনৈতিক সংকটে পতিত হবে বলে আমার আশঙ্কা।

সবকিছুর পরও দ্বাদশ নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিল হলো একে আমরা স্বাগত জানাতে চাই। নতুন কমিটি দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিকতা ও আদর্শবাদ চর্চায় যেমন মনোযোগী হবে,তেমনই আগামী নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণের বিষয়টি মাথায় রেখে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলে আশাবাদী হতে চাই।

বর্তমানে আমাদের দেশের যে নির্বাচনী ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে ক্ষমতাসীন দল বা জোটকে নির্বাচনে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখানে জনগণের যে অধিকার, ভোটাধিকারের যে অধিকার, তা আর নেই। সেখান থেকে আমরা যত দ্রুত নিষ্কৃতি পেতে পারি, মুক্তি পেতে পারি; সেটি দেশের জন্যই তত মঙ্গলজনক।

দেশের যে পরিস্থিতি, তাতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই দরকার। বিশেষ করে, অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের যে লক্ষ্যমাত্রা, সেখানে রাজনীতি একটি বড় বিবেচ্য বিষয়। সারাবিশ্বের অর্থনীতি এখন কভিড-পূর্ব এবং কভিড-পরবর্তী এই পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সেখানে কভিড-পরবর্তী অর্থনীতিতে আমাদের যে নতুন লক্ষ্যমাত্রা, তা অর্জন করতে হলে সবার আগে রাজনৈতিক অস্থিরতা কমাতে হবে। কারণ রাজনৈতিকভাবে যদি দেশে শান্তি থাকে এবং সংঘাত থেকে দেশ মুক্ত থাকে; তবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির যাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। আমরা ইতোমধ্যে জিডিপিতে পাকিস্তান ও ভারতকে ছাড়িয়েছি। এই যাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে অবশ্যই দেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্র ও সহনশীলতা বাড়াতে হবে।

মনে রাখতে হবে, রাজনীতি ছাড়াও ক্ষমতাসীন দলের নতুন কমিটির সামনে অর্থনীতিও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আসবে। এখন দেশে যে ডলার সংকট দেখা যাচ্ছে, পুঁজি সংকট দেখা যাচ্ছে, তা কমাতে হলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে হবে। কারণ আমরা যে ডলার পাচারের কথা শুনছি, অর্থ পাচারের কথা শুনছি; এসবের পেছনে রাজনৈতিক কারণ অবশ্যম্ভাবী। তাই অর্থনীতিতেও যদি নিরাপদ অবস্থা বজায় রাখতে চাই, অর্থনীতির এই ভঙ্গুর দশা থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে চাই; তাহলেও দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সংঘাতের দিকে না গিয়ে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে যে নেতৃত্ব এলো, তাঁরা আন্তরিকভাবে চাইলে সেটা সম্ভব হবে। সেটাই প্রত্যাশিত।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ; সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM

Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারী ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারী ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে জানুয়ারী ২০২৩ এর পারিবারিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' এর অর্থ হচ্ছে, যেদিন আবেদনের উপর ইউএসসিআইএস/ডিওএস তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। এবং তারিখের পূর্বেই হবে অগ্রাধিকার তারিখ। সঠিক পনর্মূল্যায়নে জানুয়ারী ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিনে দেখা যায় যে, পরিবার ভিত্তিক অধিকাংশ ক্যাটাগরিতেই তেমন কোন অগ্রগতি নেই।

ফ্যামিলি স্পন্সরের অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ এফ-১) ইউএস সিটিজেনের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানেরা এবং অবিবাহিত পুত্রও কন্যাগণ।

এ. (এফ-২এ)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরাঃ চলতি।

বি (এফ-২ বি)ঃ পার্মনেন্ট রেসিডেন্টদের পুত্র ও কন্যাদের (২১ বছর বা ততুর্ধ বয়সের পুত্র ও কন্যা)ঃ সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ ইউএস সিটিজেনের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২. ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজেনের ভাই ও বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

এই বিষয়ে এবং কর্মসংস্থান ভিত্তিক অগ্রাধিকারের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস সিটিজেন অব স্টেট এর ওয়েব সাইট দেখুন।

ইউএস সিআইএস এর ঘোষণাঃ

ডিএইচএস'র পাবলিক চার্জের ফাইল রুল কার্যকর হবে ২৩ ডিসেম্বর থেকে-

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট পাবলিক চার্কের অগ্রহনযোগ্যতার ভিত্তি নিয়ে চূড়ান্ত রায় ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে কার্যকর হবে। এই ফাইল রুল যা পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে যে, একজন অনাগরিকের পাবলিক চার্জ কোন ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদন রেজিস্ট্রেশন করার নতুন ফরম আই-৪৮৫

ইউএসসিআইএস ফরম আই-৪৮৫ আবেদনপত্র অথবা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টে রেজিস্টার করতে চাইলে, তাদের ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২২ এর পূর্বেই আবেদন প্রস্তুত করতে হবে ফরম আই-৪৮৫ এর ১২/২৩/২২ এডিশন হবে ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ এ। আগে ফাই করবেন না। ২৩ ডিসেম্বরের আগে কেউ ১২/২৩/২২ এডিশনের ফরম আই-৪৮৫ ব্যবহার করেন তবে তা বাতিল করা হবে।

সুতরাং কেউ যদি আই-৪৮৫ ফরমে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টে আবেদন করেন তবে তাকে নিচের শর্তের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

২৩ ডিসেম্বর অথবা তারপর কেউ যদি ০৭/১৫/২০২২ এডিশনের ফরম আই-৪৮৫ ব্যবহার করে তবে প্রত্যাখ্যান করা হবে

ডিসেম্বর ২২, ২০২২ অথবা তার আগে পোস্ট মার্ক করা ১২/২৩/২২ এডিশনে ফরম আই-৪৮৫ ব্যবহার করলে তবে তা বালিত করা হবে।

নন ইমিগ্র্যান্ট বিদেশি শ্রমিক কর্মসংস্থান থেকে কর্মচ্যুত হলে তার জন্য বিকল্পঃ

এই ঘোষণাটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা ইউএসএতে ওয়ার্ক ভিসায় কাজ করেন। উদাহরণ, এই আইবি ভিসা। ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যাক্ট ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) এই তথ্য বিদেশি শ্রমিকদের জানাচ্ছে যে, তারা কর্মচ্যুত হয়েছেন স্বেচ্ছায় বা অসেচ্ছায়, তারা চুক্তি অনুযায়ী যতদিন ইউএসএতে থাকার কথা, ততোদিন থেকে যাওয়অর জন্য অনেক বিকল্প রয়েছে।

নিচের বিকল্পগুলো ব্যবহার করে তারা ইউএসএতে থেকে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ৬০ দিনের প্রেস পিরিয়ড। এ ব্যাপারে পরবর্তি সংখ্যায় আপনাদের অবগতির জন্য এই বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশ হবে।

ব্রুকলীন থেকে এজাজ আহমেদের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আর আমার স্ত্রী একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট। আমার স্ত্রী তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছে। এদিকে আমার স্ত্রীকেজ দেখার জন্য তার মা ভিসিট ভিসায় একানে বেড়াতে এসেছেন। তিনি এখানে থাকার জন্য ৬ মাসের ভিসা পেয়েছেন। ৬ মাস এখানে অবস্থানের পর বাংলাদেশে ফিরে যাবার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু আমার স্ত্রী ইচ্ছা তার মাকে এখানে রাখার। কারণ আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। সে কারণে তার মা এখানে থাকলে তার অনেক সুবিধা হয়।

এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমিতো একজন ইউএস সিটিজেন সে কারণে আমি আমার মায়ের জন্য আবেদন করতে পরব কিনা? তার এখানে অবস্থানের মেয়াদ ৬ মাস শেষ হয়েছে। তিনি কোন স্ট্যাটাস নিয়ে এখানে থাকতে পারবে কিনা? তার এখনকার অবস্থানের মেয়ার শেষ হয়ে যাবার পর আবার করে অবস্থানের মেয়াদ বাড়াবার জন্য আবেদন করা যাবে কিনা। তিনি যদি স্ট্যাটাস-হীন ভাবে এই অবস্থান করেন তবে তার জন্য কোন সমস্যঅর সৃষ্টি হতে পারে কিনা?

ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন কোন থারণা নেই বলে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

এজাজ আহমেদের প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে কোন ক্যাটাগরিতে কাদের জন্য আবেদন করা যায়। একজন গ্রিনকার্ডধারী নিম্নে উল্লেখিতদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

স্পাউস, ২) অবিবাহিত সন্তান।

গ্রিনকার্ডধারী অবিবাহিত সন্তান আবার দুটি ক্যাটাগরি আছে।

ক) ২১ নিম্ন এবং খ) ২১ উর্ধ বয়সের।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটাগরিতে পড়ে। আবার একজন ইউএসসিটিজেন তার স্পাউস, বিবাহিত অবিবাহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাই-বোনের জন্য আবেদন করতে পারেন।

একজন ইউএস সিটিজেনের মত আমার স্ত্রী তরা মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে তার মায়ের জন্যে আবেদন করতে হলে তাকে সিটিজেনশীপ লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঐতিহাসিক চুক্তি : একটি পর্যালোচনা

বিধান চন্দ্র দাস

অবশেষে বিশ্ব জীববৈচিত্র্য শীর্ষ সম্মেলনে জীববৈচিত্র্য রক্ষাবিষয়ক একটি চুক্তি করা সম্ভব হলো। এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী বিজ্ঞান সাময়িকী 'নেচার নিউজ' ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এই প্রথম পরিমাণভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিমাণগত বিষয়টি সাত বছর আগে করা প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ১.৫-২.০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চুক্তির সঙ্গে মিলে যায়।' এ ছাড়া চুক্তিতে ২০৫০ সালের মধ্যে সব প্রজাতি বিলুপ্তির হার নির্দিষ্টভাবে ১০ গুণ হ্রাস করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

'নেচার'-এর তথ্য অনুযায়ী বিজ্ঞানী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ গোষ্ঠীগুলো এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর আগে জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য এই মাত্রায় (স্কেলে) আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি হয়নি। সে জন্যই এই চুক্তিটিকে 'ঐতিহাসিক চুক্তি' বলা হচ্ছে এবং পৃথিবীর প্রভাবশালী মিডিয়াগুলো এই চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক চুক্তি' বলে অভিহিত করেছে। কালের কণ্ঠেও 'জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঐতিহাসিক চুক্তি' বলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে (২০ ডিসেম্বর ২০২২)। কানাডার দ্বিতীয় জনবহুল শহর মন্ট্রিয়লে গত ৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ ১৫তম বিশ্ব জীববৈচিত্র্য শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষ দিনে অনেকটা নাটকীয়ভাবে এই চুক্তি গৃহীত হয়।

সদ্যঃসমাপ্ত এই সম্মেলন 'কপ১৫' নামেই পরিচিত, যা প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলন। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেই সংক্ষিপ্তভাবে 'কপ' বলা হয়। জলবায়ু সম্মেলন বিষয়ক 'কপ' হচ্ছে 'কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ টু দ্য ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আর জীববৈচিত্র্য সম্মেলন বিষয়ক 'কপ'-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে, 'কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ টু দ্য ইউএন কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি'। আপাতদৃষ্টিতে দুটি 'কপ' পৃথক হলেও আসলে তা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কারণ জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন, একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সেই কারণে দেখা যায় যে দুটি সম্মেলনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অংশগ্রহণকারীর পদ ও পদবি একই।

১৯৯৪ সালে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কপ-এর প্রথম সম্মেলন (কপ১) নাসাইয়ে (বাহামাসের রাজধানী) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০০ সালের পর থেকে এটি দুই বছর পর পর অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কপ-এর প্রথম সম্মেলন হয়েছিল ১৯৯৫ সালে বার্লিনে (জার্মানি)। এটি প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়, এমনকি একই বছরে দুবারও (২০০১, ২০১৯) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত সদ্যঃসমাপ্ত এই সম্মেলনটি ছিল কপ১৫-এর দ্বিতীয় পর্ব (পার্ট ২)। প্রথম পর্বটি (পার্ট ১) অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১২-১৩ অক্টোবর ২০২১ কুনমিং (চীন)-এ। কপ১৫-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে চীনের বাস্তুতত্ত্ব ও পরিবেশ মন্ত্রী হোয়াং রাংকয়াউর সভাপতিত্বে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রতিপাদ্য করা হয়েছিল, 'বাস্তুতাত্ত্বিক সভ্যতা : পৃথিবীর সব রকম প্রাণের জন্য সম্মিলিত ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা।' সম্মেলনের প্রথম পর্বের পর একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয় ও সেখানে ১৭ দফা প্রতিশ্রুতি রাখা হয়। এই প্রতিশ্রুতিগুলো কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটির (সিবিডি) প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য (জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এর উপাদানের সুস্থায়ী ব্যবহার ও জেনেটিক সম্পদের ব্যবহার থেকে উদ্ভূত সুবিধার ন্যায্য এবং ন্যায়সংগত ভাগাভাগি) বাস্তবায়নের দিকে লক্ষ রেখে তৈরি করা হয়েছিল। চীনে কভিড-১৯ জনিত কারণে সম্মেলনটি মন্ট্রিয়লে (কানাডা) স্থানান্তর (পার্ট ২) করা হয়। কপ১৫-এর দ্বিতীয় পর্বেও (পার্ট ২) সভাপতিত্ব করেন হোয়াং রাংকয়াউ এবং প্রথম পর্বের প্রতিপাদ্যটিকেই দ্বিতীয় পর্বে রাখা হয়। সম্মেলনে ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। দুটি জায়গায় অনুষ্ঠিত একই সম্মেলন ও তার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ায় এই চুক্তিকে অনেকে 'কুনমিং-মন্ট্রিয়ল' চুক্তি বলেও অভিহিত করছেন। উল্লিখিত এই চুক্তিটিতে (কুনমিং-মন্ট্রিয়ল গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক) চারটি অভীষ্ট ও ২৩টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্যপূর্ণ অংশগুলো হচ্ছে : ২০৫০ সালের মধ্যে সব প্রজাতি বিলুপ্তির হার দশ গুণ হ্রাস করা (অভীষ্ট ১); ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৩০ শতাংশ অবনমিত স্থলজ, অভ্যন্তরীণ জলজ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা (অভীষ্ট ২, লক্ষ্যমাত্রা ২); ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৩০ শতাংশ ভূমি, সমুদ্র, উপকূলীয় এলাকা, অভ্যন্তরীণ জলাশয় সংরক্ষণ করা (৩০৩০) এবং আদিবাসী অধ্বল ও তাদের অনুশীলনের স্বীকৃতি (অভীষ্ট ৩, লক্ষ্যমাত্রা ৩); খাদ্য অপচয় অর্ধেক করা (লক্ষ্যমাত্রা ১৬); পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কর্মকান্ডে সরকারি ভর্তুকি কমিয়ে আনা (লক্ষ্যমাত্রা ১৮); উন্নত দেশগুলো থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা কর্মকান্ড নির্বাহের জন্য ২০২৫ ও ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে যথাক্রমে দুই হাজার ও তিন হাজার কোটি ডলার আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা (লক্ষ্যমাত্রা ১৯), জেনেটিক সম্পদগুলো ও সেসবের ডিজিটাল সিকোয়েন্স সংক্রান্ত তথ্য এবং চিরায়ত জ্ঞান, আদিবাসী ও স্থানীয় মানুষদের ন্যায্য ও ন্যায়সংগত ব্যবহারের সুবিধা (আর্থিকসহ) (অভীষ্ট ৩; লক্ষ্যমাত্রা ২১, ২২) ইত্যাদি।

চুক্তির উপরিউক্ত তাৎপর্যপূর্ণ অংশগুলো বিচার করলেই বোঝা যায় যে এই চুক্তি পাস করা খুব সহজ কাজ ছিল না। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলো থেকে সম্ভাব্য আপত্তি ওঠার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে আবেগঘন ভাষা ব্যবহার করা হয়। জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক আইনি সংস্থা, সিবিডির মহাপরিচালক এলিজাবেথ মারুমা স্রো তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'বিলুপ্তির সারিতে দাঁড়ানো ১০ লাখ জীব প্রজাতির আর্তনাদ শুনুন...মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার উদ্বেগজনক আওয়াজ শুনুন... প্রাকৃতিক ওষুধের ওপর নির্ভরশীল ৪০০ কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনুন... এগুলো শুনে-বুঝে কী করা উচিত, তা নির্ধারণ করুন।'

ধারণা করা যায়, এই বক্তব্য অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। অবশ্য ভাবার কোনো কারণ নেই যে এই ভাষণ শুনেই সবাই চুক্তির ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কারণ সম্মেলনের মাঝপথেই (১৪ ডিসেম্বর ২০২২) কিছু উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ধনী দেশগুলোর বিরুদ্ধে অর্থ প্রদানের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে সম্মেলনস্থল থেকে বের হয়ে যান। এসব দেশের একজন প্রতিনিধি বলেন, 'জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নির্দিষ্টভাবে ৩০x৩০ পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তার জন্য ধনী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থ প্রদানের ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলছে না। মনে রাখতে হবে যে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য আছে বিশ্বের গরিব দেশগুলোর মধ্যেই।'

এরপরই যুক্তরাজ্য, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও কানাডা বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য রক্ষায় তহবিল বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে বর্তমানে চালু থাকা 'বিশ্ব পরিবেশ তহবিল'-এর পরিবর্তে একটি পৃথক 'জীববৈচিত্র্য তহবিল' তৈরির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলো পৃথক এই তহবিল তৈরি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে সেটিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। পরে অবশ্য 'বিশ্ব পরিবেশ তহবিল'-এর মধ্যেই পৃথকভাবে জীববৈচিত্র্য তহবিল গঠন করার বিষয়ে কিছুটা মতৈক্য হয়। তবে ৩০x৩০ লক্ষ্যমাত্রার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আরো অর্থ দেওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে চুক্তি পাস হওয়ার আগ মুহূর্তে (১৯ ডিসেম্বর ২০২২ সকাল) কঙ্গোর (ডিআরসি) প্রতিনিধি জোরালো বিরোধিতা করেন। ক্যামেরুন ও উগান্ডাও কঙ্গোর পক্ষে অবস্থান নেয়। এ ধরনের একটি অবস্থার মধ্যেই কপ১৫-এর প্রেসিডেন্ট হোয়াং রাংকয়াউ চুক্তিটি পাস হওয়ার ঘোষণা দেন। সিবিডির একজন আইন বিশেষজ্ঞ অবশ্য বলেন যে কঙ্গো আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তির বিষয়ে আপত্তি জানায়নি।

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক বলা হলেও অনেকে এটির ব্যাপারে উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে চুক্তিতে কম্পানিগুলোর জন্য তাদের দ্বারা পরিবেশ ক্ষতির পরিমাপ ও তা প্রকাশের বাধ্যবাধকতা না থাকা, জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মূল কারণগুলো (যেমন–বাণিজ্যিকভাবে মাছ ধরা ও কৃষি) মোকাবেলায় শক্ত ধারার অনুপস্থিতি, জবাবদিহি ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়েছে। উগান্ডা এই চুক্তিকে প্রতারণা বলে অভিহিত করেছে।

উপরিউক্ত নেতিবাচক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েও বলা যায় যে পরিমাণগত লক্ষ্য বিচারে এই চুক্তি অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বাস্তুতত্ত্ববিদ প্রফেসর এস পিম-এর ভাষায়, 'শুরু হিসেবে এটি অত্যন্ত ভালো এবং এর পরিমাণগত লক্ষ্যগুলো খুবই স্পষ্ট'।

জীববৈচিত্র্য রক্ষার এই আন্তর্জাতিক চুক্তিকে আমরা ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে চাই। তবে বাংলাদেশকে এর লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সংশ্লিষ্ট মহলকে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য মেরুদন্ডী প্রাণীদের (যারা সমগ্র আবিষ্কৃত জীববৈচিত্র্যের মাত্র ৩.২৬ অংশ) রক্ষা করার 'বিভাময় প্রাণী পক্ষপাতিত্ব' ত্যাগ করে তার জায়গায় বাংলাদেশের সমগ্র জীববৈচিত্র্য (অণুজীব, উদ্ভিদ, অমেরুদন্ডী, মেরুদন্ডী) রক্ষার কর্মকৌশল নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

লেখক: অধ্যাপক (পিআরএল) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কী দেখেছি, কী দেখছি

গোলাম মাওলা রনি

বিএনপি রাষ্ট্র মেরামতের জন্য ২৭টি দফা পেশ করেছে। রাষ্ট্র মেরামতের উপবাচ্যটি বিএনপির জন্য নতুন হলেও দেশবাসীর জন্য বেশ পুরনো। আমাদের দেশের প্রতিভাবান কিশোর-কিশোরীরা প্রথম রাষ্ট্র মেরামত নামক শব্দটি ব্যবহার করেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে একটি ঐতিহাসিক বিদ্রোহ হয়েছিল যা শিশুবিদ্রোহ নামে সমধিক পরিচিত। মাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে রাস্তায় নেমে এসেছিল তাতে মনে হয়েছিল শিশু-কিশোরদের হাতেই হয়তো সরকারের পতন হবে এবং সরকারের মধ্যেও সেই ভয় ঢুকে গিয়েছিল। ফলে তারা অনেকটা ঔপনিবেশিক কায়দায় শিশুবিদ্রোহ দমন করে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

শিশুবিদ্রোহ যা কি না অনেকের ভাষায় কিশোরবিদ্রোহ হিসেবে অভিহিত তা নিয়ে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসের ১০ তারিখ নয়া দিগন্তে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম, যা এখনও ভাইরাল হিসেবে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ভাসছে। সেই নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে বলেছিলাম কিভাবে রাষ্ট্র মেরামতের জন্য স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা অভিনব পদ্ধতিতে আমাদের দেশ-কাল-সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল- রাষ্ট্রের কোথায় কিভাবে মেরামত দরকার। তো বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা বনাম শিশু-কিশোরদের রাষ্ট্র মেরামতের মূলমন্ত্র নিয়ে একটি রসঘন আলোচনা হতে পারে। তবে আমি আজকের নিবন্ধে ওদিকে না গিয়ে বরং ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আমি রাজধানী শহরে আমার কর্মজীবন শুরু করেছিলাম আশির দশকের মাঝামাঝি, তাও আবার সাংবাদিক হিসেবে। আজ থেকে ৩৮ বছর আগে আমার সেই তারুণ্যের স্বর্ণালি সময়ে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ছিলেন বাংলার ইতিহাসের একমাত্র স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বৈরাচারী শাসক যিনি বুদ্ধিজীবী মহল কর্তৃক বিশ্ব বেহায়ারূপে নিন্দিত ও চিত্রিত হয়েছিলেন। শাসকের একাধিক স্ত্রী, বহুসংখ্যক প্রেমিকা, অগণিত প্রমোদবালা এবং ফরমায়েশি আমলা-কামলা-পাইক-পেয়াদা-কতোয়াল-জল্লাদসহ আমির-ওমরাহ, উজির-নাজিরের অভাব ছিল না। শাসকের শখ পূরণে নিত্যনতুন আইন ছড়া-গান-কবিতা-নাটক রচিত হতো- অভিনয়ের পাশাপাশি মানব চরিত্রের মন্দ দিকগুলোর চর্চা ও পরিচর্যায় সমাজে পচনের দুর্গন্ধে সব কিছু বিষাদময়তার দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

উল্লেখিত অবস্থার মধ্যেও সমাজের মধ্যে নিদারুণ এক প্রাণ ছিল। ভক্তি-শ্রদ্ধা, মানবতাবোধসহ ন্যায়নীতির অনেক বালাই ছিল। ফলে প্রতিটি শ্রেণী-পেশার আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং মান-সম্মান-ইজ্জত ছিল। আজকের দিনে যেমন সব শ্রেণী-পেশার রূপ-রস-গন্ধ চাটুকার-দালাল-দুর্নীতিবাজ-ধান্ধাবাজদের মতো হয়ে গেছে ঠিক তেমনটি সেই জমানায় ছিল না। শিক্ষকদের জ্ঞানগরিমা অধ্যাপকদের উঁচুমার্গের পান্ডিত্য-সাংবাদিকদের সৎসাহস ও অনুসন্ধিৎসু মন, আমলাদের দক্ষতা, কামলাদের শ্রম, ক্ষমতাধরদের উদারতা, অভিজাতদের ঔদার্যতা মহত্ত্ব, গরিবদের বিনয় ধৈর্য সহ্য এবং চোর বাটপাড়দের ভীরুতা দৃশ্যমান ছিল। সমাজে ভদ্রজন ইতরজনের পার্থক্য এবং কুলবধূ ও পথবধূদের মর্যাদা অনুভব করার মতো শক্তি সমাজ সংসারে ছিল। উকিল মোক্তার কোর্ট কাচারি জজ ব্যারিস্টার নিয়ে লোকজন ঠাট্টা মশকরা করত না এবং ধর্মীয় নেতা, কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের একটি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

উল্লেখিত অবস্থায় স্বৈরাচার জমানার প্রথম দিককার সুকুমারবৃত্তি কবরে চলে গেছে। ভালো মানুষের জন্মের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সৎ ব্যবসায়ী দক্ষ আমলা সম্মানীত বুদ্ধিজীবীরা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে ক্রমেই জাদুঘরের প্রাণীতে পরিণত হতে চলেছেন। স্বৈরাচারের বড় বড় দোসর সব মরেছে আর তাদের প্রেতাত্মা ও আওলাদ আওতাদ এবং তাঁবেদাররা রঙ ও ভোট পাল্টে নয়া জমানার নয়া দামান হয়ে সমাজে বলাৎকার করছে এবং সতীত্ব নষ্ট করার সেঞ্চুরি করে চলছে। দিনের কর্ম কমে গেছে, রাতের কর্ম বেড়ে গেছে।

উপরোক্ত সমাজব্যবস্থায় একটি জাতীয় দৈনিকে কর্মরত সাংবাদিকের মর্যাদা আজকের দিনের তাঁবেদার ও পোষ্য সাংবাদিক নামধারীরা কল্পনাও করতে পারবেন না। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সময়টা ১৯৮৮ সালের শেষ দিকের। আমি তখন একটি জাতীয় দৈনিকের সহসম্পাদক। একদিন আমাদের পত্রিকায় তৎকালীন বিডিআর অর্থাৎ আজকের বিজিবি নিয়ে বড়সড় একটি প্রতিবেদন ছাপা হলো। বিডিআরের ডিজি প্রতিবাদ পাঠালেন। কিন্তু তা ছাপা হলো না। তিনি নিজে কয়েকবার ফোন করে বার্তা সম্পাদকের সাথে কথা বলতে অর্থাৎ অনুরোধ জানাতে চাইলেন। রিসিপশন থেকে বলা হলো, বার্তা সম্পাদক রাতে আসেন এবং এসব বিষয় নিয়ে তিনি সাধারণত কথা বলেন না। বিডিআরের ডিজি বারবার অনুরোধ করে পরবর্তী দায়িত্ববান ব্যক্তির সাথে কথা বলতে চাইলেন।

রিসিপশন থেকে বার্তা বিভাগের শিফট ইন চার্জের সাথে ফোনের কানেকশন লাগিয়ে দেয়া হলো। আমাদের শিফট ইনচার্জ খুবই কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি শুধু হ্যালো বলে ফোনের রিসিভার আমাকে দিলেন। আমি ডিজি সাহেবের সাথে কথা বললাম এবং বিষয়টি বার্তা সম্পাদককে জানাব বলে আশ্বস্ত করলাম। কিন্তু নাছোরবান্দার মতো ডিজি উপর্যুপরি অনুরোধ এবং একপর্যায়ে একটু হুমকি দেয়ার চেষ্টা করলেন। আমি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলাম এবং বড় বড় ভর্ৎসনাসমেত পাল্টা হুমকি দিয়ে ফোনটি রেখে দিলাম। সে দিনের সেই ঘটনা নিয়ে আর কোনো পুনরাবৃত্তি হয়নি বা কোনো সংস্থার লোক এসে আমাকে তুলে নিয়ে যায়নি। বিডিআর অফিস থেকে পুনরায় ফোন আসেনি এবং আমাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আমলে নিয়ে উল্টো বিডিআরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল।

২০২২ সালে আমি যখন ১৯৮৮ সালের সেই স্মৃতি স্মরণ করি তখন এক ধরনের নস্টালজিয়া আমায় পেয়ে বসে এবং বর্তমান জমানার একজন ওসি-ডিসির দাপট এবং বড় বড় পত্রিকার মালিক সম্পাদকের কাঁপুনির যে দৃশ্য হররোজ দেখি তাতে মনে হয় সেই স্বৈরাচারের আমল-হালফ্যাশনের জমানার চেয়ে স্বর্গরাজ্য ছিল। সেই সময়ে জেলা শহরে ডিসির বাংলো, জজের বাসভবন ও জেলা প্রকৌশলীর বাসভবন ছিল মানমর্যাদা আভিজাত্য ও কৌলিন্যের প্রতিভূ! মানুষ ওসব ভবনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শ্রদ্ধা আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে তাকাতেন এবং নিজেদের আওলাদ আওতাদ নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। জজ ব্যারিস্টার উকিল মোক্তার ইত্যাদি পদ-পদবি ছিল সম্মান মর্যাদার জীবন্ত দলিল। ১৯৮২-৮৮ সালে ঢাকার বড় ব্যবসায়ীরা কেউ চোর ছিলেন না। ব্যাংক লুট, মন্ত্রী-এমপিদের পদলেহন, প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে একখানা ফটো তুলে তা দিয়ে পরে লুটপাট করার প্রবৃত্তিসম্পন্ন কোনো ধান্দাবাজকে ব্যবসায়ী বলা হতো না। রাজ-নীতিতে মদ্যপানের জন্য নির্ধারিত পানশালা ছিল এবং বিবৃত যৌনাচারের জন্য গণিকালয় ছিল। তখনকার মতো মদ-জুয়া এবং গণিকালয় কোনো পাঁচতারা হোটেলের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে জায়গা করে নেবে তা আশির দশকে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল।

রাজনীতি নাটক সিনেমাতে ভালো মানুষ এবং শিক্ষিতজনদের দাপট ছিল। নেতা ও অভিনেতা সবাই মিলে বাস্তব জীবন ও কল্পনার জীবনে সুকুমারবৃত্তির চর্চা করতেন পাল্লা দিয়ে। বড় বড় নেতার গাড়ি-বাড়ি ছিল না। মন্ত্রী-এমপিদের বিরাট অংশ গরিব ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সচিবালয়ের বড় আমলা এবং ক্যান্টনমেন্টের কর্নেল ব্রিগেডিয়াররা নিজ নিজ পদ-পদবি ও পোশাক-আশাকের মর্যাদা বজায় রাখতেন। সব আদালতের বিচারক, সমাজের মুরুব্বি, পাড়া-মহল্লার সর্দার কিংবা দশ গ্রামের মাতুব্বররা বটবৃক্ষের মতো সমাজকে ধারণ করতেন ভালো বাসতেন। ন্যায়বিচার করতেন এবং মজলুমদের পক্ষে দাঁড়াতেন। সেই আমলের চোরেরা ধর্মের কাহিনী শুনতেন। ডাকাতরা নিয়ম মেনে ডাকাতি করতেন। এমনকি গুন্ডা বদমাস লুচ্চা টাউট বাটপাড়দেরও নিয়মনীতি ছিল। দালাল-ফড়িয়াদের সুনাম ছিল। মহাজনদের সম্মান ছিল। গ্রামের গৃহস্থবাড়ির ঐতিহ্য ছিল এবং মেহনতি মানুষ তথা কৃষক, ঘোড়াচালক, গরুর গাড়ির চালক, নাপিত, ধোপা, ইত্যাদি সব শ্রেণী-পেশার মানুষের আলাদা গুরুত্ব ছিল।

আবহমান বাংলার উল্লেখিত শ্রেণী-চরিত্র হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে যখন স্বৈরাচারের কবলে পড়ল তখন প্রতিদিনটি দেশকাল সমাজ বিবর্তিত হয়ে ক্রমে মন্দের দিকে ধাবিত হতে থাকল। ১৯৮৬ সালের দৃশ্যের সাথে ১৯৮৮ সালের দৃশ্যের যেমন মিল ছিল না তদ্রুপ ১৯৮৯ সালের সার্বিক আস্থা ১৯৯০ সালে এসে রীতিমতো ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে পড়ে। স্বৈরাচারী শাসকের সব অভ্যাস, চিন্তা-চেতনা, কর্ম এবং চরিত্র সংক্রমিত হতে হতে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে যা ২০২২ সালে এসে রীতিমতো মহামারী আকার ধারণ করেছে।

১৯৮৬ সালে যারা চোর হওয়ার স্বপ্ন দেখত তারা এখন রীতিমতো বিশ্বচোরে পরিণত হয়েছে। যারা সেই আমলে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে ছোটখাটো ডাকাতি করত, ঘুষ-দুর্নীতির মোহে ক্ষমতার পদলেহন করতে চাইত তারা হা-লআমলে এসে রীতিমতো পাইরেট অব ক্যারেবিয়ানের কুখ্যাতি হাসিল করে ফেলেছে। ভোট চুরি, ব্যালট ছিনতাই এবং অপশাসনের মোহ যাদের মধ্যে লুকায়িত ছিল তারা সব অপকর্মজাত দুঃশাসনে গর্ভবতী হয়ে এত বেশি কুকর্ম প্রসব করেছে যার ফলে বিশ্ব দুর্নীতির সূতিকাগার হিসেবে অনেকের গর্ভাশয় অথবা জননেন্দ্রিয় রীতিমতো পিরামিড অথবা চীনের মহাপ্রাচীরের মতো ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলেছে।

উল্লেখিত অবস্থায় স্বৈরাচার জমানার প্রথম দিককার সুকুমারবৃত্তি কবরে চলে গেছে। ভালো মানুষের জন্মের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সৎ ব্যবসায়ী দক্ষ আমলা সম্মানীত বুদ্ধিজীবীরা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে ক্রমেই জাদুঘরের প্রাণীতে পরিণত হতে চলেছেন। স্বৈরাচারের বড় বড় দোসর সব মরেছে আর তাদের প্রেতাত্মা ও আওলাদ আওতাদ এবং তাঁবেদাররা রঙ ও ভোট পাল্টে নয়া জমানার নয়া দামান হয়ে সমাজে বলাৎকার করছে এবং সতীত্ব নষ্ট করার সেঞ্চুরি করে চলছে। দিনের কর্ম কমে গেছে, রাতের কর্ম বেড়ে গেছে। অন্ধকারের শক্তি বেড়ে গেছে এবং আলো ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মহাকাশের ব্ল্যাক হোলের মতো একটি ভয়ানক মরণ ফাঁদের কবলে পড়ে আমরা সবাই মিলে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার জন্য প্রবল গতিতে ছুটে চলেছি অজানা ধ্বংসের অধিক্ষেত্রের দিকে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

‘চমকহীন’ আ. লীগের কমিটির কিছু চমক

(প্রথম পাতার পর)

ঘটেছে।

সভাপতি পদে শেখ হাসিনা টানা ১০ বার এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদের টানা তৃতীয়বার পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। বেশিরভাগ পুরোনোরাই এসেছেন দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের নতুন দুই কমিটিতেই। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, নতুন কমিটিতে কিছু ‘চমক’ অবশ্যই রয়েছে।

আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দলের নেতৃত্বে খুব বেশি পরিবর্তনও আসবে না- এমন কথাও চাউর হয়। ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, সভাপতি শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরই হাল ধরবেন। একই সঙ্গে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের একটি আগাম জাতীয় সম্মেলনের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন ওবায়দুল কাদের। এ থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল, আওয়ামী লীগের এবারের নতুন কমিটি হবে অনেকটাই ‘চমকবিহীন’।

এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের শূন্য পদগুলো পূরণে সোমবার (২৬ ডিসেম্বর) দলের সভাপতিমন্ডলীর বৈঠক ডাকা হয়েছে। সন্ধ্যা ৭টায় গণভবনে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে নতুন কমিটিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের ৮১ সদস্যের মধ্যে সভাপতিমন্ডলীর দুটি, সম্পাদকমন্ডলীর তিনটি এবং কার্যনির্বাহী সদস্যের ২৮টি পদে কারও নাম ঘোষণা হয়নি। একইভাবে ৫১ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের অনেক পদই ফাঁকা রাখা হয়েছে। আজকের সভাপতিমন্ডলীর বৈঠক থেকে এসব পদে নাম ঘোষণার কথা রয়েছে। ফলে আগের কমিটির যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁরা সংশয়ে রয়েছেন।

নতুন কমিটি প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রোববার (২৫ ডিসেম্বর) এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেন, জাতীয় সম্মেলনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছেন। পুরোনোরা বেশিরভাগই পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলে অপরিহার্য, তাঁর কোনো বিকল্প নেই। তিনি ৪১ বছর ধরে দলটির সভাপতি। এটা বিশ্বে একটা রেকর্ড। কাউন্সিলরদের চোখের ভাষা ও মনের ভাষা শেখ হাসিনা বোঝেন। সেই অনুযায়ী তিনি নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেছেন।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদের সিরিয়ালে বড় ‘চমক’: নতুন কমিটি ঘোষণার বেলায় বড় ‘চমক’ এসেছে চারটি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে। এই পদে আগের কমিটির চারজনই পুনর্বহাল হলেও তাঁদের সিরিয়ালে রদবদল ঘটিয়ে সংশ্লিষ্টদের ভাবনার কিছুটা খোরাক জুগিয়েছেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা। এ ক্ষেত্রে বিদায়ী কমিটির তিন নম্বর সিরিয়ালে থাকা ড. হাছান মাহমুদকে এক নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। বিদায়ী কমিটির এক নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল-আলম হানিফ দুই নম্বরে চলে গেছেন। এ ছাড়া বিদায়ী কমিটির তিন নম্বরে থাকা ডা. দীপু মনিকে এবার তালিকার সবার শেষে এবং চার নম্বরে থাকা আ ফ ম বাহ-াউদ্দিন নাছিমকে তিন নম্বরে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদের সিরিয়ালে এই রদবদল নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় আজকের সভাপতিমন্ডলীর বৈঠক থেকে তালিকায় কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে বলেও দলের একটি সূত্র জানিয়েছে।

এ ছাড়া নবগঠিত সভাপতিমন্ডলীতে আগের কমিটির প্রায় সবাই বহাল থাকলেও জ্যেষ্ঠতার সিরিয়ালে কিছুটা রদবদল এনেছেন শেখ হাসিনা। নতুন তালিকায় মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ও নতুন অন্তর্ভুক্ত ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের নাম শাজাহান খান, অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আবদুর রহমানের ওপরে রাখা হয়েছে।

বাদ ও অন্যত্র স্থান পাওয়ার তালিকায় যাঁরা: ৮১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের তালিকায় যে ৪৮ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে বিদায়ী কমিটির ছয়জনের নাম নেই। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১৯ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী থেকে বাদ পড়েছেন বিদায়ী কমিটির সভাপতিমন্ডলীর তিন সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ, রমেশ চন্দ্র সেন ও অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান। অবশ্য এই তিনজনকেই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করা হয়েছে।

বিদায়ী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শফিকও বাদ পড়েছেন। তাঁকে কোথাও রাখা হয়নি। যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশীদ এবং শ্রম ও জনশক্তি সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজও নতুন কমিটিতে স্থান পাননি। এই দুই নেতাও উপদেষ্টা পরিষদে স্থান পেয়েছেন।

ফলে প্রকৃত অর্থে এখন পর্যন্ত বাদ পড়ার তালিকায় রয়েছেন একমাত্র সাখাওয়াত হোসেন শফিক। বিদায়ী কমিটিতে সাং-গঠনিক সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাকালে কর্মদক্ষতার ছাপ রাখতে না পারাসহ বিভিন্ন কারণে তিনি বাদ পড়েছেন- এমনটাই জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। অন্যদিকে বয়স ও অসুস্থতাজনিত কারণে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের পাঁচ নেতাকে এবার উপদেষ্টা পরিষদে রাখা হয়েছে।

পদোন্নতিতে ‘চমক’ জালাল-সুজিত-আমিন: নতুন কমিটিতে পদোন্নতি পেয়ে খানিকটা ‘চমক’ দেখিয়েছেন তিন নেতা। তাঁদের মধ্যে ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে সভাপতিমন্ডলীর সদস্য করা হয়েছে। বিদায়ী কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ছিলেন তিনি। বিদায়ী কমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দীকে সাং-গঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। নতুন ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হয়েছেন আমিনুল ইসলাম আমিন। বিদায়ী কমিটিতে উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলেন তিনি। নতুন কমিটির উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে কারও নাম ঘোষণা হয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চিকিৎসকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) বর্তমান সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সাংগঠনিক কর্মকান্ডে সক্রিয় থেকে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার আস্থায় এসেছেন। ঢাকা-৭ আসনের সাবেক এই এমপিকে তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকায় আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবেও দেখা যেতে পারে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্র এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচিত ঢাকা-৭ আসনের বর্তমান এমপি হাজী মোহাম্মদ সেলিম সম্প্রতি দুর্নীতির মামলায় জেল খেটেছেন। নানা অপকর্মে বিতর্কিত হওয়া এই এমপিকে বাদ দিয়ে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী করার গুঞ্জন রয়েছে।

অন্যদিকে সুজিত রায় নন্দী বিদায়ী কমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে থাকাকালে দলের পক্ষে ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে আলোচনায় ছিলেন। বিশেষ করে করোনা সংকট এবং সিডরসহ সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোতে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রীসহ নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রমকে প্রশংসার চোখে দেখা হচ্ছে। এ কারণেই তাঁকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে বিদায়ী উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিনকে পূর্ণ সম্পাদক করে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

উপদেষ্টা পরিষদের ‘চমক’ খন্দকার মোশাররফের বাদ পড়া: আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বাদ পড়াকেও ‘কিছুটা চমক’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। দুই দফায় আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী এবং বর্তমান মেয়াদসহ টানা তিন দফায় ফরিদপুর-৩ আসন থেকে নির্বাচিত এই সংসদ সদস্য অনেক আগে থেকেই বিতর্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫১ জন। তবে দলের সভাপতি চাইলে এই সংখ্যা বাড়াতে পারেন। এবার খন্দকার মোশাররফ ছাড়া উপদেষ্টা পরিষদ থেকে আর কেউ বাদ পড়েননি। উপদেষ্টা পরিষদে আরও বেশ কয়েকটি পদ ফাঁকা রয়েছে। ২০১৯ সালের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের পর করোনায় উপদেষ্টা পরিষদের বেশ কয়েকজন নেতা মারা যান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- আবুল মাল আবদুল মুহিত, রহমত আলী, এইচ টি ইমাম, অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, মকবুল হোসেন, অ্যাডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার, মুকুল বোস, জয়নাল হাজারী ও আবুল হাসনাত। আজকের সভাপতিমন্ডলীর বৈঠক থেকে উপদেষ্টা পরিষদের শূন্য পদগুলো পূরণের সিদ্ধান্তও আসতে পারে।

আজি হতে শতবর্ষ পরে

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যুশয্যার একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি মাত্র ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন। এ অল্প সময়েই হয়েছিলেন দিগবিজয়ী বীর। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি আসলে কী নিয়ে গেছেন? বলা হয়, মৃত্যুশয্যায় আলেকজান্ডার তার জেনারেলদের ডেকে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তিনটি ইচ্ছা তোমরা পূরণ করবে। আমার প্রথম অভিপ্রায়, শুধু ডাক্তাররা আমার কফিন কবরস্থানে বহন করে নিয়ে যাবে। আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায়, আমার কফিন যে পথ দিয়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই পথের দুই পাশে আমার কোষাগারে সংরক্ষিত টাকা-পয়সা, মণিমুক্তা, সোনাদানা, রুপা ছড়িয়ে দেবে। শেষ অভিপ্রায়, কফিন বহনের সময় আমার দুই হাতের তালু উপর দিকে রেখে কফিনের বাইরে রাখবে।'

(৮ পাতার পর)

মনে থাকার চেয়ে বড় কোনো অর্জন আর কী হতে পারে? যা বলছিলাম। জীবন ছোট আর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ভালো কাজের সুযোগ অগুনতি, কিন্তু সময় কম। এখন যদি অবহেলা করি, যে কাজগুলো করলে মানুষ মৃত্যুর পরও তাদের হৃদয়ে স্থান করে দিত, তা যদি না করি, নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পর শুধু আফসোসই থেকে যাবে। তখন সৎকর্মের ইচ্ছা ষোলো আনা থাকলেও সামর্থ্য থাকবে না একবিন্দু! রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বন্ধ হয় না-১. সাদাকায়ে জারিয়াহ (যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, রাস্তা, বাঁধ নির্মাণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, হাসপাতাল স্থাপন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি); ২. এমন জ্ঞান (ইলম) যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়; ৩. সুসন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।' এর সুযোগও যদি নিতে হয়, তার সূচনা করতে হবে বেঁচে থাকতেই।

তাই আসুন, মানুষকে ভালোবাসি, অসহায়দের প্রতি সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দিই। জীবন যে দুই দিনের, সেই অল্প সময়টাকে মানুষের কাজে লাগাই। এতে ক্ষণকালের ভোগবিলাস হয়তো কম হবে, কিন্তু তার প্রতিদান পাওয়া যাবে পরবর্তী অনন্ত জীবনে, যেখান থেকে আর ফেরা যাবে না কখনো। অন্তত পরকালে বিশ্বাসী যারা, তাদের এতে দ্বিমত হওয়ার কোনো উপায় নেই।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ আমাদের এ সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আমরা কি তার মর্যাদা দিতে পারছি? মনে রাখতে হবে, আমাদের সবারই ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী চলা, সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে ভালো কাজ করা উচিত। যে ধর্মই মেনে চলেন না কেন, সব ধর্মই মানবসেবার কথাই বলে। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, মানুষকে ঠকানো, মানুষের ক্ষতি করা কোনো ধর্মই প্রশ্রয় দেয় না। আমরা অনেকেই নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানি না, আনুগত্য করি না এবং অন্যের ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাই না, বরং ভিন্ন মত-ধর্মের মানুষকে অবজ্ঞা করি। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব ঘটে। সুতরাং ধর্মীয় অনুশাসন সুন্দরভাবেই মেনে চলা উচিত; এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা নিজের পরকালকে গোছানোর পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মেরও উপকার করে যাচ্ছি। আর নিজের কাজের মাধ্যমে যদি মানুষের উপকার করে যেতে পারি, তাহলেই স্থান করে নিতে পারব তাদের মনের মণিকোঠায়, রয়ে যাব স্মৃতির ভান্ডারে, মানুষ মনে রাখবে যুগ যুগ।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যুশয্যার একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি মাত্র ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন। এ অল্প সময়েই হয়েছিলেন দিগবিজয়ী বীর। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি আসলে কী নিয়ে গেছেন? বলা হয়, মৃত্যুশয্যায় আলেকজান্ডার তার জেনারেলদের ডেকে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তিনটি ইচ্ছা তোমরা পূরণ করবে। আমার প্রথম অভিপ্রায়, শুধু ডাক্তাররা আমার কফিন কবরস্থানে বহন করে নিয়ে যাবে। আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায়, আমার কফিন যে পথ দিয়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই পথের দুই পাশে আমার কোষাগারে সংরক্ষিত টাকা-পয়সা, মণিমুক্তা, সোনাদানা, রুপা ছড়িয়ে দেবে। শেষ অভিপ্রায়, কফিন বহনের সময় আমার দুই হাতের তালু উপর দিকে রেখে কফিনের বাইরে রাখবে।' উপস্থিত সবাই আলেকজান্ডারের এ অদ্ভুত অভিপ্রায়ে বিস্মিত হন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলেন না। তখন তার একজন প্রিয় সেনাপতি তার হাতটা তুলে ধরে চুম্বন করে বলেন, 'হে মহামান্য! অবশ্যই আপনার সব অভিপ্রায় পূর্ণ করা হবে। কিন্তু আপনি কেন এ বিচিত্র অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন?' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে আলেকজান্ডার বললেন, 'আমি দুনিয়ার মানুষের সামনে তিনটি শিক্ষা রেখে যেতে চাই। আমি আমার ডাক্তারদের কফিন বহন করতে বলেছি, যাতে লোকে অনুধাবন করতে পারে ডাক্তাররা রোগের চিকিৎসা করে মাত্র, মৃত্যুর থাবা থেকে কাউকে রক্ষা করতে অক্ষম। মৃত্যু যখন আসবে তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা একসঙ্গে মিলেও বাঁচাতে পারবে না। কবরস্থানের পথে সোনাদানা ছড়িয়ে রাখতে বলেছি মানুষকে এটা বোঝাতে যে, ওই সোনাদানার একটা কণাও আমার সঙ্গে যাবে না। আমি এগুলো পাওয়ার জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করেছি, কিন্তু নিজের সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারছি না। মানুষ বুঝুক ধনসম্পদের পেছনে ছোটা সময়ের অপচয় মাত্র। এ দুনিয়ায় অর্জিত সম্পদ দুনিয়াতেই থেকে যাবে। আর কফিনের বাইরে আমার হাত ছড়িয়ে রাখতে বলেছি যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, আমরা এ দুনিয়ায় খালি হাতে এসেছিলাম, যখন সময় ফুরিয়ে যাবে, তখন আবার খালি হাতেই চলে যাব।' আলেকজান্ডারের এ অভিপ্রায় থেকে আমরা কি কোনো শিক্ষা নিতে পেরেছি?

বাউলের ভাষায়, 'খিষ্টান হইলে কফিনে, মুসলিম হইলে কাফনে, হিন্দু হইলে চিতায় পুড়ে ছাই। ও মানব, দুই দিনের এই দুনিয়াতে, গৌরব করার নাইরে কিছু নাই।'

স্বামী বিবেকানন্দের একটা বাণী দিয়ে শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন, 'হে মানুষ! কোথায় চলে যাবি রে, পদচিহ্ন রেখে যা।' জীবন একটাই। চিহ্ন রেখে যাওয়ার সুযোগও একটাই। এ সুযোগ যে নেবে, সে-ই রয়ে যাবে শতবর্ষের স্মৃতিতে।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, চিকিৎসাবিদ ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

মধ্যপ্রাচ্যে গেম অব ড্রোনস

মো: বজলুর রশীদ

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের প্রথম কাতারের অস্ত্র আমদানিকারক, তবে অনেক দেশই এখন ক্রমবর্ধমান হারে দেশীয় সামরিক শিল্প বিকাশের ধারায় যুক্ত হয়েছে। এই বিকাশের ধারায় রয়েছে মানববিহীন যান- ড্রোন উৎপাদন।

নিজস্ব প্রযুক্তিতে ড্রোন নির্মাণ করে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য মৌলিকভাবে ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন ও আঞ্চলিক যুদ্ধক্ষেত্রে গতিশীলতা আনতে সক্ষম হয়েছে। এই অঞ্চলের অনেক শক্তি দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে, কম খরচে ও জনবল ক্ষয় না করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে মানববিহীন বায়বীয় যানবাহন ব্যবহার করে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা তাদের জন্য, যাদের হাতে অঢেল তেলসম্পদ রয়েছে, কঠিন কাজ নয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ড্রোন উৎপাদন, এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, শত্রুকে ধোঁকা দেয়া ও আক্রমণ করা, অনেক ক্ষেত্রে পর্যুদস্ত করা সহজ। এটি বিমানবাহিনীর সহযোগী হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে।

বিশ্বে মানববিহীন ড্রোন প্রযুক্তি এখন যুদ্ধবিমান, জলযান, সাবমেরিন, মোটর গাড়ি ও রেলগাড়িতে ব্যবহার হচ্ছে। একই সাথে হাইড্রোজেন ফুয়েলের ব্যবহারও জনপ্রিয় হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য এখন এসব অর্জন করতে চায় খুব তাড়াতাড়ি। যাদের কাছে প্রযুক্তি পাবে সেই পরাশক্তির দ্বারস্থ হবে এটিই তাদের সিদ্ধান্ত। কোনো একক শক্তির 'গাঁটছড়া' বন্ধনের দিন শেষ। মানববিহীন প্রযুক্তির সব ধরন আগামী যুদ্ধের ময়দানকে 'প্রযুক্তির যুদ্ধে' পরিণত করবে এবং কম্পিউটারে গেম খেলার মতো ঘরে বসেই যুদ্ধ পরিচালনা করবে। যার অনেকখানি অগ্রগতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ইরান, ইসরাইল ও তুরস্ক অভ্যন্তরীণ ড্রোন উৎপাদনে অবিসংবাদিত আঞ্চলিক নেতা হিসেবে এর মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র গবেষক পিটার ওয়েজম্যানের মতে, ইসরাইল ১৯৮০-এর দশক থেকে শীর্ষ ১০টি অস্ত্র রফতানিকারক দেশের মধ্যে মানববিহীন আত্মঘাতী ড্রোন, গাইডেড মিসাইল নির্মাণ ও বিপণনে নেতৃত্বের আসনে রয়েছে। তা ছাড়া ইসরাইল প্রচলিত অস্ত্রের পরিবর্তে নতুন ও কৌশলগত আধুনিক অস্ত্র উৎপাদনে অগ্রগামী। আরব সমালোচকরা মনে করেন, বন্ধ দরজার পেছনে ইসরাইলের সামরিক পদচারণা বিশ্ব খুব কমই জানতে পেরেছে।

তুরস্ক অভ্যন্তরীণ ড্রোন সক্ষমতার দিক থেকে আরেকটি সফল রাষ্ট্র, এই অঞ্চলের অনেক দেশ আঙ্কারার সাফল্যের অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। তুরস্কের বায়রাতকার টিবি-২ ইতিহাসে সর্বাধিক বিক্রীত ড্রোন। সিরিয়া ও লিবিয়ার পাশাপাশি আজারবাইজান ও ইউক্রেনে অত্যন্ত সফলভাবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রায় চার দশক ধরে, ইরান তার নিজস্ব ড্রোন তৈরি করছে এবং এই অঞ্চলজুড়ে তাদের প্রক্সিগুলোতে নিজস্ব ড্রোন অত্যন্ত সফল ও নিখুঁতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইয়েমেনের হিজবুল্লাহ ও হুতিরা ইরানি প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। পাশাপাশি ইরাকের পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস যা মূলত শিয়া মিলিশিয়াদের নিয়ে গঠিত তারাও ইরানি ড্রোন প্রযুক্তি পেয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ভবিষ্যৎ কোনো যুদ্ধে বা ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে ইরান ও তাদের সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো ইরানি ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রোন নির্মাণ এবং ব্যবহার করবে যার কারণে যুদ্ধের আকার ও ধারণা পাল্টে যাবে।

গত ১২ সেপ্টেম্বর ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেনি গ্যান্টজ অভিযোগ করেছেন, ইরান তার কাশান বিমানঘাঁটিতে ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন থেকে আসা সহযোগী কর্মীদের ড্রোন ওড়ানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এর পরপরই, ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট চমকে দিয়ে বলেন, 'ইরান গত এক বছরে একটি নতুন মারাত্মক আগ্রাসী ইউনিট চালু করেছে- প্রাণঘাতী অস্ত্রে সজ্জিত হত্যাকারী ড্রোনের ঝাঁক যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় আক্রমণ করতে পারে।'

আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের বিমান বাহিনী কয়েক দশক ধরে আধা পঙ্গু হয়ে পড়েছে, তবে ড্রোন উৎপাদন, উন্নয়ন তার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে উঠেছে। মিসাইল প্রযুক্তি তো রয়েছেই। ইরানের কুদস অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ইরান এয়ারক্র্যাফট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ ড্রোনের বিভিন্ন ভেরিয়েশন ও সিরিজ তৈরি করছে। তেহরান দাবি করেছে, তার সর্বশেষ মডেল, মোহাজের-৬-এর পরিসীমা ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং ১২ ঘণ্টার ফ্লাইট টাইম, ইলেকট্রো-অপটিক্যাল ডিটেক্টর এবং লেজার-গাইডেড মিসাইল দিয়ে সজ্জিত করা যায়, যেগুলোর লক্ষ্য ট্র্যাক করা। এই ভেরিয়েন্ট বাধা অপসারণ করে বস্তুকে ধ্বংস করতে পারে। ইরানের অস্ত্রাগারে আত্মঘাতী ড্রোন শাহেদ-১৩৬ সহ উন্নত ড্রোনগুলোর বড় বড় বহর রয়েছে, যার পরিসীমা দুই হাজার ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। হুতিরা ইরানি ওয়াইদ ড্রোন ভেরিয়েন্ট ব্যবহার করেছে বলে জানা যায়।

চলতি বছরের মে মাসে তাজিকিস্তানের দুশানবেতে কারখানা খুলে বিদেশের মাটিতে ড্রোন উৎপাদন ঘাঁটি বানিয়েছে ইরান। এখানে ইরান ড্রোনের আরেক ভেরিয়েন্ট আবাবিল-২ নির্মাণ করছে। এগুলো নজরদারি ড্রোন বা লোইটারিং অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। এগুলো কামিকাজ আত্মঘাতী ড্রোন হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ। আবাবিল-২, কাসেফ-১ ও ২ কে-এর বিভিন্ন রূপ ইয়েমেনের হুতিরা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে হামলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ইরানের এই মানববিহীন ড্রোন সম্পদ বিশ্বসেরা ও উন্নত এমন বলার সময় এখনো আসেনি। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোনগুলো আরো উন্নত। বিশ্বব্যাপী অস্ত্র রফতানি নিষেধাজ্ঞার কারণে, ইরানের ড্রোনগুলো বিক্রি করার সীমিত বিকল্প রয়েছে, ইথিওপিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

ইরানে উত্তেজনা ও ভৌগোলিক নৈকট্য উপসাগরীয় দেশগুলোকে, প্রধানত সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবকে তাদের নিজস্ব সামরিক ক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করেছে বলে উভয় দেশ পশ্চিমা শক্তি বলে আসছে। উভয় দেশ তাদের নিজস্ব অস্ত্র শিল্প স্থাপনের জন্য বিদেশী প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জনে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে, এসব অস্ত্রের মধ্যে মিসাইল ও ড্রোন নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জানা যায়, সংযুক্ত আরব আমিরাত দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে (বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে রফতানির ওপর নির্ভর করে) এ ধরনের প্রযুক্তি অর্জন করেছে বলে জানা যায়, আর সৌদি আরব চীন ও তুরস্ক ড্রোন প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে নিজের সামরিক শিল্প উন্নয়ন করছে।

যাই হোক, আব্রাহাম চুক্তি ও তেলআবিবের সাথে আবুধাবির সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য সুযোগের এক নতুন জানালা খুলে দিয়েছে। গত কয়েক বছরে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরাইল একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টার- ড্রোন সিস্টেমের উন্নয়নে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এজ এবং ইসরাইল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে সহযোগিতা ও গবেষণার ফলে নতুন প্রজন্মের ড্রোন প্রস্তুত করেছে। গোপনীয়তার কারণে এখনো টেস্ট ফ্লাইটও পরিচালনা করেনি।

তুরস্কের মূল ড্রোন উৎপাদক বেইকার জানায়, ২০২০ সালে তারা ৩৬ কোটি ডলারের ড্রোন রফতানি করেছে যা কোম্পানিটির ২০২১ সালের মোট রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি। ড্রোনের দ্রুত বিস্তার আরব দেশগুলোতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। ইরাকে আমেরিকান ঘাঁটি লক্ষ্য করে কামিকাজ ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য বিস্ফোরকসজ্জিত ড্রোন ব্যবহার করছে।

২০২০ সালে, আমিরাত উমেক্স, টগউড প্রদর্শনীতে তার প্রথম স্থানীয়ভাবে তৈরি ড্রোন, গারমুশা উপস্থাপন করে। এই উল্লম্ব টেক-অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং ড্রোন, ছয় ঘণ্টা ফ্লাইট সময় এবং ১৫০ কিলোমিটারের পরিসীমাসহ ১০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত পেলোড বহন করতে পারে। এটি ইসরাইলের সাথে যৌথভাবে তৈরি বা নিজস্ব কৌশলগত কি না সেটি জানানো হয়নি।

আরব আমিরাত অল্প সংখ্যক সামরিক ড্রোন তৈরি করেছে এবং এগুলো লিবিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মনে হচ্ছে, তাদের লক্ষ্য ভবিষ্যতে ড্রোন বাজারে বড় ভূমিকা নেয়া। সৌদি আরবের আকাঙ্ক্ষা আরো উঁচুতে, বিশেষ করে ২০১৯ সালে সৌদি আরামকো তেল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ইরানি ড্রোন হামলা ও ইয়েমেনের হুতিদের পরিচালিত ধারাবাহিক হামলার পর রিয়াদ তার ড্রোন, অ্যান্টি-ড্রোন সক্ষমতা বিকাশের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়েছে, এমনকি পরমাণু রিঅ্যাকটর বসানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দরবারে ব্যর্থ হয়ে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করেছে এবং পরমাণু চুল্লির কাজ শুরু করে দিয়েছে।

যদিও সৌদি আরব ও আমিরাত দীর্ঘদিন ধরে উইং লুংয়ের মতো চীনা ড্রোনের ওপর নির্ভর করে আসছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রিয়াদ দ্রুত তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বিকাশ করেছে। সৌদি সমর প্রকৌশলীরা নতুন ধাঁচের 'সাইমুম' ড্রোন চালু করেছেন।

আঙ্কারা ও রিয়াদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে শীতল সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি দুই দেশ তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতি করেছে, ফলে সৌদি আরব তুর্কি সশস্ত্র ড্রোন কেনার জন্য ক্রয়াদেশ দিয়েছে। সৌদি আরবের দু'টি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ইস্ট্রা ডিফেন্স টেকনোলজিস ও অ্যাডভান্সড ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি, তুর্কি ভেস্টেল সাতুনমারের কাছ থেকে ড্রোন লাইসেন্স নিয়ে তুর্কি-নির্মিত কারায়েল-এসইউ ড্রোনের উৎপাদন শুরু করেছে।

মিসরও বসে নেই, তারা নিজস্ব ছোট আকারের ড্রোন নির্মাণ করছে। মিসরনুট ট্যাকটিক্যাল ড্রোন ও থেবস ৩০ বানিয়েছে। মিসরের স্থানীয় সংস্থা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং যুদ্ধের জন্য রোবটের ডিজাইন করেছে। এই কোম্পানি ইতোমধ্যেই 'জুন-৩০' উৎপাদন করেছে যা আমিরাত ডিজাইন করা ইয়াভোন-২০ অনুরূপ।

দেশীয় ড্রোন উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাব-নিকাশ প্রমাণ করছে, মধ্যপ্রাচ্য ভবিষ্যতে একটি প্রধান বিশ্ব ড্রোন উৎপাদক হাবে পরিণত হওয়ার পথে রয়েছে। চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও তুরস্কের নির্মাতারা ইতোমধ্যে তাদের ড্রোন পণ্য বিশ্বের অনেক দেশের বাজার দখল করেছে। তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবও বড় রফতানিকারক হয়ে উঠবে। কেন না, তুলনামূলক তাদের দেয়া দাম বাজার দরের চেয়ে কম থাকবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পক্ষে ড্রোন বাজার ধরে রাখা কঠিন হবে। একচেটিয়া কর্তৃত্ব আর থাকবে না।

তুরস্কের মূল ড্রোন উৎপাদক বেইকার জানায়, ২০২০ সালে তারা ৩৬ কোটি ডলারের ড্রোন রফতানি করেছে যা কোম্পানিটির ২০২১ সালের মোট রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি। ড্রোনের দ্রুত বিস্তার আরব দেশগুলোতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। ইরাকে আমেরিকান ঘাঁটি লক্ষ্য করে কামিকাজ ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য বিস্ফোরকসজ্জিত ড্রোন ব্যবহার করছে।

ড্রোন সহজলভ্য হওয়ায় এখন রাষ্ট্র ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী সঠিকভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারছে। ফলে সামরিক নিরাপত্তা পরিধি ও কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই অঞ্চলে ড্রোনের অনিয়ন্ত্রিত বিস্তারের পাশাপাশি স্থানীয় উৎপাদনে কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পশ্চিমা পণ্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করছে এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি হচ্ছে। ফলে সংশ্লিষ্ট আরো সামরিক ও হাই অ্যান্ড শিল্প গড়ে উঠে পুরো মধ্যপ্রাচ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, মেধাবীদের বিদেশমুখিতা দূর হবে। টেকনোলজির বিকাশে শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক হবে, উচ্চতর লেখাপড়ার জন্য সাধারণ পরিবারের সদস্যদের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ইসরাইল, তুরস্ক ও ইরান তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে সৌদি আরব ও আমিরাত। দৌড়ের তৃতীয় ধাপে রয়েছে মিসর, বাহরাইন ও ওমান। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের ফলে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলো অস্ত্র আমদানির ওপর কম নির্ভরশীল হবে। তবে ড্রোন সামরিক সক্ষমতার মূল উপাদান হয়ে উঠছে এমন ভাবার কোনো যুক্তি নেই।

দেখতে হবে ড্রোন উৎপাদন যেন ব্যাকফায়ার না করে। রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার কাজে ড্রোনের ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়, যেমনটি ঘটেছিল ইথিওপিয়ার টাইগ্রে যুদ্ধের সময়। ড্রোন প্রতিযোগিতা বিপর্যয়ও ডেকে আনতে পারে। ইসরাইল ইরানি ড্রোন বিশেষজ্ঞদের হত্যা করেছে এবং ড্রোন কারখানাগুলোতে বোমা বর্ষণ করেছে। প্রায় ২০ বছর ধরে ইসরাইলি মোসাদ ইরানি পরমাণু বিজ্ঞানীদের একের পর এক বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করেছে। এতে করে যেকোনো সময় বৃহৎ পরিসরে আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরমাণু বিস্তার রোধের মতো ড্রোনের বাজার ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণেও একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং চুক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

রাষ্ট্র মেরামতে নতুন কারিগরের আবির্ভাব?

আবদুল মান্নান

বিএনপি এখন অনেকটা গভীর সমুদ্রে নাবিক ছাড়া জাহাজের মতো চলছে বললে ভুল হবে না। বছর দুই আগে হঠাৎ মনে হলো, তাদের অস্তিত্ব জানান দেওয়া দরকার। এ জন্য তারা বিভিন্ন রকমের সভা-সমাবেশ শুরু করে। সঙ্গে পায় নতুন প্রজন্মের কিছু পাকিস্তানপন্থি বুদ্ধিজীবী আর মিডিয়া। তাদের সেই কর্মসূচি শুরু হয় এক দফা দিয়ে- শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না; হতে হবে দেশের সর্বোচ্চ আদালত যা বাতিল করা দিয়েছেন, সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। একই সঙ্গে সংসদ ভেঙে দিতে হবে। তারপর যোগ হলো, নির্বাচন কমিশন বাতিল করতে হবে। গত ১০ ডিসেম্বর দলটি ঢাকার গোলাপবাগ মাঠে সমাবেশ করে ১০ দফা ঘোষণা করল। এর আগে বিএনপির এক বড় নেতা আমান উল্লাহ আমান ঘোষণা দিয়েছিলেন- ১০ তারিখের পর খালেদা জিয়া দেশ পরিচালনা করবেন আর তারেক জিয়া দেশে ফিরে দেশের দায়িত্ব নেবেন। ১০ তারিখের সমাবেশে অনেকেই এসেছিলেন খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানকে দেখার জন্য। সেদিন সেই সমাবেশের বেশিরভাগই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। সাত দিন পার না হতেই একটি বিলাসী হোটেলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ঘোষণা করলেন নতুন ২৭ দফা। ২৭ দফার নাম হলো- 'রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা'। প্রথম কথা হচ্ছে, কোনো কিছু ভেঙে গেলে বা অচল হয়ে পড়লে তা মেরামত করতে হয়। বাংলাদেশ কখন ভাঙল? হাঁ, ভেঙেছিল; ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর।

জিয়া ক্ষমতায় এসে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে বানাতে চাইলেন একটি মিনি পাকিস্তান। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানে প্রস্তাবনার শুরুতে 'জাতির মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' অংশটি বাতিল করে তাতে প্রতিস্থাপন করলেন 'জাতির স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের'। এক ধাক্কায় জিয়া পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরে বাঙালি মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম করেছে, তা বাতিল করে দিলেন। খালেদা জিয়ার আমলে প্রস্তাবনাটি সংবিধানের শেষে সংযোজনী হিসেবে চলে গেল। অথচ এই প্রস্তাবনা পড়েই ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার শপথ নিয়েছিল আর বাহাত্তরের সংবিধান রচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই প্রস্তাবনা দিয়েই দেশ পরিচালিত হয়েছে। এই জিয়াই সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে একাত্তরের ঘাতক জামায়াত ও মুসলিম লীগের মতো দলগুলোকে দেশে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই জেনারেল জিয়াই সংবিধানে ইনডেমনিটি আইন সংযোজন করে জাতির পিতার ঘাতকদের দায়মুক্তি দিয়েছিলেন। বিএনপির ২৭ দফা পড়লে মনে হয়, এসব ভুলে গিয়ে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে দিতে তারা উদ্যোগ নেবে। এ যেন ধর্ষক আর ধর্ষিতাকে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে বলা।

২৭ দফা অনুসারে বাংলাদেশকে নাকি রংধনু দেশ বা রেইনবো নেশন বানাবে বিএনপি। উর্বর মস্তিস্কের উর্বর চিন্তা বটে। এই শব্দের জনক বলা যেতে পারে একসময় বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেলজয়ী বিশপ ডেসমন্ড টুটুকে। তিনি বলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসন শেষ হলে দেশে সবাই নিরাপদে বসবাস করতে পারবে; দেশটা হবে রংধনুর মতো। সব মত-পথ ও বর্ণের মানুষ একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করবে দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদমুক্ত হলে। দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা ডেসমন্ড টুটুর এই মতবাদ গ্রহণ করেন। এই দেশটিতে ১১টি জাতীয় ভাষা; চারটি উপজাতি; আছে তিনটি রাজধানী। এত বছর পর দেশটি আইনশৃঙ্খলার সূচকে ১৩৭তম। এর চেয়ে খারাপ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আছে আরও ছয়টি দেশে। গড়ে প্রতিদিন ৫৭ জন মানুষ দেশটিতে খুন হয়। বিএনপি কি বাংলাদেশকে এই রকম রংধনু দেশ বানাতে চায়? বিএনপি কি এমন দেশ চায়, যেখানে খুনির দল জামায়াত, তালেবানি মন্ত্রে দীক্ষিত হেফাজত, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর যে জেনারেল ক্ষমতা দখল করেছিলেন তাঁর দল, আওয়ামী লীগ পরিত্যক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন ওয়ানম্যান পার্টি, স্বামী-স্ত্রী পার্টি, হোন্ডা পার্টির মতো দল ও ব্যক্তিদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক মেলা বসবে? স্বপ্নবিলাস আর কাকে বলে!

২৭ দফার অন্যতম- আওয়ামী লীগের আমলে করা সংবিধানের সব সংশোধনী বাতিল। তাহলে কি আবার ইনডেমনিটি আইন ফিরে আসবে বা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাতিল করা হবে? ২ নম্বর দফায় ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর মানে কি আগে যা ঘটেছে, সব ভুলে নতুন করে শুরু করতে হবে? ভুলে যেতে হবে এই দেশে পঁচাত্তরে একটি হত্যাকাণ্ড হয়েছিল বা ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছিল?

১৩ নম্বর দফায় আছে গত ১৫ বছরের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। তার আগের দুর্নীতির কী হবে? খালেদা জিয়ার পুত্র কোকোর পাচার হওয়া ২২ কোটি ডলার দেশে ফিরিয়ে আনার ঘটনা? যিনি ২৭ দফা পড়ে শোনালেন, তাঁর ও তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে ৪৮ লাখ টাকার দুর্নীতির মামলা চলছে (ডেইলি স্টার, জুলাই ৩০, ২০১৮), তা কি চলবে? লন্ডনের ব্যাংকে তাঁর ৮ লাখ ৮ হাজার ৫৩৮ পাউন্ড ফ্রিজ করা আছে। সন্দেহ- এই অর্থ বৈধ উপায়ে লন্ডন যায়নি (সমকাল, ৩০ নভেম্বর)। তারেক রহমানের আছে ৫৯ হাজার ৩৪১ পাউন্ড (সূত্র একই)। তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়। সেগুলোর কী হবে? আর সংবিধান মেরামত? তা করার দায়িত্ব তো জাতীয় সংসদের; কোনো জেনারেলের ফরমানবলে নয়। ক্ষমতা দখল করে কোনো জেনারেল তা করতে চাইলে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড। সংবিধান তা-ই বলছে।

প্রথমে ১০ দফা, তারপর ২৭ দফা; আপাতত মোট ৩৭ দফা। সামনের দিনগুলোয় যদি এই রকম দফার তালিকায় পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের প্রস্তাব আসে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিএনপি মহাসচিব তো বলেই দিয়েছেন- বর্তমানের চেয়ে পাকিস্তান আমল ভালো ছিল। সব দেখে-শুনে মনে হয়, বিএনপি এখন ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

সব পাঠককে বড়দিন ও খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্দ্ব * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্বতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

কাঠামোগত সমস্যা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা কাটাতে হবে

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের এখন বর্তমান চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো, আর্থিক খাতের ব্যাংক এবং ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নানা রকম অনিয়ম, দুর্বলতা, অদক্ষতা। এসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। সেই সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে কী কী দুর্বলতা, সেগুলো মোটামুটি সবারই জানা।

নীতিনির্ধারদেরও জানা এবং যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা তো বলছেনই। সরকারের পক্ষ থেকেও বলছে অনেক দুর্বলতা আছে। সেটা দূর করার ব্যাপারে চেষ্টা করা দরকার, সেটাও সবাই বলছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং খাতে যে সমস্যাগুলো আছে; যেমন–ডিফল্ট লোন, কভিড-১৯-এর প্রভাব বা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তা নয়, এটা আগে থেকেই চলছিল। কিন্তু এগুলোও আমাদের অর্থনীতি বা ব্যাংকিং খাতে বা আর্থিক খাতে প্রভাব ফেলেছে।

আজকে যে সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এসব সমস্যার মূল কারণ দুটি। লক্ষণ বা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখছি, খেলাপি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। তদারকি বা নজরদারির অভাব আছে। টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে। ছোট ব্যবসায়ীরা ঋণ পাচ্ছেন না। ব্যবসায়ীদের প্রভাব, বিশেষ করে মুদ্রানীতি এবং অন্যান্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে।

মূল সমস্যা হলো কাঠামোগত (স্ট্রাকচারাল) ও প্রাতিষ্ঠানিক (ইনস্টিটিউশনাল)। প্রাতিষ্ঠানিক এবং কাঠামোগত দুর্বলতা শুধু ব্যাংকিং খাতের ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের উন্নয়নের সার্বিক ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আমরা সন্তোষজনক একটা অর্থনৈতিক উন্নয়নে পৌঁছেছি। কিন্তু এখনো ভেতরে নানা সমস্যা আছে। যেমন–আয়ের বৈষম্য। অর্থনৈতিক টেকসই উন্নয়ন এখনো সুনিশ্চিত করতে পারিনি। পুরো জিনিসটা কিন্তু একেবারে সামষ্টিক দিক থেকে দেখতে হবে। শুধু অর্থনীতি দিয়ে চলবে না। সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে দেখতে হবে। ব্যাংকিং খাতও এগুলোর বাইরে নয়।

কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক। কাঠামোগত বলতে আমি মনে করি চারটা জিনিস। একটা হলো, আমরা প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি। প্রবৃদ্ধি এখন একটু থমকে গেছে। আমাদের এক্সপোর্ট বাড়ছে। রেমিট্যান্স আসছে। এগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সেটা তো সমানভাবে সামাজিক উন্নয়ন বা সবার জন্য অর্থনীতিতে কাজ করছে না। তার মানে আমাদের সমতাভিত্তিক উন্নয়ন এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহির অভাব এখানে রয়ে গেছে। এ জন্যই কিন্তু আমাদের এ সমস্যাটা আছে। এখানে পরিবীক্ষণ বা মনিটরিংয়ের দরকার। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মনিটর করার কথা। বিশেষ করে যে রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, তারা যদি এগুলো ঠিকভাবে দেখত, তাহলে খুব একটা সমস্যা হতো না। এগুলোর মূলে যদি না যাই, তাহলে যতই আমরা ওপরের দিকে এক্সপোর্ট বাড়াই, রেমিট্যান্স বাড়াই, প্রবৃদ্ধি বাড়াই না কেন, একটা টেকসই রাষ্ট্র, কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে আমরা পাব না।

দ্বিতীয়ত হলো, বাংলাদেশের যেকোনো ক্ষেত্রে রুলস বা নীতিমালা এবং স্ট্যান্ডার্ড বা কতগুলো মাপকাঠি, বিশেষ করে আর্থিক খাতে মাপকাঠিগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং পরিপালন করা দরকার। ব্যাংকিং খাতে মোটামুটি কিন্তু আন্তর্জাতিক মান আমরা ব্যবহার করছি। আমাদের ব্যাংকিং কম্পানি অ্যাক্ট, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন রুলস ও অন্যান্য আইন আমি বলব মোটামুটি অনুসরণযোগ্য।

> **এখন দেখবেন অনেক জায়গায় এনজিও খোলার ব্যাপারে সরকারের নিয়ম-কানুন অত্যন্ত কড়া। সবাইকে অনুমতি দেওয়া হয় না। এখানে অবশ্য অনেক কারণ আছে। বড় একটা কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা। কোনো অর্গানাইজেশন অনুমতি দিলে তারা আবার যদি রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করে, তখন? এই চারটা কাঠামোগত। সার্বিকভাবে আমাদের কাঠামোগুলোর দুর্বলতাগুলো আছে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।**

অনেক সময় দেখা যায় বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ বিবেচনায় করা হয়। তখন হয় কী, কারো প্রতি বিশেষ বিবেচনায় ফেভার করতে গেলে অন্যের প্রতি অবিচার করা হয়। অতএব, সমানভাবে সব কিছু দেখতে হবে। যেমন–অনেকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি আছে। তাদের জন্য সুবিধাটা প্রযোজ্য নয়। আবার অনেকে ঋণখেলাপি আছে, তারা নানা রকম সমস্যায় আছে। সমহারে সবাইকে সুবিধাদান, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।

তৃতীয়ত হলো, বিকেন্দ্রীকরণ। আমাদের শাসনব্যবস্থা একেবারে এককেন্দ্রিক। উন্নয়নটা বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। বড় বড় সিটি, বিশেষ করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী। কিন্তু এর বাইরে যে অন্যান্য বিভাগীয় শহর আছে, জেলা শহর আছে, জেলার পরে উপজেলা আছে, এগুলোর অবস্থা দেখুন। মানে উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। স্থানীয় সরকার বলে একটা জিনিস আছে, যেটা বহু পুরনো। ব্রিটিশ আমল থেকেই আছে। আগে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল, তার পরে জেলা বোর্ড ছিল। বিভিন্ন স্তর আছে। এখন ইউনিয়ন পরিষদ আছে, উপজেলা, জেলা পরিষদ হয়েছে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা দেখুন। ইউনিয়ন পরিষদ কি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে? স্থানীয় সরকার এখন একেবারে দুর্বল। অন্যান্য দেশে বিকেন্দ্রীকরণ দেখুন। যেকোনো উন্নত দেশে লোকাল কাউন্সিলগুলো বেশ ক্ষমতাশালী। তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু এখানে দেখবেন আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই কম, প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই বললেই চলে। তবে কাগজে-কলমে আছে। এই অবস্থায় উন্নয়নটা অংশীদারিমূলক হচ্ছে না, হয় না।

চতুর্থ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমাদের উন্নয়ন যে শুধু সরকার করবে, তা নয়। এখানে এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা আছে। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। সরকার যদি মনে করে সবই আমরা করব, এটা ঠিক নয়। এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা প্রগ্রাম বাস্তবায়ন করতে হলে লোকাল প্রশাসনের দায়িত্ব দিতে হবে। স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের সাহায্য নিতে হবে। না হলে তো হবে না। আমরা কী মনে করি? যতটুকু হয়েছে সবই সরকারি। এখানে এনজিওর যথেষ্ট ভূমিকা প্রয়োজন। বিশেষ করে হেলথ সেক্টরে। প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা বলুন–সবখানে এনজিওর ভূমিকা আছে। হ্যাঁ, তাদের আপনি মনিটর করবেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করবেন, সেটা অন্য জিনিস। তাদের আর্থিক ব্যবস্থার দিকে লক্ষ রাখবেন। সেখানে তাদের অনেক রকম দুর্নীতি থাকতে পারে। তার মানে এই না যে এনজিও বা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সম্মিলিত পদক্ষেপকে আপনি উপেক্ষা বা অবহেলা করবেন।

এখন দেখবেন অনেক জায়গায় এনজিও খোলার ব্যাপারে সরকারের নিয়ম-কানুন অত্যন্ত কড়া। সবাইকে অনুমতি দেওয়া হয় না। এখানে অবশ্য অনেক কারণ আছে। বড় একটা কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা। কোনো অর্গানাইজেশন অনুমতি দিলে তারা আবার যদি রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করে, তখন? এই চারটা কাঠামোগত। সার্বিকভাবে আমাদের কাঠামোগুলোর দুর্বলতাগুলো আছে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টা হলো প্রাতিষ্ঠানিক। যদি আমাদের সমতাভিত্তিক উন্নতি করতে হয় এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্র করতে হয়, তাহলে আমাদের সংস্কার করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করতে হবে। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা; যেমন–বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিআরটিএ, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, কম্পিটিশন কমিশন–এগুলো আইন অনুযায়ী কাজ করবে। কিন্তু তারা কি সত্যিকারের কাজ করতে পারছে? এখানে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে। প্রতিষ্ঠান যদি ঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়। কারণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি বা বেসরকারি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে সংস্কার করা দরকার।

প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন–এগুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। সরকারের মেগাপ্রজেক্ট আছে। সব মেগাপ্রজেক্ট যে খুব দ্রুত বাস্তবায়িত হবে, সেটাও নয়। অনেক আছে, যেগুলো না হলেই নয়। যেমন–পদ্মা সেতু আছে, সেটার প্রয়োজন আছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের প্রয়োজন আছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভিন্ন সেতু, পাওয়ার প্লান্ট–এগুলোর সরকারিভাবে সহায়তা জরুরি। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক যে দুর্বলতা আছে, সেগুলো দূর করা দরকার। অনেক প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব থাকে। রাজনীতিক বা নীতিনির্ধারকদের কিছু সুপারিশ হয়তো থাকবে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবে–এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সিদ্ধান্ত নেবে প্রতিষ্ঠানগুলো তার বিবেচনায় জনস্বার্থে এবং প্রফেশনালি। সেটা কিন্তু হয় না।

প্রাতিষ্ঠানিক আরেকটা জিনিস আছে। এ ক্ষেত্রে আমি বলি শুধু সংস্কার নয়, সুশাসন নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। সংস্কার করা হলে সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আইনের শাসন জোরদার হবে।

সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম; যেমন–হেলথ প্রজেক্টগুলো থাকে, সেগুলো সময়মতো বাস্তবায়ন করা দরকার। সঠিকভাবে সময়মতো বাজেট বাস্তবায়ন বা বাজেটের ভেতরে থাকা, সমতা করা–সেগুলো কিন্তু হচ্ছে না। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে দুর্বলতা আছে। একটা প্রজেক্ট করার পর দেখা যাবে পাঁচ বছরের জায়গায় সাত বছর বাড়াচ্ছে। সময়ও বাড়ায়, খরচও বাড়ায়। এতে ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের লোকের। কারণ এখানে আর্থিক অপচয় হচ্ছে। আবার প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নও ঠিক কোয়ালিটি হচ্ছে না। যদি প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রকল্প মনিটরিং ঠিক করা যায়, তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে না।

এখানে শুধু সরকারিই নয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও আমদানি-রপ্তানি ইস্যু আছে। এক্সপোর্টে রেমিট্যান্স আসছে কি না মনিটরিং করা দরকার। এখানে এনবিআর, কাস্টমসের ভূমিকা আছে। রপ্তানি বাড়ানোর ব্যাপারে এখানে এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর ভূমিকা আছে।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং কাঠামোগত এই দুটি জিনিস যদি আমরা সুসংহত করি, তাহলেই কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফল পেতে থাকব। আমাদের আইনের সীমাবদ্ধতা আছে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের হস্তক্ষেপ আছে, ব্যাবসায়িক প্রভাব আছে। কিন্তু ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা নেই। অতএব, সার্বিক কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের আবহে থাকতে হবে। অনেক দেশে দেখা গেছে, অল্প সম্পদ বা সীমিত সম্পদ নিয়ে কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে তারা কিন্তু দরিদ্র দেশ বা মধ্যম দেশে থেকেও মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের এটাই করা উচিত।

লেখক: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

বিভিন্ন মুদ্রায় বাণিজ্য ও সঞ্চয় করতে হবে

সাব্বির আহমেদ

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেল, গ্যাস, সার, খাদ্যশস্য এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থের যে সংকট দেখা দিয়েছে, তার সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে আফ্রিকার গরিব মানুষের ওপর। বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব মানুষেরা। আমাদের পরিস্থিতিও আগের মতো নেই। অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে জ্বালানি ও ভোজ্যতেল, সার, গম। বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম এত বেড়েছে, তা আমাদের সাধ্যের বাইরে চলে যাওয়ায় গ্যাস কেনা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতি হচ্ছে শিল্প উৎপাদনের। ইউরোপ এবং আমেরিকার মন্দার কারণে তাদের বাজারে আমাদের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য তৈরি পোশাকের চাহিদা কমে যেতে পারে। কমতে পারে আমাদের রপ্তানি আয়- এমন শঙ্কা এবং বছর শেষে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কম হবে বলে পূর্বাভাস অনেকে দিয়েছিলেন।

এ রকম পরিস্থিতিতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করতে হবে। অথচ খরচ করা যাবে না একেবারেই। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। রাশিয়া তার তেল আমাদের কাছে সরাসরি বিক্রি করতে চায় অনেক কম মূল্যে। এ সুযোগ আমাদের নিতে হবে। ডলার সাশ্রয় করতে হবে। রাশিয়া চায় তাদের কিংবা চীনের মুদ্রায় দাম পরিশোধ। সেটা আমাদের জন্য লাভজনক। তেলের দাম এবং আমেরিকায় সুদের হার বৃদ্ধির কারণে সব আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিপরীতে ডলারের দাম এখন তুঙ্গে। টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশ। ইউরোর দাম এখন ডলারের নিচে নেমে গেছে। ইউরো চালু হওয়ার পর থেকে বেশিরভাগ সময় ১ ইউরোর দাম ছিল ১ দশমিক ২ ডলারের কাছাকাছি। রপ্তানির চেয়ে বেশি আমদানির দেশ হওয়ায় এবং দামের বাড়তি ডলারের কারণে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রায় খরচ বেড়ে গেছে আরও বেশি। এখন আমরা যদি ডলার এড়িয়ে আমদানির দাম পরিশোধ করতে পারি, তবে আমাদের সাশ্রয় হবে অনেক। পৃথিবীর অনেক দেশ বৈদেশিক বাণিজ্য করে নিজ মুদ্রায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অনেক দেশ, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান। আমরা

কেন তা করব না? এই সাশ্রয় করতে পারলে আমাদের এখানে মুদ্রাস্টফীতি যতখানি বেড়েছে তার অনেকখানি দূর করা যাবে। সাধারণ মানুষের জীবনে ফিওে আসবে স্বাচ্ছন্দ্য।

আমরা সবচেয়ে বেশি আমদানি করি চীন থেকে (মোট আমদানির ২৬ শতাংশ), তারপর ভারত (১৫ শতাংশ)। এ দুই দেশে আমাদের রপ্তানি হয় মোট রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ করে। এদের সঙ্গে বাণিজ্যে আমাদের অনেক বড় ঘাটতি। এদের সঙ্গে যদি আমরা নিজ নিজ মুদ্রায় বাণিজ্য করি, তবে তাদের কাছ থেকে আমদানির দায় মেটাতে আমাদের কাছে যথেষ্ট চীনা এবং ভারতীয় মুদ্রা থাকবে না। অন্য কথায়, রপ্তানি করে তাদের কাছ থেকে যা পাব তা দিয়ে তাদের সব দায় মেটাতে পারব না। ঘাটতি পড়বে। সেই ঘাটতি মেটানো যাবে ইউরোপ আর আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া পাউন্ড, ইউরো আর ডলার দিয়ে। এ ছাড়াও আমরা প্রবাসীদের কাছ থেকে ডলার পেয়ে থাকি। এগুলো দিয়ে রুপি আর রেনমিনবি কিনে তা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে ঘাটতিটুকু। সবটা লাগবেও না। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি সামান্যই। তাদের সঙ্গে টাকা ও রুবলে লেনদেন করে ঘাটতিটুকু ডলার দিয়ে রুবল বা চীনা মুদ্রা কিনে তা দিয়ে পূরণ করে দেওয়া যাবে।

রাশিয়া থেকে তেল কেনা শুরু হলে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রকট হবে। তবে রাশিয়ার তেল বিক্রির প্রস্তাবের সঙ্গেই সে ঘাটতি দূর করার কৌশল রয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে তাদের লেনদেন বন্ধ। ফলে তারা অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস পাচ্ছে না। তাদের এই অভাব দূর করতে এগিয়ে গেছে চীন আর ভারত। আমাদেরও সে সুযোগ রয়েছে। আমাদের তৈরি পোশাক, ওষুধ এবং কৃষিজাত পণ্যের বেশ চাহিদা রয়েছে তাদের দেশে। সম্প্রতি চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের সময়ে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ আরও বাড়িয়ে ৯৮ শতাংশ করে দিয়ে গেছে। ভারতও দিচ্ছে একই রকমের সুযোগ। আমাদের রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ করার এখনই সময়। চীন, ভারত, রাশিয়া সেই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং এশিয়ান দেশগুলোয় রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ আমাদের এখন অনেক বেশি। রাশিয়া হতে পারে আমাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ। সরকার এবং রপ্তানিকারকরা আরেকটু বেশি পরিশ্রম করে তাদের বাজারে রপ্তানি বাড়াতে পারলে পশ্চিমাদের ওপর থেকে আমাদের বাণিজ্যনির্ভরতা কমে যাবে। মনে রাখতে হবে, আমেরিকা এখন ডুবন্ত সূর্যের দেশ। নতুন সূর্য উঠছে চীন সাগর থেকে।

অনেক বছর ধরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বেড়েছে। চলতি সংকট কেটে গেলে আগামীতে আরও বাড়বে। আমাদের রিজার্ভের বেশিরভাগ থাকে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। আমেরিকা বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য সহযোগী নয়। তারা বিভিন্ন দেশের ওপর মাস্তানি করে। কথায় কথায় স্যাংশন দেয়; তাদের কাছে জমা রাখা ডলার ফ্রিজ করে দেয়। বিশ্বাসের ওপর ভর করে তাদের কাছে আমাদের সব সঞ্চয় গচ্ছিত রাখা ঠিক হচ্ছে না। ধীরে ধীরে সেখান থেকে ডলার তুলে যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, চীন, রাশিয়া এবং ভারতের কাছে আমাদের সঞ্চয় রাখা যেতে পারে। আমেরিকার কাছেও কিছু রাখতে হবে। এতে এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখার ঝুঁকি কমবে। আমাদের সঞ্চয় হবে নিরাপদ। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা এখনই যুগোপযোগী করে তোলার সময়। সময় গেলে সাধন হয় না।

লেখক: চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট

রাষ্ট্র মেরামতের প্রস্তাব নিয়ে বিএনপি জনগণের মত চায়

রুমিন ফারহানা

'যেকোনো প্রকারে ক্ষমতায় থাকতে হবে, যেকোনোভাবে ক্ষমতায় আসতে হবে'–এ মন্ত্রে উজ্জীবিত সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে ঠিক কী আচরণ করতে পারে, সে ব্যাপারে একটা ধারণা সবারই কমবেশি ছিল। ২০১৪ সালের পর থেকে প্রায় এক দশক জবরদস্তিমূলকভাবে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ক্ষমতাসীনেরা কী করেছে, তা দেখেছে দেশের মানুষ।

বিরোধী দলের ওপর ভয়াবহ দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের কথা যদি এক পাশে সরিয়েও রাখি, ভিন্নমতের মানুষের ওপর কখনো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো কালাকানুন, আবার কখনো গুম, বিনা বিচারে হত্যার মতো অস্ত্র ব্যবহার করে ভিন্নমতকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে সরকার। গত কয়েক মাসে জেলা-উপজেলার পর বিভাগীয় গণসমাবেশগুলোয় ক্ষমতাসীনদের আচরণ একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছে, আগের দুবারের চেয়ে ন্যূনতম ভিন্ন কিছু হতে যাচ্ছে না সামনে–আবারও 'যেকোনো মূল্যে' ক্ষমতায় থাকতে চাইছে ক্ষমতাসীনেরা।

জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে একটা রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে, সেটা একেবারেই নির্ধারিত। বিশ্বব্যাপী দীর্ঘ সময়ের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিবর্তন আমাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়, জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া ক্ষমতায় থাকার মানেই হচ্ছে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাসীনদের হাতে রাষ্ট্রকাঠামোর ধ্বংস। কোনো রাষ্ট্রে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ন্যূনতম কার্যকর থাকলে, রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করলে কর্তৃত্বপরায়ণ সরকার টিকে থাকতে পারে না। তাই যে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে যেনতেন প্রকারে জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া ক্ষমতায় থাকার, তার প্রধান কাজ হয়ে উঠবে রাষ্ট্রের কাঠামোটিকে ভেঙে ফেলা। এ ছাড়া তার হাতে আর কোনো উপায়ও নেই।

দীর্ঘকালীন গণতান্ত্রিক চর্চার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একটা রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হলে ক্ষমতার পৃথক্ করণ নিশ্চিত করতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ (প্রশাসন, আইন ও বিচার) তাদের সংবিধানিক এবং আইনি চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীন এবং পৃথকভাবে কাজ করবে। এর বাইরেও থাকবে অনেক সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যেগুলো নাগরিকদের অধিকার এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই, সংবিধান ও আইনে যথেষ্টভাবে নাগরিকদের অধিকারের বিষয়গুলো লিখিত থাকলেও সেটা দিন শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে না। বাংলাদেশের সংবিধানের অন্তর্নিহিত ত্রুটি একই রকম থাকার পরও এই দেশে আসা সব সরকার জনগণের অধিকার একই রকমভাবে এবং একই পরিমাণে হরণ করেনি। কিন্তু এ কথা একেবারে অনস্বীকার্য যে আমাদের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপায়ণে, রাষ্ট্র মেরামতের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ও আইনি সংস্কারের এই পদক্ষেপগুলো লাগবেই। বিশেষ করে গত দুটি মেয়াদ জবরদস্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার পথে আওয়ামী লীগ এই পুরো রাষ্ট্রকাঠামোকে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যে, এর মেরামত ছাড়া আমাদের পক্ষে এক পা সামনে এগোনো আর সম্ভব নয়।

ইতিহাস সাক্ষী এবারই প্রথম নয়, রাষ্ট্র মেরামতের এই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল আরও একবার। ১৯৭২-৭৫ সালে আওয়ামী লীগ শাসন আমলে যখন সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতির হাতে; সব দল বিলুপ্ত করে যখন দেশে কার্যত একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়েছিল। অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানটিই প্রণীত হয়েছিল এমনভাবে যে সেটি কার্যত এক ব্যক্তির হাতেই সব ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল।

এরপর চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করে তো রাষ্ট্রকে আর গণতান্ত্রিকই রাখা হয়নি। তারপর নানান চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে অনেক সংশোধনীর পর সংবিধান সর্বশেষ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে এক ব্যক্তির ওপর ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন তো আছেই, একই সঙ্গে সংবিধান এখন নানা রকম স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ। স্ববিরোধিতাগুলো দূর করতে হবে। স্ববিরোধিতা দূর করাই যথেষ্ট নয়, রাষ্ট্রকে সত্যিকারভাবে গণতান্ত্রিক করে তোলার জন্য এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন কমাতে হবে। সেই লক্ষ্যে একদিকে যেমন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে, তেমনি ক্ষমতার পৃথক্ করণ নিশ্চিত এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতাবান ও কার্যকর করতে হবে। এই সবকিছু মাথায় রেখেই বিএনপি জনগণের সামনে তার রাষ্ট্র মেরামতের কর্মসূচি হাজির করেছে। বলা হয়েছে, 'শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঘোষিত "১৯ দফা" এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত বিএনপির "ভিশন-২০৩০"-এর আলোকে এই রূপরেখা প্রস্তুত করা হইয়াছে।' কিন্তু অতীতে বলা হলেও এবার একেবারে শুধু রাষ্ট্র মেরামতের প্রস্তাবনা হিসেবে বিষয়গুলোকে হাজির করাই প্রমাণ করে বিএনপি রাষ্ট্র মেরামতকে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সমাজে আলোচনা চলেছে সংসদকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করে এটিকে আইন প্রণয়নের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার কথা। আলোচনা হয়েছে অধস্তন আদালতকে পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের অধীন দেওয়া এবং বিচার বিভাগের সত্যিকারের স্বাধীনতা নিশ্চিতে বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপনের কথা। কথা হয়েছে সংবিধানের আলোকে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ আইন নিয়েও, যেমন কথা হয়েছে উচ্চ আদালতের স্বাধীনতা নিশ্চিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের প্রয়োজনীয়তার কথা। রাষ্ট্রের দুই অঙ্গ–আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন করে তোলার ক্ষেত্রে বিএনপি এই দুই ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সব সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এ ছাড়া প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রের সব অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে আরও প্রয়োজনীয় সব সাংবিধানিক সংস্কার নিশ্চিত করবে।

দীর্ঘ মেয়াদে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সঠিক করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন আইনসহ প্রয়োজনীয় সব সংস্কারের কথা বিএনপি বলেছে। তবে এই নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। তাই আগামী জাতীয় নির্বাচনটি হতেই হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। বর্তমান সংবিধানে যেহেতু এমন কোনো সরকারব্যবস্থা নেই, তাই এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তর্ক সাপেক্ষে এই মুহূর্তের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেরামত এটি। জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে একটি সরকার জোর করে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকালে জঞ্জাল জমতে থাকে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ক্ষমতায় থাকার অস্ত্র হিসেবে সরকারটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে জনপ্রশাসন এবং পুলিশকে। বর্তমান সরকারটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে আমূল পাল্টে গেছে সংবিধানে বর্ণিত তাদের 'প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী' চরিত্রটি। এমন একটি প্রশাসন দিয়ে নাগরিকদের সেবা দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রেও প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ইতিহাস সাক্ষী এবারই প্রথম নয়, রাষ্ট্র মেরামতের এই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল আরও একবার। ১৯৭২-৭৫ সালে আওয়ামী লীগ শাসন আমলে যখন সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতির হাতে; সব দল বিলুপ্ত করে যখন দেশে কার্যত একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়েছিল। অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানটিই প্রণীত হয়েছিল এমনভাবে যে সেটি কার্যত এক ব্যক্তির হাতেই সব ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল।

গত দেড় দশকে দেশে সুশাসনের অভাবের ফলে দুর্নীতি আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেঁকে বসেছে। এখন দুর্নীতি হাজার কোটি টাকার নিচে আর হয় না। বিশেষ করে ব্যাংকিং খাত, বিদ্যুৎ আর মেগা প্রকল্পগুলোয় হয়েছে নজিরবিহীন দুর্নীতি। শ্বেতপত্র প্রকাশ করা এবং শ্বেতপত্রে চিহ্নিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে এই রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায় দুর্নীতিবিরোধী বার্তা দেওয়া ছাড়া কোনোভাবেই বাংলাদেশ এগোতে পারবে না। বিএনপি সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছে। দীর্ঘকালীন কর্তৃত্বপরায়ণ অপশাসনের কারণে আর সব সংকটের সঙ্গে খুব বড় সংকট হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এসব ক্ষেত্রেও কাজ করার পূর্ণাঙ্গ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিএনপি। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যার বিচার নিশ্চিত করা এবং এগুলো বন্ধ করাসহ সব নিপীড়নমূলক আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মিডিয়া কমিশন তৈরির মাধ্যমে মিডিয়াকে সত্যিকার অর্থে জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে বলেও ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। একটা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিশ্চিত করলে নিশ্চয়ই খুব বড় কাজ হয়, কিন্তু নাগরিকদের জন্য সেটাই সবকিছু করে দেয় না। নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য একটা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দর্শনও অতি জরুরি বিষয়। আমেরিকা আর ইউরোপ–দুটিতেই আছে অসাধারণ গণতন্ত্র। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক দর্শনের ভিন্নতার কারণে নাগরিকদের ভালো থাকার ক্ষেত্রে বড় ধরনের তারতম্য আছে এ দুটির মধ্যে। সে কারণেই অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন গঠন করার মাধ্যমে এই রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভিত্তিক সংস্কার নিশ্চিত করবে বিএনপি। স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অনেক ক্ষেত্রে বিএনপির এমন প্রতিশ্রুতি আছে যেগুলোর মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষগুলোর কাছে দেশের উন্নয়নের সুফল পৌঁছানো নিশ্চিত করা হবে।

এ ছাড়া প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রের সব অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে আরও প্রয়োজনীয় সব সাংবিধানিক সংস্কার নিশ্চিত করবে। দীর্ঘ মেয়াদে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সঠিক করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন আইনসহ প্রয়োজনীয় সব সংস্কারের কথা বিএনপি বলেছে।

ইতিহাস সাক্ষী, বিএনপিই একমাত্র দল, যারা দেশের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে নিজের ক্ষমতাকে খর্ব করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেনি। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে নিম্ন থেকে উচ্চ–সব আদালতের বিচারক অপসারণের ক্ষমতা যখন রাষ্ট্রপতির একার হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল, তখন বিএনপি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য গঠন করে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আর নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগ, বদলি, অপসারণের জন্য বিধান করে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শের শর্ত। বিএনপি চাইলে এই পরিবর্তন না-ও আনতে পারত এবং পূর্ববর্তী সরকারের করে যাওয়া সংশোধনীর দায়ও তার ছিল না।

এবারও সংস্কার প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা বলে বিএনপি মূলত প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরার কথাই বলছে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুসমন্বয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বলা হয়েছে, পরপর দুই টার্মের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। নিজের হাতকে এভাবে শৃঙ্খলিত করার নজির অতীতের মতোই আবারও সৃষ্টি করল বিএনপি।

এ ঘোষণায় বিএনপি দাবি করেনি, এটি একটি নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা। বিএনপি প্রস্তাবনাটি জনপরিসরে কেবল প্রকাশ করেছে। ঘোষণাতেই বিএনপি চেয়েছে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এ ব্যাপারে তাদের মতামত জানাক। সেই মতামতের ভিত্তিতে যেকোনো রকম যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণে প্রস্তুত আছে বিএনপি। সব ধর্ম-বর্ণ-দল-শ্রেণি-পেশানির্বিশেষে রাষ্ট্রের সব নাগরিককে বিএনপি এক সূত্রে গাঁথতে চায়। দেশের অবাঙালিদের ওপরও বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এটা কখনো সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বের পরিচয়বাদী রাজনীতির অস্থির সময় শুরুর প্রেক্ষাপটে এই সংকট থেকে আমাদের খুব দ্রুত মুক্ত হতেই হবে। তাই বিএনপি যৌক্তিকভাবেই চায় সব মানুষকে একত্র করে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের' ছাতার নিচে এনে সবার জন্য সম্মানজনক একটি 'রেইনবো নেশন' প্রতিষ্ঠা করা...'যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে'। (সংবিধানের প্রস্তাবনার তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত)।

লেখক: বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ও হুইপ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

কূটনৈতিক শিষ্টাচার যেন ভুলে না যাই

হাসান ফেরদৌস

হঠাৎ করেই যেন বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি অনভিপ্রেত কূটনৈতিক বিতণ্ডা শুরু হয়েছে। ঘটনার শুরু রাজধানীতে বিরোধী দলের এক নিখোঁজ নেতার বাসভবনে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সৌজন্য সাক্ষাৎকার থেকে। সে সময় কূটনৈতিক নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করে সরকারদলীয় সমর্থনপুষ্ট কিছু ব্যক্তি এই সাক্ষাতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্বেগ জানাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাস থেকে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতেও সে কথা জানানো হয়। পরে ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টের উচ্চপর্যায় থেকে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের গোচরে আনা হয়।

বিষয়টি এ পর্যন্ত থাকলে এই বিতণ্ডা পুকুরে নুড়ি ছোড়া ভিন্ন অন্য কিছুই হতো না। কিন্তু সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও দলীয় কর্মকর্তারা বিষয়টিকে একটি রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত করেন। তাঁরা অভিযোগ তোলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। দু-একজন নেতা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। এই দুই দেশের সম্পর্কে চিড় ধরেছে এই অনুমান থেকে ঢাকার রুশ দূতাবাস বিষয়টিতে নাক গলানোর চেষ্টা করে। তারা এক লম্বা বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপকে আধিপত্যবাদী বৈশ্বিক রাজনীতির প্রকাশ বলে অভিযোগ করে। তারা জানায়, বাংলাদেশসহ অন্য যেকোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে রাশিয়া বদ্ধপরিকর। এই প্রতিশ্রুতি এমন এক সময়ে দেওয়া হয়, যখন মস্কো প্রতিবেশী ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধে লিপ্ত ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে সরাসরি যুক্ত। একই সময় ক্রেমলিন সমর্থিত ভাগনার কোম্পানির ভাড়াটে সৈন্যরা আফ্রিকার একাধিক দেশে ভয়াবহ তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে।

মাত্র কয়েক মাস আগেই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের কূটনৈতিক সম্পর্কের অর্ধশতক উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষে দুই দেশই তাদের বিদ্যমান সম্পর্কের ব্যাপারে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এক বিবৃতিতে এমন কথাও বলেন, পরবর্তী ৫০ বছর বা তারপরও এই দুই দেশের চলতি সৌহার্দ্য অব্যাহত থাকবে।

নিরাপত্তা প্রশ্নে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তাতে অবশ্যই উদ্বিগ্ন হতে হয়। এই প্রথম যে আমেরিকান কূটনীতিকেরা আক্রান্ত হলেন, তা-ও নয়। ২০১৮ সালে রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়ি হামলার মুখে পড়েছিল। স্মরণ রাখা ভালো, কর্মরত কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উভয় দেশই ১৯৬১ সালে ভিয়েনা চুক্তির মাধ্যমে দায়বদ্ধ। আমেরিকান কূটনীতিকেরা যেমন ঢাকায় ও অন্যান্য শহরে রয়েছেন, তেমনি বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা রয়েছেন ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

তাহলে হঠাৎ কী হলো? বিষয়টি মোটেই রিপলির ধাঁধার মতো নয়। বাংলাদেশে নির্বাচন এগিয়ে আসছে, দেশের ভেতরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে, সহিংসতার লক্ষণ জেগে উঠছে। যুক্তরাষ্ট্র অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে বহুপক্ষীয় গণতন্ত্র ও স্বচ্ছ নির্বাচনের কথা বলে আসছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে নির্বাচনী কার্যকলাপের নিরাপদ জায়গা পায়, সে কথা স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে একাধিকবার বলা হয়েছে। বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের ভালো লাগেনি।

অবস্থার অবনতি ঘটে অবশ্য আরও আগে, গত বছর ডিসেম্বরে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নিয়োজিত র‍্যাবের একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অর্থনৈতিক ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। প্রায় একই সময়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন কর্তৃক আয়োজিত 'গণতন্ত্র শীর্ষ বৈঠকে' বাংলাদেশকে আমন্ত্রিত দেশের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। উভয় ঘটনাই ছিল বাংলাদেশের জন্য গভীরভাবে বিব্রতকর ও অপমানজনক। র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ একাধিকবার ওয়াশিংটনের সঙ্গে দেনদরবার করে। এ বছর জানুয়ারীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন নিজে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে এক চিঠিতে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান।

বিষয়টি যে বাংলাদেশের জন্য কত বিব্রতকর, তা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমেরিকান সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এ নিয়ে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি বেসরকারি লবিং ফার্মের নিয়োগ দেয়। সরকারের পক্ষ থেকেই জানানো হয়, বাংলাদেশী কূটনীতিকদের পক্ষে তাঁদের কাজের চাপে আমেরিকান কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। সে জন্য মাসিক ২০ হাজার ডলারের বিনিময়ে এ লবিং ফার্ম।

এ বছরের ডিসেম্বরের ঘটনার সঙ্গে গত বছরের ডিসেম্বরের ঘটনার যে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে, সে কথা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বহুপক্ষীয় গণতন্ত্রের বিকাশ চায়। এটি তাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম স্তম্ভ। অন্য দুটি স্তম্ভ হলো মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা। সত্যি সত্যি তারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সম্প্রসারণ চাক বা না চাক, মুখে এ কথা তারা হাজারোবার বলেছে। কিন্তু কথা আর কাজ তো এক নয়। এক হলে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসন প্রশ্নে তাদের অবস্থা ভিন্ন হতো। সৌদি বা অন্যান্য উপসাগরীয় দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমরা ভিন্ন ভূমিকা দেখতাম।

উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুগেলম্যানও মনে করেন, মানবাধিকার বা গণতন্ত্র প্রশ্নে ওয়াশিংটনের উদ্বেগ একটি রুটিন ব্যাপার মাত্র। (অন্য কথায়, বাত-কা-বাত)। গত বছর ফরেইন পলিসি পত্রিকায় এক লম্বা প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, বাইডেন প্রশাসন গণতন্ত্র সম্প্রসারণ তাদের বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। তারা র‍্যাবের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পিছু হাঁটা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন। ফলে সমালোচনার পাশাপাশি র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে সবার বেলায় শতভাগ ঘোষিত নীতি মেনে এই সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তা নয়। যাদের সে নিজের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, ওয়াশিংটন তাদের ব্যাপারে রয়েসয়ে এগোয়।

প্রকৃতপক্ষে, মুখে বা সরকারি ভাষ্যে যে কথাই বলা হোক, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলতি সম্পর্ক চমৎকার। অধিকাংশ প্রশ্নেই তাদের ভালো বোঝাপড়া রয়েছে। চীনের পরই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক পার্টনার। দুই দেশই এ সম্পর্ক বাড়াতে আগ্রহী। সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে এ দুই দেশ কয়েক বছর ধরে কৌশলগত সম্পর্ক নির্মাণ করে চলেছে, সেই লক্ষ্যে বছর বছর 'অংশীদারত্বের সংলাপ' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ দমন ছাড়া 'চীন ঠেকাও' সেটিও এ কৌশলগত সম্পর্কের একটি প্রধান লক্ষ্য।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন নিজেও বলেছেন, টানাপোড়েন সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক চমৎকার। প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, এ বছরও দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৬ বার বৈঠক হয়েছে। র‍্যাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তিনি সেটাও ইতিবাচক নজরে দেখেছেন। ঢাকায় এক সেমিনার শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো বলেই তারা পরামর্শ দেয়। এটা ভালো, এতে আতঙ্কের বা শঙ্কার কোনো কারণ নেই।' অন্য কথায়, নাথিং টু ওয়ারি।

তবে নিরাপত্তা প্রশ্নে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তাতে অবশ্যই উদ্বিগ্ন হতে হয়। এই প্রথম যে আমেরিকান কূটনীতিকেরা আক্রান্ত হলেন, তা-ও নয়। ২০১৮ সালে রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়ি হামলার মুখে পড়েছিল। স্মরণ রাখা ভালো, কর্মরত কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উভয় দেশই ১৯৬১ সালে ভিয়েনা চুক্তির মাধ্যমে দায়বদ্ধ। আমেরিকান কূটনীতিকেরা যেমন ঢাকায় ও অন্যান্য শহরে রয়েছেন, তেমনি বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা রয়েছেন ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তা ছাড়া এ দেশে রয়েছে ১০ লাখের মতো অভিবাসী বাংলাদেশি। অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও এ দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের যেকোনো অবনতি তাঁদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। মনে রাখা ভালো, এ দেশে এশীয়দের বিরুদ্ধে 'হেইট ক্রাইম' বাড়ছে। ঢাকায় যদি রাজনৈতিক মদদে আমেরিকান কূটনীতিকেরা হেনস্তার সম্মুখীন হন, তাহলে ঘৃণা-অপরাধে উৎসাহী ব্যক্তিরা এ দেশে চাঙা হবেন। এর প্রভাব আমাদের দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কেও পড়তে পারে।

কূটনৈতিক শিষ্টাচার যেকোনো দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিপক্বতার প্রমাণ। বেফাঁস কথা বলে বা রাজনৈতিক সমর্থকদের উসকে দিয়ে আশু প্রয়োজন মেটাতে বিদেশি কূটনীতিকদের হেনস্তা করা যায় বৈকি, কিন্তু তার জের দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

ফুরিয়ে যাচ্ছে তেল ধেয়ে আসছে বিপর্যয়

আফতাব চৌধুরী

বিশ্বজুড়ে তারা জিসিসি নামে পরিচিত। যার পূর্ণরূপ হচ্ছে উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা। এসব ধনী তেল সমৃদ্ধ দেশের যথোচিত সংক্ষিপ্ত নাম হতে পারে এটিএম। ১৯৭০ দশক থেকে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে তারা নিজেদের সম্পদের বিস্তার ঘটিয়েছে, বন্ধু বানিয়েছে, প্রভাব ছড়িয়েছে আর সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান না করে তা জিইয়ে রেখেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গত মাসে ঘোষণা করা শান্তি পরিকল্পনায় সেই তেল সম্পদের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এতে অনকেটা নির্লিপ্তভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, প্রস্তাবিত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে পাঁচ হাজার কোটি ডলার সহায়তা আসবে আরব দেশগুলো থেকে।

উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভা-ার অবারিত রাখতেই ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর একীভূতকরণ পরিকল্পনা আটকে রেখেছে হোয়াইট হাউস। এসব দেশের ওপর কেবল ট্রাম্পই নির্ভর করছেন, বিষয়টি ঠিক এমন নয়। মানবিক বিপর্যয় থেকে গাজা উপত্যকা রক্ষায় ও সর্বাত্মক যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে কাতারের সুকেসভর্তি নগদ অর্থের ওপর নির্ভরশীল হামাস ও ইজরায়েল। আব্দুল ফাত্তাহ আল-সিসি সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর মিশরের অর্থনীতিক পতন থেকে রক্ষায় দুই হাজার ৩০০ কোটি ডলার উপসাগরীয় অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। লেবাননও তাদের প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর অর্থনৈতিক শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সম্প্রতি তারা বড় ধরনের অর্থনৈতিক ছাড় পাওয়ার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে তেল অর্থের গুরুত্ব বোঝাতেই এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল গত সপ্তাহে বলেছে, আরবের সবচেয়ে বড় এটিএমের অর্থ ফুরিয়ে যাচ্ছে। তেলের অর্থের ওপর নির্ভরশীলতা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। যদি তেলের মুল্য বর্তমান অবস্থায়ও বহাল থাকে, তবে আরবদের জমা হওয়া দুই লাখ কোটি ডলার শেষ হয়ে যাবে মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে। এক ব্যারেল তেলের দাম ১০০ ডলার হলেও ২০৫১ সালের মধ্যে এই অর্থ ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু তেলের দরপতন ২০ ডলার করে হলে, ২০২৭ সালের মধ্যে তাদের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। বিশ্ব তেল বাজারে বাস্তবিকভাবে যা ঘটছে, তাতে পরিস্থিতি দ্রুতই বদলে যাচ্ছে। অপরদিকে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, নতুন জীবাশ্ম জ্বালানির উৎস তৈরি করছে। যার মধ্যে আমেরকিান পাথুরে তেলের কথা উল্লেখযোগ্য।

এদিকে জলবায়ু পরিবর্তন জীবাশ্ম জ্বালানিকে নবায়ন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অতীতের চেয়ে কম পেট্রোলিয়াম নির্ভরশীল হয়ে গেছে। ফলে বৈশ্বিক তেলে চাহিদা ২০৪১ সালে সর্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে ঠেকবে। এমনকি, তার আগে অতীতের চেয়ে চাহিদা খুবই ধীর গতিতে বাড়বে। আর মূল্য ব্যারেল প্রতি একশো ডলারের বেশি বেড়ে যাওয়াটা একবোরেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে তখন

কিন্তু অচিরেই তেলের মূল্য দিয়ে আর বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। কাজেই তেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে শুরু করেছে তারা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন-২০৩০ পরিকল্পনা। এত অর্থনীতিকে তিনি উচ্চ-প্রযুক্তি, পর্যটন ও অন্যান্য কারখানা নির্ভর করে তোলার পরিকল্পনা করেছেন। যদি তিনি সফল হয়ে যান, তবুও

হতাশার জন্য এটাই যথেষ্ট। কিন্তু দরিদ্র উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর সেই প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যজুড়েই বিস্তৃতি ঘটেছিল। সামরিক শক্তির চেয়ে উপসাগরীয় অর্থনীতি আরও বড় অনিশ্চয়তায়। ইরানের আঞ্চলিক উচ্চাকঙ্ক্ষা ঠেকাতে এসব দেশকে বিশাল সামরিক শক্তি অর্জন করতে হয়েছে। এভাবে জর্ডান ও তিউ-নিশিয়ার মতো অর্থনৈতিক পর্যুদস্ত দেশগুলোকে টিকিয়ে রাখতে উপসাগরীয় অর্থপ্রবাহ সচল রাখতে হয়েছে।

একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, জিসিসি দেশগুলোর নতুন তেল জমানায় রাজস্ব প্রভাবের প্রতিই বেশি আগ্রহী আইএমআফে। সংক্ষেপে বললে, উপসাগরীয় দেশগুলোর নাগরিকদের নৈমিত্তিক জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে যদিও এখনও তারা একটি করমুক্ত সহজ জীবন-যাপন করতে পারছেন। বিশাল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের চাকরির নিশ্চয়তা রয়েছে। এছাড়াও চমৎকার সব অবকাঠামেরা কথা নাই- বলা হল।

সৌদি নাগরিকরা যে ধরনের জীবনধারণে অভ্যস্ত, সেই খরচ পূরণে তা সম্ভব হবে না। আইএমএফ সে দিকেরই আভাস দিয়েছে। জিসিসি সরকারগুলো যে হাইড্রোকার্বন জিডিপি উৎপাদন করছে, সেখান থেকে প্রতি এক ডলারে আশি সেন্ট পাচ্ছে তারা। আর তাদের বাকি অর্থনীতি থেকে ডলারের ১০ সেন্ট আসছে। কাজেই এই ব্যবধান দূর করতে নিবৃত্তিমূলক পর্যায়ে গিয়ে তাদের কর বাড়াতে হবে , অথবা খরচ মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিতে হবে।

ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আইএমএফের হুঁশিয়ারী, তাদের জমাকুত সঞ্চয় ফুরিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে ব্যাপক খরচ কমিয়ে দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিয়েছে আইএসএফ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সংকট আরও ব্যাপকভাবে ধেয়ে আসছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের বি-লাসিতা ধেকে মধ্য আয়ের পরিশীলিত মলিন জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার সময়টা খুব সহজেই পার করতে পারবে বলে নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। রাজতান্ত্রিক সরকারের ওপর ভিত্তি করে অংশত উপসাগরীয় দেশগুলোর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল। এছাড়া, অর্থনৈতিক পসারের ওপরও নির্ভরশীরতার বিষয়টি রয়েছে তাদের। যখন আরব বসন্ত শুরু হয়েছিল, তখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো তাদের কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য কল্যালমূলক পদক্ষেপ বাড়িয়ে দিয়েছিল মারত্মাকভাবে। পরবর্তী সময়ে তা কোনো বাস্তবিক বিকল্প হিসাবে প্রমাণিত হয়নি।

হতাশার জন্য এটাই যথেষ্ট। কিন্তু দরিদ্র উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর সেই প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যজুড়েই বিস্তৃতি ঘটেছিল। সামরিক শক্তির চেয়ে উপসাগরীয় অর্থনীতি আরও বড় অনিশ্চয়তায়। ইরানের আঞ্চলিক উচ্চাকঙ্ক্ষা ঠেকাতে এসব দেশকে বিশাল সামরিক শক্তি অর্জন করতে হয়েছে। এভাবে জর্ডান ও তিউনিশিয়ার মতো অর্থনৈতিক পর্যুদস্ত দেশগুলোকে টিকিয়ে রাখতে উপসাগরীয় অর্থপ্রবাহ সচল রাখতে হয়েছে। অঞ্চলটি কেবল একটি প্রকা- এটিএমই নয়, আরব বিশ্বেও একটি বড় কর্মসংস্থান সংস্থাও বলা যায় তাকে। তারা আড়াই কোটি মিশরীয়, লেবানিজ ও ফিলিস্তিনকে চাকরির জোগান দিয়েছে। কারণ এসব আরবের নিজ দেশে কর্মসংস্থান অভাব রয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের ভূমিকা বিশাল ও ব্যাপক। এ ছাড়া এতে বেকারত্ব থেকে তৈরি রাজনৈতিক ঝুঁকিও কমে যায়। কিন্তু জিসিসি দেশগুলোর অর্থীনীতি কঠিন হয়ে পড়েছে। কর্মক্ষেত্রে স্থানীয়দের যুক্ত করতে তারা ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসীদের কর্মসংস্থান এখন নির্মম ঝুঁকিতে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যকে চিরায়ত নৈরাজ্যিক মনে হলেও আরও দশটি বছর অপেক্ষা করুন, তখন তাদের অর্থ কমে যাবে, সমান্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে খুব কম কর্মসংস্থান থাকবে। সে হিসাবে বলাই যায় যে, চরম বিপর্যয় ধেয়ে আসছে।

সাংবাদিক-কলামিস্ট। ২৫.১২.২২

শ্রীলঙ্কায় পাবলিক ক্যু, ইমরানের পতন ২ মাসে ৩ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, রানীর বিদায়

(প্রথম পাতার পর)

বর্তমান বছরে (২০২২ সালে) অনেক ঘটনা ঘটে গেছে বিশ্বে। এ বছরটিকে বলা যেতে পারে একটি যুগের ইতি এবং নতুন আরেকটি যুগের শুরু হিসেবে। এসময়ে ভয়াবহ এক যুদ্ধ ফিরেছে ইউরোপে। এসেছে পারমাণবিক হামলা চালানোর হুমকি। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চাপা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পর্কে দেখা দিয়েছে আরও উত্তেজনা। এ বছরেই এ যাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় বৃটেনের সিংহাসনে আসীন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রয়াত হয়েছেন। একটি যুগের অবসান হয়েছে।

বৃটেনে নতুন যুগ শুরু হয়েছে তার ছেলে নতুন রাজা তৃতীয় চার্লসের হাত ধরে। শ্রীলঙ্কায় জনরোষে পালিয়ে যান তখনকার প্রেসিডেন্ট গোটাবাইয়া রাজাপাকসে। পাকিস্তানে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা হারান সাবেক পপ্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সব মিলিয়ে ২০২২ সাল নিয়ে এসেছে অনেক ভালো খবর। আবার খারাপ খবরও।

শ্রীলঙ্কায় পাবলিক ক্যু, প্রেসিডেন্টের পলায়ন, সাম্রাজ্যের পতন

এ বছর বিশ্বরাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ঘটেছে শ্রীলঙ্কায়। তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে সেখানে অর্থনীতির তলা ফুটো হয়ে যায়। সরকারিভাবে দেশ দেউলিয়া হয়ে যায়। জনগণ এর চাপে পড়ে নিষ্পেষিত হতে হতে উঠে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক দলের বাইরে তারা রাজপথ দখলে নেয়। তাদের গণ-উত্থান দেখে ভয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান দোর্দন্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট গোটাবাইয়া রাজাপাকসে। উত্তেজিত জনতা দেখিয়ে দেয়, তারা জেগে উঠলে তাদের কাছে কোনো বাধাই বাধা নয়। তার আগে পদত্যাগ করেন তার বড়ভাই ও প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ রাজাপাকসে। জনতার শক্তির কাছে হেরে যান তারা। জনগণ রাজপ্রাসাদ দখল করে। তছনছ করে। নানা ভঙ্গিতে তার ভেতর পোজ দিয়ে ছবি তোলে। প্রথমদিকে গোটাবাইয়া গভীর সমুদ্রে নৌবাহিনীর একটি নৌযানে আত্মগোপন করেন। সেখান থেকে ফিরে নৌবাহিনীর একটি বিমানে পালিয়ে প্রথমে যান মালদ্বীপে। সেখানেও বিক্ষোভের মুখে তিনি আশ্রয় নেন সিঙ্গাপুরে। তারা তাকে ঠাঁই দেয়নি। পরে তিনি থাইল্যান্ড হয়ে দেশে ফেরেন। তার আগে প্রধানমন্ত্রী রণিল বিক্রমাসিংহেকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেন গোটাবাইয়া রাজাপাকসে। পার্লামেন্টের স্পিকার মাহিন্দ ইয়াপা আবিওয়ার্ডেনে এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, সংবিধানের ৩৭.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রণিল বিক্রমাসিংহেকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেছেন প্রেসিডেন্ট গোটাবাইয়া রাজাপাকসে। কেউ কেউ বলেন, পুরো ঘটনার পেছনে কলকাঠি নেড়েছে সেনাবাহিনী। তারাই গোটাবাইয়াকে দেশ থেকে গোপনে বের করে দিয়েছে। রণিল বিক্রমাসিংহেকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হলেও প্রেসিডেন্ট গোট-াবাইয়ার তরফ থেকে তখনো সরাসরি কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ক'দিন ধরেই প্রেসিডেন্টের সকল বক্তব্য পার্লামেন্টের স্পিকার এবং প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকেই আসছিল। মূলত প্রেসিডেন্ট গোটাবাইয়া রাজাপাকসে শ্রীলঙ্কা ছেড়ে পালানোর পরই অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন প্রধানমন্ত্রী রণিল। জনরোষ উপেক্ষা করেই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের শপথ নেন তিনি। এ নিয়ে রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকে।

রাশিয়ার আগ্রাসনে বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা

এ বছরেই বিশ্ববাসীর সব অনুরোধ, সতর্কতা উপেক্ষা করে ইউক্রেনে আগ্রাসন চালিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এর ফলে মানবাধিকার সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। রাশিয়ার আগ্রাসনে বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা। বেড়েছে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ। এই আগ্রাসনের ফলে লাখ লাখ মানুষ ইউক্রেন ছেড়ে পালিয়েছেন। এরফলে বিশ্বে মানবাধিকার আরও ভয়াবহ অবস্থায় গেছে। শরণার্থী সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিশ্বজুড়ে বর্তমানে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ। এর অর্থ নিজ নিজ দেশে নিষ্পেষণ, সংঘাত ও সহিংসতার ফলে মানুষ দেশ ছাড়ছে। এরসঙ্গে আছেন দেশের ভেতর বাস্তুচ্যুত মানুষ। এই সংখ্যা ধরলে উদ্বাস্তু মিলে মোট সংখ্যা দাঁড়াতে পারে কমপক্ষে ১০ কোটি। ২০২১ সালের তুলনায় এই সংখ্যা এক কোটি ৩০ লাখ বেশি। এই সংখ্যা আবার আয়ারল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার সমান। চলমান সহিংসতায় সিরিয়া, আফগানিস্তান, দক্ষিণ সুদান এবং ইয়েমেনে মানবিক পরিস্থিতি উন্নতির কোনোই লক্ষণ নেই। বিশ্বে মোট শরণার্থীর মধ্যে শুধু সিরিয়ারই এক পঞ্চমাংশ। হাইতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে গ্যাং ভায়োলেন্স। ফলে হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়েছেন। ২০২৩ সালে শুধু কিছু ভালো খবর আসতে পারে ইথিওপিয়া থেকে। নভেম্বরের শুরুতে ইথিওপিয়ার সরকার এবং টাইগ্রিসের নেতারা একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মধ্যদিয়ে দুই বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান হয়।

বৃটেনে ২ মাসে ৩ প্রধানমন্ত্রী, রানীর বিদায়

এ বছরেই বৃটেনের রাজনীতি টালমাটাল হয়ে ওঠে। একসময় এই দেশটি বিশ্বজুড়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। সেই বৃটেনই মাত্র দুই মাসের মধ্যে পেয়েছে ৩ জন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে বরিস জনসন পদত্যাগ করেন। দায়িত্বে আসেন লিজ ট্রাস। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও বিদায় নেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এসেছেন ঋষি সুনাক। এ বছরেই বিশ্ব হারিয়েছে রানী এলিজাবেথকে। তার মৃত্যুতে বিশ্বজুড়ে এক শোকের ছায়া নেমে আসে। পুরো বৃটেন তার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়। তার শোকমিছিলে অংশ নেন বিশ্বের তাবড় নেতারা।

৩ সংকটে বিপর্যস্ত পাকিস্তান

পাকিস্তানকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে তিনটি সংকট। তা হলো– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জলবায়ু বিষয়ক সংকট। এপ্রিলে অনাস্থা ভোটে পার্লামেন্টে ক্ষমতা হারান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তার এই ক্ষমতা হারানোর মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের কোনো প্রধানমন্ত্রীই তাদের নির্ধারিত ক্ষমতার ৫ বছর সম্পন্ন করতে পারেননি। তবে ক্ষমতা হারালেও ইমরান খান অবসরে চলে যাননি। উল্টো তিনি রাজধানী ইসলামাবাদমুখী ধারবাহিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ করতে থাকেন। তার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের পদত্যাগ দাবি করেন। দৃশ্যত প্রতিশোধ নিতে তার বিরুদ্ধে আগস্টে দেশের সন্ত্রাসবিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে সরকার। নভেম্বরে লংমার্চকালে তাকে গুলি করা হয়। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের দায়ী করেন এবং একই সঙ্গে আগাম নির্বাচন চেয়ে বসেন। ইমরান খানের সমর্থকরা যখন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তখন সরকার দেশের ঋণ সংকটের সমাধান খুঁজতে দ্বারস্থ হয় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আইএমএফের। তারা আগস্টে বেইলআউট প্যাকেজ অনুমোদন করে। ওদিকে শুধু চীনের কাছেই পাকিস্তানের ঋণ আছে প্রায় ৩০০০ কোটি ডলার, যা পাকিস্তানের জাতীয় প্রবৃদ্ধির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। ২০২৩ সালে তাদেরকে সার্বিকভাবে প্রায় ২০০ কোটি ডলারের ঋণ শোধ করতে হবে। এ বছরেই ভয়াবহ বন্যা দেশটির এক-তৃতীয়াংশকে প্লাবিত করে। এতে কমপক্ষে ১০ লাখ বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়। তিন সংকটে পাকিস্তানের ২২ কোটি ৫০ লাখ নাগরিক আগামী বছর কঠিন সময়ে পড়বে।

লাতিন আমেরিকায় বামদের উত্থান

লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশ এ বছর বামনীতির দিকে ঝুঁকেছে। ২০১৭ সালে মধ্য ডানপন্থি রাজনীতিকরা লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করছিলেন। কিন্তু ২০১৮ সালে মেক্সিকোতে নির্বাচিত হয়ে আসেন আঁদ্রে ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর। ফলে বাতাস ঘুরে যায়। ২০১৯ সালে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্সি দাবি করে বসেন মধ্য-বামপন্থি প্রার্থী আলবার্তো ফার্নান্দেজ। ২০২০ সালে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সমাজতান্ত্রিক লুইস আরসি। গত বছর সমাজতান্ত্রিক পেদ্রো ক্যাস্টিলো পেরুর প্রেসিডেন্ট হন। আর বামপন্থি গাব্রিয়েল বোরিক হন চিলির প্রেসিডেন্ট। বামপন্থার দিকে এই অগ্রসরতা ২০২২ সালেও অব্যাহত থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সিয়াওমারা ক্যাস্ট্রো হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। সাবেক বিদ্রোহী যোদ্ধা গুস্তাভো পেত্রো কলম্বিয়ার প্রথম বামপন্থি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইতিহাস গড়েন। ডানপন্থি জায়ের বোলসনারোকে পরাজিত করে ব্রাজিলে ক্ষমতায় ফেরেন লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা।

ইরানে বিক্ষোভ

১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপবের পর থেকে ক্ষমতাসীন সরকার ইরানে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জে পড়েছে ২০২২ সালে। এর আগেও বিক্ষোভ হয়েছে। কিন্তু তা এই বিক্ষোভের মতো বিস্তৃতি ঘটাতে পারেনি। বিশেষ করে সেপ্টেম্বরে নৈতিকতা বিষয়ক পুলিশ রাজধানী তেহরানে মাথার চুল না ঢেকে রাখার জন্য মাহশা আমিনি নামে এক যুবতীকে আটক করে। তাদের হেফাজতে থাকাকালে তিনি মারা যান। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার মানুষ এই মৃত্যুর নিন্দা জানিয়ে রাজপথে নেমে পড়েন। তারা নারীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানান। এই বিক্ষোভ দ্রুতই পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে দায়ী করেন ইরানের নেতারা। ডিসেম্বর নাগাদ রাজপথে বিক্ষোভ করা প্রায় ৪৫০ জনকে হত্যা করেছে ইরানের নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা। সরকারও প্রতিবাদ বিক্ষোভকারীদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদন্ড কার্যকর শুরু করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র-চীন উত্তেজনা বৃদ্ধি

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির প্রতিযোগিতা পুরোমাত্রায় আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি প্রকাশ করে এ বছর অক্টোবরে। চীন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে ক্রমাগতভাবে তার দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়ী হওয়ার বাসনার কথা বলা হয়। এতে দক্ষিণ চীন সাগরে বেইজিংয়ের সামরিকীকরণ, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনে চীনের সমর্থন, তাইওয়ানকে চীনের ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জোর দিয়ে তুলে ধরে যুক্তরাষ্ট্র। দুই দেশের মধ্যে কী পরিমাণে উত্তেজনা তা বোঝার জন্য দৃষ্টি ফেরাতে হবে আগস্টে ইউএস কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফরের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিক্রিয়া থেকে। অক্টোবরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারকারী আধা পরিবাহী চিপস এবং প্রযুক্তি পাওয়ার সুবিধা থেকে চীনের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নেয় বাইডেন প্রশাসন। একই সঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে একই রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বন্ধু এবং মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানায় যুক্তরাষ্ট্র। মধ্য নভেম্বরে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে সাক্ষাৎ করেন জো বাইডেন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন-পিং। পারস্পরিক উত্তেজনা প্রশমনে জলবায়ু পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তারা।

ইসরাইলের স্বার্থরক্ষা, ফিলিস্তিনিদের হতাশা

প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ বছরই প্রথম মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই সফরে তিনি ইসরাইল, দখলীকৃত পশ্চিম তীর এবং সৌদি আরব যান। জুলাইয়ে তিনি ইসরাইলের তেল আবিবে অবতরণ করেন। ১৬ জুলাই পর্যন্ত হয় এই সফর। পৌঁছার পর সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত আয়রন ডোম সিস্টেম ও নতুন লেজার বিষয়ক সিস্টেম আয়রন বিম বিষয়ে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তারা তাকে ব্রিফিং করেন। তিনি ইসরাইলি নেতাদের সঙ্গে জেরুজালেমে আলোচনায় দু'দিন সময় ব্যয় করেন। এরপরই তিনি সরাসরি ইসরাইল থেকে সৌদি আরবের জেদ্দায় পৌঁছান। সেখানে সৌদি আরবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং উপসাগরীয় মিত্রদের একটি সামিটে যোগ দেন। তবে এ কথা মনে রাখা উচিত, ইসরাইলের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় না সৌদি আরব। বাইডেনের সফরের আগেই পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে আল-জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহকে গুলি করে হত্যা করে ইসরাইলি সেনারা। এ ঘটনায় বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। শিরিন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক। স্বভাবতই এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সোচ্চার হবে, এমনটাই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জনপ্রিয়
TiME
television
www.timetvusa.com
টাইম টিভিতে চোখ রাখুন
আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী
শুভেচ্ছা
যে কোনো লাইভ অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপনের
জন্য যোগাযোগ করুন
718-753-0086 /646-291-7408

ভয়াবহ হিম-ঝড়ে লন্ডভন্ড যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুল বলেন, বাফেলো নায়াগ্রা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সোমবার সকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এবং শহরের প্রায় প্রতিটি ফায়ার ট্রাক তুষারে আটকা পড়েছে। ফলে শহরের যতই জরুরি যানবাহন থাকুক না কেন, সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

ভয়াবহ তুষারঝড় ও হিমশীতল ঠান্ডায় মেইন রাজ্য থেকে সিয়াটল পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। একটি প্রধান বিদ্যুৎ গ্রিড অপারেটর পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ৬৫ মিলিয়ন মানুষকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিষয় সতর্ক করেছে।

হিম-ঝড়ে লন্ডভন্ড যুক্তরাষ্ট্র

এদিকে আলজাজিরা জানায়, হিম-ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে পড়েছে পুরো যুক্তরাষ্ট্র। ভয়াবহ শীতে অন্তত ১৮ জন মারা গেছে, দেশটির বেশির ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (মাইনাস ৫৫ ডিগ্রি) নেমে গেছে। বড়দিনের প্রেক্ষাপটে এই বৈরী আবহাওয়া ছুটি ও ভ্রমণ পরিকল্পনাতেও বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, ২০ কোটির বেশি লোক কঠিন শীতে জমে যাওয়ার শঙ্কায় রয়েছে। বরফ-শীতল বৃষ্টি ও ভয়াবহ ঠান্ডার মধ্যে মেইন থেকে সিয়াটল পর্যন্ত দেশটির বেশির ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই বৈরী আবহাওয়ায় অন্তত ১৮ জন মারা গেছে। রাস্তাগুলোতে বরফ জমে যাওয়ায় দুর্ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটছে। আবার ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত যেতে পারছে না। শনিবার দুপুর নাগাদ অন্তত এক হাজার ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। শুক্রবার বাতিল করা হয়েছে প্রায় ৫,৭০০ ফ্লাইট, বৃহস্পতিবার সংখ্যাটি ছিল ২,৭০০টি।

অনেক স্থানে ট্রেন যোগাযোগও বন্ধ রয়েছে।

'সাইক্লোন বোমায়' বিপর্যস্ত উত্তর আমেরিকা

অপরদিকে বিবিসি'র খবরেও বলা হয়, উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভয়ংকর শীতকালীন ঝড় আঘাত হানছে। সেই কারণে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার ১০ লাখের বেশি মানুষ বড়দিন কাটাচ্ছে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায়। এই ঝড় এখন একটি সাইক্লোন বোমায় রূপ নিয়েছে। যখন বায়ুমন্ডলের চাপ কমে যায়, তখন এ রকম ঝড় তৈরি হয়। সাইক্লোন বোমার প্রভাবে প্রচন্ড তুষারপাত ও তীব্র ঝোড়ো বাতাস বইতে থাকে। হিমাংকের নিচে নেমে যায় তাপমাত্রা। উত্তর আমেরিকার প্রায় ২৫ কোটি মানুষ এখন এই ঝড়ের কবলে পড়েছে। এ পর্যন্ত এতে অন্তত ১৯ জন মারা গেছে। কানাডার কুইবেক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল বিস্তৃত এলাকায় এখন এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলছে। এই ঝড়ের কারণে বড়দিনের উৎসবের সময় হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। সবচেয়ে তীব্র শীত পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা অঙ্গরাজ্যে, সেখানে তাপমাত্রা নেমে গেছে হিমাংকের ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে।

মিনেসোটা, আইওয়া, উইসকনসিন এবং মিশিগানে সব কিছু সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে। নিউইয়র্ক রাজ্যের বাফেলো শহরে এত বেশি তুষারপাত হচ্ছে যে সেখানে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিমের প্যাসিফিক উপকূলে সিয়াটল আর পোর্টল্যান্ডের মতো শহরে রাস্তায় লোকজন বরফের ওপর স্কেটিং করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব উপকূলের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের উপকূলে বন্যা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহও বিঘ্নিত হচ্ছে। এমনকি দক্ষিণাঞ্চলের ফ্লোরিডা বা জর্জিয়ার মতো যেসব রাজ্যে সাধারণত আবহাওয়া অত চরমভাবাপন্ন নয়, সেখানেও বরফ-জমা শীত পড়বে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটিমাত্র অঞ্চল ক্যালিফোর্নিয়া এই তীব্র শীত থেকে রেহাই পেয়েছে। মহাদেশীয় পর্বতমালা এই রাজ্যটিকে তীব্র শীত থেকে রক্ষা করেছে।

কানাডায় এই আর্কটিক ঝড়ের দাপট সবচেয়ে বেশি যাচ্ছে অন্টারিও এবং কুইবেক প্রদেশের ওপর। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া থেকে শুরু করে নিউ ফাউন্ডল্যান্ড পর্যন্ত কানাডার বাকি অংশও তীব্র শীত এবং ঝড়ের মোকাবেলা করছে।

ঝড়ে মৃত্যুর বেশির ভাগ ঘটনা ঘটেছে রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনার কারণে। ওহাইওতে একটি দুর্ঘটনায় ৫০টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেখানে চারজন মারাও গেছে। রাজ্যে আরো কয়েকটি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে আরো চারজন।

যুদ্ধ বন্ধের প্রার্থনায় বড়দিন উদযাপিত

(প্রথম পাতার পর)

বড়দিন। ধর্মীয় আচার, প্রার্থনা ও আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে এই দিন পালিত করেছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ। করোনা মহামারি না থাকায় এবার বর্ণাঢ্য আয়োজন ও আনন্দের কমতি ছিল না। এ ছাড়াও রাজধানীর তারকা হোটেলগুলোয় বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে ছিল নানা আয়োজন।

রোববার বড়দিন উদযাপনে দিনের শুরতেই প্রার্থনায় যোগ দিতে গির্জায় খিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ঢল নামে। সৃষ্টিকর্তার মহিমা ও মানবজাতির সুখ-শান্তি ও সত্য-ন্যায়ের পথে আহ্বানের বাণীতে শুরু হয় প্রার্থনা। সকাল ৭টায় শুরু হয় বড়দিনের প্রথম প্রার্থনা। এরপর সকাল ৯টায় শুরু হয় খ্রিস্টযোগ (বিশেষ প্রার্থনা)। প্রার্থনায় অংশ নিতে ভোরে থেকেই চার্চে সমবেত হন যিশুভক্তরা। যা চলে সকাল ৯টায় পর্যন্ত।

রাজধানীর কাকরাইলের সেন্ট মেরিস ক্যাথিড্রাল গির্জা, তেজগাঁওয়ের হলি রোজারিও চার্চে সাকল গান, মহাখালীর লুর্দের রানীর গির্জা, লক্ষ্মীবাজারের ক্রুশ ধর্মপল্লী, মোহাম্মদপুরের সেন্ট ক্রিস্টিনা গির্জা, মিরপুর-২-এর মিরপুর ক্যাথলিক গির্জা, কাফরুলের সেন্ট লরেন্স চার্চগুলোতে সকালে প্রার্থনা শুরু হয়। এতে যোগ দেয় খিস্টান ধর্মাবলম্বী নানা বয়সী মানুষ।

প্রার্থনা শেষে তারা জানায়, যিশুর মহিমাকীর্তন এবং শান্তি ও ন্যায়ের কথা বলা হয়। দেশে এখন অর্থনৈতিকভাবে কঠিন সময় পার করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া যুদ্ধের অবসান ও দেশের সুখ-শান্তির জন্য যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছি।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, গির্জার ভেতরে-বাইরে সব জায়গায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা প্রার্থনায় মগ্ন। যিশুখ্রিস্টের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণের আহ্বান জানানো হয় প্রার্থনায়। একই সঙ্গে সবার জন্য শান্তি ও আনন্দের বার্তা দেন তারা। রাজধানীর তেজগাঁওয়ের হলি রোজারিও চার্চে গান এবং প্রার্থনার মাধ্যমে বড়দিনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বিশেষ এই দিনটি উপলক্ষে হলি রোজারিও গির্জার ভেতরে ও বাইরে সাজানো হয়েছে বাহারি রঙের বেলুন, ফুল ছাড়াও আলোকসজ্জায় বর্ণিল একাধিক ক্রিসমাস ট্রি। গোয়ালঘরে রাখা হয়েছে শিশু যিশুখ্রিস্ট, মা মেরির প্রতিকৃতি। গির্জার প্রবেশমুখে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। নিরাপত্তা তল্লাশি থেকে গির্জায় প্রবেশ করতে হচ্ছে সবাইকে।

বেলা ১১টার দিকে খ্রিস্টযোগ শেষ হয়। এরপর উৎসবের আমেজে গির্জায় ছবি তোলা ও কুশলাদি বিনিময়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই। খ্রিস্টানদের বাড়ি বাড়ি চলছে উৎসব। অভিজাত হোটেলগুলোতেও রয়েছে বিশেষ আয়োজন।

যিশুভক্ত ক্রেইজা বলেন, 'ছোট-বড় সবাইকে নিয়ে এই দিনটা উদযাপন করছি। যিশুখ্রিস্ট সমাজে শান্তি ও ক্ষমা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই জিনিসটা যেন আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারি। একজনের আরেকজনের প্রতি ক্ষমাশীল হতে পারি।'

তিনি আরো বলেন, 'করোনা মহামারি কাটিয়ে সবাই যে একত্র হতে পেরেছি এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। ত্রাণকর্তা যেন আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দেন—এটাই আজকে আমাদের চাওয়া।

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ বলেন, 'সকাল ৯টায় দিনের প্রার্থনা করেছি। আমরা বেদি মঞ্চে গিয়েছি, নবজাতক শিশু যিশুখ্রিস্টের প্রতিকৃতিতে ধূপ-আরতি দিয়েছি। তারপর প্রার্থনা করি। ঈশ্বরের বাণী শুনেছি ও উপদেশ বাণী রাখা হয়েছে।'

কাকরাইলের সেন্ট মেরিস ক্যাথিড্রালের প্রার্থনা সভায় ফাদার প্যাট্রিক গোমেজ বলেন, 'আমরা এমন এক দিন বড়দিন উদযাপন করছি, যখন ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে। বিশ্বের অনেক জায়গায় হানাহানি চলছে। এ সমস্ত দেশে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে মানুষ যেন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়; এই উদ্দেশ্যে আসুন আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।' প্রার্থনায় তিনি বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর নিখাদ ভালোবাসাই হলো বড়দিন, সবার প্রতি সবার ভালোবাসাই হলো বড়দিন। দুস্থ মানুষের পাশে থাকাই হলো বড়দিন। বিশ্বব্যাপী সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি হোক। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর মানুষের শান্তি বজায় থাকুক।'

আল জাজিরার চোখে ঃ বিশ্বকাপের 'টপ টেন'

(প্রথম পাতার পর)

(আর্জেন্টিনা)

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টাইব্রেকারে দু'টি শট ফিরিয়ে দেন তিনি। ফাইনালেও টাইব্রেকারে এমি মার্টিনেজের কাছেই হেরেছে ফ্রান্স। দুই টাইব্রেকারে মোট ৩টি সেভ দেন মার্টিনেজ। এছাড়া বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচ খেলে ৭টি দুর্দান্ত সেভ দিয়েছেন তিনি। পেনাল্টি বক্সের ভেতর থেকে ফিরিয়েছেন ৩টি শট।

ক্লিন শিট ৩টি। দাপুটে পারফরম্যান্সে হয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা গোলরক্ষক। ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়া এমি মার্টিনেজ বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা পারফর্মার।

ইয়োস্কো গার্দিওল (ক্রোয়েশিয়া)

বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণে মুখোশ পরা ডিফেন্ডারের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। শারীরিক গড়নে বেশ পরিণত মনে হলেও আরবি লাইপজিগে খেলা ইয়োস্কো গার্দিওলের বয়স মাত্র ২০ বছর। তরুণ এই ডিফেন্ডার বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ছন্দ দেখিয়েছেন। কাতার আসরে ক্রোয়েশিয়ার তৃতীয় স্থান অর্জনে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন গার্দিওল। বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচ খেলে ১টি গোল করেন রক্ষণের এই খেলোয়াড়। সব ম্যাচ মিলিয়ে ৯০ শতাংশ সঠিক পাস দিয়েছেন গার্দিওল। বিশ্বকাপে ৮টি ফাউল করলেও কোনো কার্ড দেখেননি তিনি।

হুলিয়ান আলভারেজ (আর্জেন্টিনা)

আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগের নতুন ভরসার নাম হুলিয়ান আলভারেজ। ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলা এই তারকা বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। কাতার আসরে ৫টি ম্যাচে শুরুর একাদশ থেকে খেলেছেন আলভারেজ। আর্জেন্টিনার প্রথম দুটি ম্যাচে বদলি হিসেবে নেমেছিলেন। বিশ্বকাপে ৪টি গোল করেন তিনি। গোটা আসরে প্রতিপক্ষের গোলবারের উদ্দেশ্যে মোট ১১টি শট নেন আলভারেজ। যার মধ্যে ৮টিই লক্ষ্যে ছিল।

সুফিয়ান আমরাবাত (মরক্কো)

বিশ্বকাপের আগেও সাবেক ওয়াটফোর্ড ডিফেন্ডার নর্ডিন আমরাবাতের ভাই হিসেবে পরিচয় করানো হতো সুফিয়ান আমরাবাতকে। কাতার বিশ্বকাপ এই মরোক্কান মিডফিল্ডারকে নিজের পরিচয় বানানোর সুযোগ দিয়েছে। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের জন্য ত্রাস হয়ে বিশ্বকাপে ছন্দ দেখিয়েছেন সুফিয়ান আমরাবাত। ৭ ম্যাচ খেলে কোনো গোল না পেলেও ফিওরেন্তিনার এই মিডফিল্ডার মরক্কোর মাঝমাঠের কড়া নিরাপত্তা দিয়েছেন। বিশ্বকাপে ৩১৫টি পাসের মধ্যে ২৬৯টি সঠিক দিয়েছেন। ২১টি ট্যাকল করে ১৬টিতে সফলতা পেয়েছেন তিনি। গোটা বিশ্বকাপে ১৪টি ফাউল করে ১টি হলুদ কার্ড দেখেন সুফিয়ান আমরাবাত।

জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড)

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়ে ইংল্যান্ড। গ্রুপপর্ব থেকে শেষ আটের মিশনে ইংল্যান্ড দলের মাঝমাঠে প্রভাব ফেলেন জুড বেলিংহ্যাম। বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে খেলা এই ২০ বছর বয়সী মিডফিল্ডার বিশ্বকাপে ৫ ম্যাচ খেলে ১টি গোল করেন। ৫টি শট নিয়ে টার্গেটে রাখেন ৩টি শট। বিশ্বকাপে ৯১ শতাংশ সঠিক পাস দিয়েছেন তিনি। ১৭টি ট্যাকল করে ১৬টিতেই সফল হন বেলিংহ্যাম।

কোডি গ্যাকপো (নেদারল্যান্ডস)

বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের অন্যতম সেরা পারফর্মার কোডি গাকপো। ৫ ম্যাচ খেলে ৩টি গোল করেন এই ডাচ উইঙ্গার। বিশ্বকাপে ১১৯টি পাস দিয়ে ৯০টিতে সফলতা পান তিনি। পাঁচ ম্যাচে ৫টি শট নিয়ে ৩টি লক্ষ্যে রাখেন গাকপো।

আঁতোয়ান গ্রিজম্যান (ফ্রান্স)

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই চোটে ছিটকে যান ফ্রান্সের দুই মিডফিল্ডার এনগোলো কান্তে ও পল পগবা। পরীক্ষিত দুই তারকার শূন্যস্থানে পূরণে সচেষ্ট ছিলেন অঁতোয়ান গ্রিজম্যান। মাঝমাঠ সামলে আক্রমণেও দুর্দান্ত ছিলেন রানার্সআপ দল ফ্রান্সের এই তারকা খেলোয়াড়। বিশ্বকাপে গ্রিজম্যান নিজে গোল না পেলেও সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৩টি গোল। ১৬টি ট্যাকল করে ১৪টিতে সফলতা পান তিনি। পাস অ্যাকুরিসি ছিল ৮৪ শতাংশ।

জামাল মুসিয়ালা (জার্মানি)

বিশ্বকাপের গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নেয় জার্মানি। দল ব্যর্থ হলেও গ্রুপপর্বে খেলা তিন ম্যাচেই নিজের ছাপ রেখেছেন জামাল মুসিয়ালা। নিজে গোল না পেলেও একটি গোলে অ্যাসিস্ট করেন বায়ার্ন মিউনিখের ১৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডার। সঠিক পাস দিয়েছেন ৮২ শতাংশ। তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষের গোলবারের উদ্দেশ্যে মোট ১২টি শট নেন মুসিয়ালা।

ভিনসেন্ট আবু বকর (ক্যামেরুন)

বিশ্বকাপের গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেয় ক্যামেরুন। তিন ম্যাচে মাত্র একটিতে পূর্ণ সময় খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন ক্যামেরুনের ৩০ বছর বয়সী স্ট্রাইকার ভিনসেন্ট আবু বকরের। দুই ম্যাচ খেলে দুটি গোল করেন তিনি। গ্রুপপর্বে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচটিতে এই ফুটবলারের গোলেই ব্রাজিলকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছিল ক্যামেরুন। বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম আফ্রিকান দল হিসেবে সেলেসাওদের হারায় তারা। দুই ম্যাচে ১৬৯ মিনিট খেলে প্রতিপক্ষের গোলবারের উদ্দেশ্যে মোট ৬টি শট নেন ভিনসেন্ট আবু বকর।

রিচার্লিসন (ব্রাজিল)

বিশ্বকাপে চোখ ধাঁধানো গোলে নজর কেড়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রিচার্লিসন। তার দু'টি গোল ফিফার সেরা দশে মনোনীত হয়েছিল। যার মধ্যে সার্বিয়ার বিপক্ষে করা অ্যাক্রোবেটিক গোলটি পেয়েছে বিশ্বকাপের সেরার তকমা। বিশ্বকাপে ৪ ম্যাচ খেলে ৩ গোল করেন টটেনহ্যাম হটস্পার তারকা। ট্যাকলে শতভাগ সফলতা পান তিনি। প্রতিপক্ষের গোলবারের উদ্দেশ্যে শট নেন মোট ৮টি।

জোট রাজনীতিতে নয়া

(প্রথম পাতার পর)

আবার কারও মতে, ধারণাটা গোলাম আযমের। আওয়ামী লীগ বিরোধী সব ভোট এক বাক্সে নিয়ে আসা গেলে ভোটের রাজনীতির হিসাব নিজেদের পক্ষে আনা সহজ হবে। আসলে ভোটের জয় সহজ হবে। সেই থিওরির আলোকে দুই যুগ আগে

গড়ে ওঠে চারদলীয় জোট। নানা ভাঙা-গড়া। একসময় তা গড়ায় ২০দলীয় জোটে। অনেকটা নীরবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই এ জোট ভেঙে গেছে। জোটের পেট থেকে ১২দলীয় জোট নামে একটি নতুন জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

আরেকটি জোট গঠনের প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলছে। ওদিকে, ক্ষমতাসীন ১৪ দলীয় জোট নতুন করে সক্রিয় করার চেষ্টা চলছে। এ জোটে অনেকদিন ধরেই পাওয়া না পাওয়ার হিসাব চলছে। খবরে আসছে নতুন করে। মিত্র বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকারি জোটও। সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কাদের সিদ্দিকীর বৈঠকও রাজনীতিতে কৌতূহল তৈরি করেছে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন রওশন এরশাদ ও জিএম কাদের। সব মিলিয়ে জোট রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণ স্পষ্ট হচ্ছে দ্রুত।

বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটে টানাপড়েন শুরু হয় বিগত জাতীয় নির্বাচনের সময় থেকে। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর ২০ দলের অনেক শরিক দল যথাযথ মূল্যায়ন পায়নি বলে অভিযোগ করে। ওই সময় থেকেই জামায়াত অনেকটা ২০ দলের কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয়। জোটের গুরুত্বপূর্ণ দলের নেতারা সক্রিয় ছিলেন না জোটের কার্যক্রমে। এ কারণে খুব একটা দৃশ্যমান ছিল না এ জোটের। বিএনপি এবং জামায়াতের মধ্যে বোঝাপড়ার দূরত্বের কারণে এই জোট গুরুত্ব হারায় বলে নেতারা মনে করছেন। আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই ভেঙে গেছে এই জোট। জোটের শরিক দলগুলোর নেতারা ইতিমধ্যে ১১ দলীয় একটি জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। বাকি কয়েকটি দল মিলে আরেকটি জোট গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া ২০ দলের অন্যতম শরিক জামায়াত ছোট কোনো জোটে যাচ্ছে না। তারা আলাদা করেই রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাবে। তবে বিরোধী দলগুলো যুগপৎ আন্দোলনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে সমর্থন থাকবে জামায়াতের। বিরোধী দলগুলোর যুগপৎ সব কর্মসূচি আলাদাভাবে পালন করবে দলটি। হঠাৎ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় হওয়ায় জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে দলটির নেতারা মনে করছেন। তারা বলছেন, দলের আমীরকে গ্রেপ্তার করে চাপ প্রয়োগ করা হলেও সামনের কর্মসূচি থেকে সরে আসবে না জামায়াত। নেতাদের দাবি এতদিন তারা দল গোছানোর কাজ করেছেন। এখন মাঠের আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখতে তারা প্রস্তুত।

২০ দলের বাইরের বাম এবং মধ্য ধারার যে সাতটি দল 'গণতন্ত্র মঞ্চ' নামে যে জোট গঠন করেছে তারাও বিএনপি ঘোষিত ১০ দফা দাবি এবং যুগপৎ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সক্রিয় রয়েছে। চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই জোটের আত্মপ্রকাশকে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেন।

বিএনপি চাইছে এসব জোটের বাইরে থাকা আরও কিছু দলকে নিজেদের কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করতে। এসব দলের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনাও চলছে।

বিরোধী দলগুলোর এই জোট তৎপরতার বিপরীতে সরকারি দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটকে সক্রিয় করারও চিন্তা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জোটের নেতারা একাধিক বৈঠক করেছেন। কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারে ১৪ দলের আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দলের অংশগ্রহণ নেই। আগের দুটি সরকারে তাদের অংশগ্রহণ ছিল। এ কারণে পাওয়া–না পাওয়া নিয়ে নেতাদের মধ্যে নানা অনন্তোষ ছিল। এজন্য তাদের তেমন তৎপরতাও দেখা যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি বিরোধী দলগুলো সক্রিয় হওয়ায় ১৪ দলের পক্ষ থেকে একাধিক কর্মসূচিও পালন করতে দেখা যায়।

সর্বশেষ শুক্রবার গণভবনে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সাক্ষাৎ নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে। এতদিন সরকারের বিরুদ্ধে নানা বক্তৃতা দিলেও হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকে ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটে যোগ দেয়ার বিষয়ে দলটির তরফে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। অনেকে বলছেন, নির্বাচনের আগে জোটের যে মেরুকরণ হচ্ছে তাতে কাদের সিদ্দিকী কোনো জোটের অংশীদার হতে পারেন। এর আগে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে তার থাকা না থাকা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। এরপর থেকে ওই জোটে থাকা দলগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো যায়নি। জোট রাজনীতিতে বরাবরই আলোচনার বিষয় জাতীয় পার্টি। জাতীয় নির্বাচনের এক বছর বাকি থাকলেও দলটির অবস্থান এখনো স্পষ্ট নয়। দলের ভেতরে দুই ধারা বিদ্যমান থাকায় জাতীয় পার্টি যেকোনো সময় যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু সরকারি নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করায় দল চাইলেও বিরোধী শিবিরে দলটির ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকের ধারণা নির্বাচনের আগে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝেই দলটির নেতারা তাদের গন্তব্য ঠিক করবেন। প্রয়োজনে তারা অবস্থান বদলও করতে পারেন। সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এই জোট রাজনীতির মেরুকরণ আরও স্পষ্ট হতে পারে। নিষ্ক্রিয় বা মাঠে কৌশলী অবস্থানে থাকা দলগুলোও নিজেদের প্রয়োজনে শামিল হতে পারে সরকারি বা বিরোধী শিবিরে। তবে এর পুরোটাই নির্ভর করবে মাঠের পরিস্থিতির ওপর।

দশমবারের মতো সভাপতি

শেখ হাসিনাতেই আস্থা আওয়ামী লীগের

ঢাকা ডেস্ক: পঁচাত্তরে পর বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায়ই আওয়ামী লীগের ত্রয়োদশ কাউন্সিলে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। দেশে ফিরে ধরেছিলেন দলের হাল। এরপর ৪ দশক ধরে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আসছেন তিনি। দলকে করেছেন সুসংগঠিত। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারসহ চতুর্থবার রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতায়। টানা ৪১ বছর ধরে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শেখ হাসিনা। নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রতিটি নেতাকর্মীর কাছে শেখ হাসিনা ঐক্যের প্রতীক। তিনি দলের জন্য অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। নেতাকর্মীরা কোনোভাবেই তার বিকল্প ভাবতে রাজি নন। তাদের চাওয়া নেত্রী আজীবন দলের নেতৃত্ব দেবেন।

শনিবার (২৪ ডিসেম্বর) আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে সমাপনী বক্তব্যে দল থেকে বিদায় চান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। সারা দেশ থেকে আগত কাউন্সিলদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যেখানেই থাকি না কেন আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আমি চাই আপনারা নতুন নেতা নির্বাচন করুন। দলকে সুসংগঠিত করুন। নতুন আসতে হবে। পুরাতনের বিদায়, নতুনের আগমন-এটাই চিরাচরিত নিয়ম। এ সময় উপস্থিত সব কাউন্সিলর সমস্বরে না না বলে চিৎকার করতে থাকেন। তারা দাবি করেন-'আপা আপনার কোনো বিকল্প নেই।'

সদ্যবিলুপ্ত কমিটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে-ওই কমিটিতে শেখ হাসিনাই সব থেকে বেশিদিন শীর্ষ পদে থেকে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বর্তমান সভাপতি শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আটজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তিনবার করে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এছাড়া সভাপতি হিসাবে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ দুবার এবং এএইচএম কামারুজ্জামান ও আবদুল মালেক উকিল একবার করে দায়িত্ব পালন করেন। আর একবার আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন। এছাড়া মহিউদ্দিন আহমেদ দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৮১ সালে দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে সম্মেলনের মাধ্যমে নেতৃত্বে আনা হয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে। ১৯৮১ সালের ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে কাউন্সিলর ও ডেলিগেট ছিলেন ৩ হাজার ৮৮৪ জন। সভায় শেখ হাসিনা সভাপতি ও আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এরপর থেকে টানা সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়ে আসছেন শেখ হাসিনা। এবার নিয়ে দশমবারের মতো উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী দলটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি। এদিকে রানিং মেট হিসাবে আবারও নির্বাচিত হয়েছেন ওবায়দুল কাদের। এ নিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন তিনি।

রাজনীতিতে শেখ হাসিনার হাতেখড়ি ছাত্রলীগ দিয়ে। ১৯৬৬-৬৭ সালে কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ভিপি নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় রোকেয়া হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

কিন্তু দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার কর্মসূত্রে জার্মানিতে ছিলেন শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা গিয়েছিলেন বোনের কাছে বেড়াতে। দেশে স্বজনদের হারিয়ে এরপর নির্বাসিত জীবন শুরু হয় শেখ হাসিনার, আশ্রয় পান ভারতে।

তখন ছন্নছাড়া আওয়ামী লীগকে এক করতে ১৯৮১ সালে দলের ত্রয়োদশ কাউন্সিলে শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ওই বছরের ১৭ মে দেশে ফিরে দলের দায়িত্ব নেন তিনি। শুরু হয় রাজপথে তার সংগ্রামী জীবনের পথ চলা। বাংলাদেশের মানুষের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সামনে থেকে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন শেখ হাসিনা। ১৯৮৩ সালে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ১৫ দল নিয়ে জোট গঠন করেন তিনি।

১৯৯০ সালে তিন জোটের আন্দোলনে নেতৃত্বে ছিলেন শেখ হাসিনা। সম্মিলিত সেই আন্দোলনে ৬ ডিসেম্বর এরশাদ ক্ষমতা ছাড়েন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর সভাপতির দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা; তবে নেতাকর্মীরা তাকে ছাড়েননি বলে পদে থেকে যেতে হয় তাকে। ১৯৯৬ সালে ভোটে জিতে শেখ হাসিনা প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, ২১ বছর পর ক্ষমতায় ফেরে আওয়ামী লীগ।

২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা জারির পর শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। প্রায় দুই বছর পর ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিন-চতুর্থাংশ আসনে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন শেখ হাসিনা। এরপর তার নেতৃত্বে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে ফের ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। এখন টানা তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে তিনি।

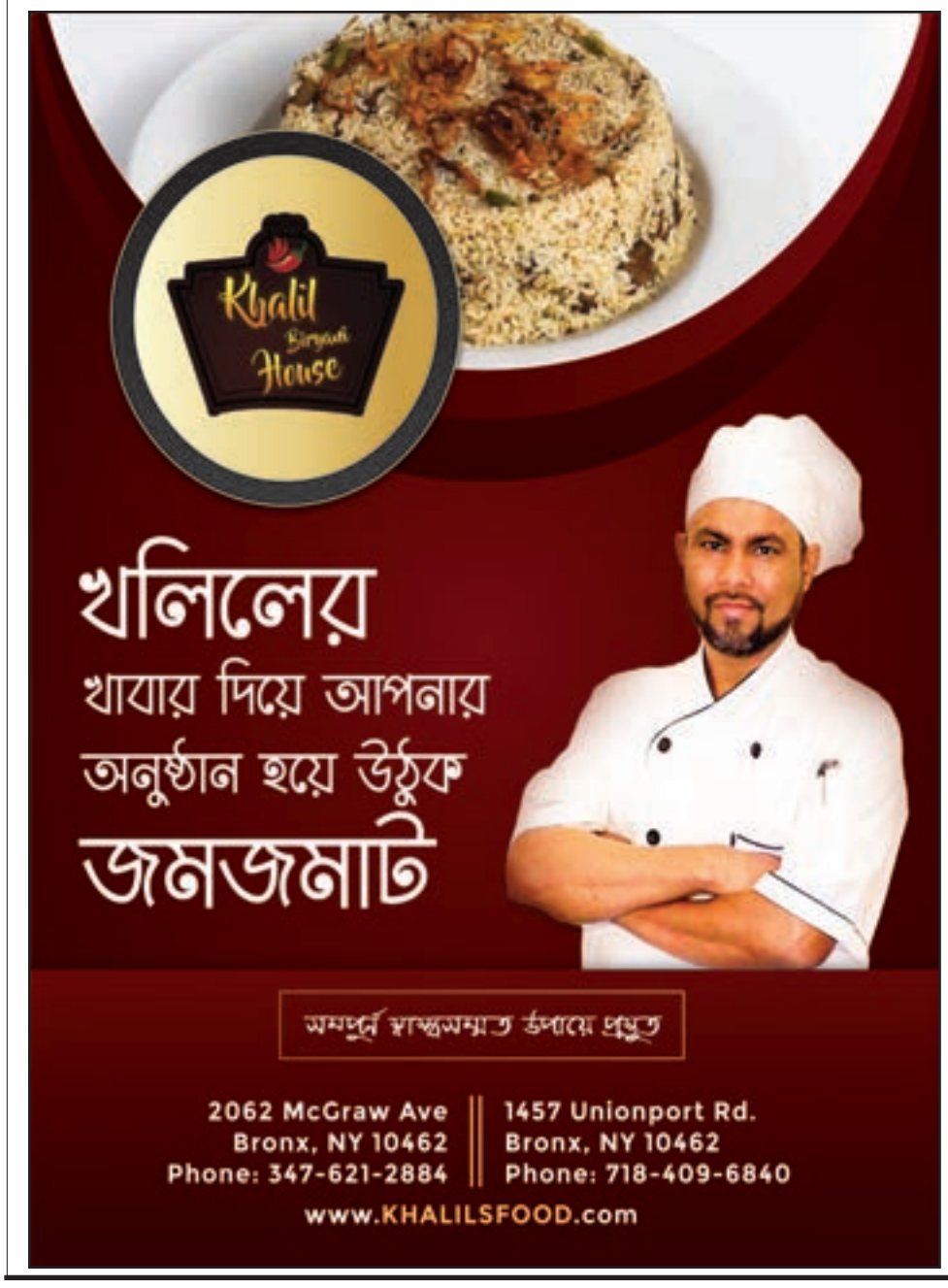

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি

ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

আওয়ামী লীগের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিতে কে কোন পদ পেলেন

ঢাকা ডেস্ক: রেকর্ড গড়ে টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন ওবায়দুল কাদের। স্বাধীন বাংলাদেশে দলটির কোনো নেতাই টানা তিনবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতে পারেননি। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা গতকাল দশমবারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে সভাপতি হিসেবে সবচেয়ে বেশি সময় দায়িত্ব পালনের রেকর্ডটি আরো দীর্ঘ হলো।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র এক বছর বাকি থাকায় ভোটের দিকে চোখ রেখে দলটি এবারের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি। দলের বেশির ভাগ নেতাই একই পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের কমিটিতে কোনো নতুন মুখ নেই। দলটির কমিটির সদস্যসংখ্যা ৮১। রমেশ চন্দ্র সেন, নুরুল ইসলাম নাহিদ ও আব্দুল মান্নান খান সভাপতিমন্ডলী থেকে বাদ পড়েছেন। তাঁদেরকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করা হয়েছে। এ ছাড়া দুজনের পদোন্নতি হয়েছে। তাঁরা হলেন সুজিত রায় নন্দী ও আমিনুল ইসলাম আমিন। সভাপতিমন্ডলীর জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে এবারও একজন নারীকে রাখা হয়েছে। তিনি মতিয়া চৌধুরী। গত কমিটিতে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ছিলেন। এর আগে ১৯৮১ সাল থেকে আমৃত্যু জ্যেষ্ঠ নারী সদস্য ছিলেন জোহরা তাজউদ্দীন।

শনিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী লীগের সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দলের সভাপতি শেখ হাসিনা। কাউন্সিল অধিবেশন শুরুর পর দেশের আট বিভাগের একটি করে জেলা থেকে আটজন কাউন্সিলর বক্তব্য দেন। এর পর একে একে বাজেট উপস্থাপন, ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেগুলো সভায় গ্রহণ করা হয়। এরপর দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করতে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করে।

নির্বাচন কমিশন প্রথমে সভাপতি এবং পরে সাধারণ সম্পাদক পদে নাম প্রস্তাব চায়। কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে সভাপতি পদে শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদেরের নাম প্রস্তাব করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর নির্বাচন কমিশনের প্রধান ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন সভাপতি হিসেবে শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওবায়দুল কাদেরের নাম ঘোষণা করেন।

১৯৮১ সালে দলের ১৩তম জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে প্রথমবার সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা। এর পর থেকে দলের প্রতিটি সম্মেলনেই তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল দলের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দশমবারের মতো সভাপতি হলেন শেখ হাসিনা। তিনি এ নিয়ে টানা ৪১ বছর দলের সভাপতি পদে আছেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আর কোনো নেতা এতবার সভাপতি নির্বাচিত হতে পারেননি।

ওবায়দুল কাদের ২০১৬ সালে প্রথমবার দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার, এবার তৃতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এর আগে মাত্র দুজন নেতা টানা তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ। তবে তাঁরা দুজনই পাকিস্তান আমলে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আর কোনো নেতা টানা তিন মেয়াদে সাধারণ সম্পাদক হতে পারেননি।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দলের সভাপতিমন্ডলী, উপদেষ্টা পরিষদ, সংসদীয় বোর্ড, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ড, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ, জাতীয় পরিষদের নেতাদের নাম ঘোষণা করেন।

সভাপতিমন্ডলীতে আছেন যাঁরা: মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, কাজী জাফর উল্যাহ, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, শ্রী পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য, আব্দুর রাজ্জাক, মুহাম্মদ ফারুক খান, শাজাহান খান, জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, কামরুল ইসলাম, সিমিন হোসেন রিমি ও মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। এঁদের মধ্যে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সভাপতিমন্ডলীতে নতুন মুখ। এর আগে তিনি কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন।

সংসদীয় বোর্ডে আছেন যাঁরা: শেখ হাসিনা, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কাজী জাফর উল্যাহ, রমেশ চন্দ্র সেন, ওবায়দুল কাদের, কাজী রশিদুল আলম ও দীপু মনি।

স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডে আছেন যাঁরা: শেখ হাসিনা, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কাজী জাফর উল্যাহ, রমেশ চন্দ্র সেন, ওবায়দুল কাদের, কাজী রশিদুল আলম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, মাহবুবউল আলম হানিফ, দীপু মনি, হাছান মাহ্ মুদ ও আব্দুস সোবহান গোলাপ।

উপদেষ্টা পরিষদে আছেন যাঁরা: আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, মসিউর রহমান, ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন, রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, কাজী আকরাম উদ্দিন, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, শফিক আহমেদ, সতীশ চন্দ্র রায়, আব্দুল খালেক, আ ফ ম রুহুল হক, সৈয়দ রেজাউর রহমান, অনুপম সেন, হামিদা বানু, হোসেন মনসুর, সুলতানা শফি, এ এন এম ফখরুল ইসলাম মুন্সি, মুহম্মদ জমির উদ্দিন, খন্দকার গোলাম মাওলা নকশাবন্দি, মির্জা এম এ জলিল, প্রণব কুমার বড়ুয়া, আব্দুল হাফিজ মল্লিক, সাইদুর রহমান, খন্দকার বজলুল হক, ইয়াফেস ওসমান, রশীদুল আলম, কাজী সেরাজুল ইসলাম, চৌধুরী খালেকুজ্জামান, মোজাফফর হোসেন পল্টু, সালমান এফ রহমান, ইনাম আহমেদ চৌধুরী, আতাউর রহমান, এ কে এম রহমতুল্লা, মতিউর রহমান, শামসুল আলম, মতিউর রহমান খান, জহিরুল হক খোকা, রমেশ চন্দ্র সেন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আব্দুল মান্নান খান, হারুনুর রশীদ ও হাবিবুর রহমান সিরাজ।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সম্পাদকমন্ডলীতে কে কোন পদ পেলেন:

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সম্পাদকমন্ডলীতে খুবই সামান্য পরিবর্তন এসেছে। শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশীদকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করা হয়েছে। গত কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পদ থেকে সাখাওয়াত হোসেন শফিক বাদ পড়েছেন। সম্পাদকমন্ডলীর দুজন নেতা পদোন্নতি পেয়েছেন। ঘোষিত কমিটিতে তিনটি পদ ফাঁকা রাখা হয়েছে। চার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের অবস্থানের ক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নতুন পদ পেয়েছেন সুজিত রায় নন্দী। তিনি আগের কমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদ থেকে বাদ পড়া সাখাওয়াত হোসেন শফিকের স্থানেই সুজিত রায়কে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। বিগত কমিটির উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিনকে ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতির ঘোষিত নামের ক্রমানুসারে চার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হলেন- হাছান মাহ্ মুদ, মাহবুবউল আলম হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম ও দীপু মনি। আগের কমিটিতে হানিফের নাম হাছান মাহ্ মুদ ও দীপু মনির পরে ছিল। বাহাউদ্দিন নাছিমের নাম দীপু মনির পরে ছিল।

আট সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আছেন আহমদ হোসেন, বি এম মোজাম্মেল হক, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, এস এম কামাল হোসেন, মির্জা আজম, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল ও সুজিত রায় নন্দী।

কোষাধ্যক্ষ পদে এবারও আছেন এইচ এন আশিকুর রহমান। অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক- ওয়াসিকা আয়শা খান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- শামী আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক- নজিবুল্লাহ হিরু, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক- ফরিদুন্নাহার লাইলী, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক- সেলিম মাহমুদ, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম আমিন, দপ্তর সম্পাদক- বিপুব বড়ুয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- সিরাজুল মোস্তফা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- আব্দুস সোবহান গোলাপ, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক- দেলোয়ার হোসেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক- আবদুস সবুর, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- জাহানারা বেগম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক- মৃণাল কান্তি দাস, শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক- শামসুন নাহার চাঁপা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক- মো. সিদ্দিকুর রহমান, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক- অসীম কুমার উকিল, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক- রোকেয়া সুলতানা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- জাহানারা বেগম ও উপদপ্তর সম্পাদক- সায়েম খান।

যুব ও ক্রীড়া, শ্রম ও জনশক্তি এবং প্রচার ও প্রকাশনা উপসম্পাদক–এই তিনটি পদ ফাঁকা রাখা হয়েছে।

কমিটি ঘোষণার সময় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা জানান, রীতি অনুসারে দলের সভাপতিমন্ডলীর পরবর্তী সভায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য নির্বাচন হবে।

হোম কেয়ার সেবায় বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম অগ্রদূত
বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের সত্তাধিকারী

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের জন্য

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের সর্বোচ্চ সম্মাননা

আমরা গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত

BANGLA CDPAP SERVICES

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
888-212-3237

সাহিত্য সাময়িকী

আপস
ফারুক মাহমুদ

শঠতা জানি না বলে পদে পদে কত পরাজয়!

বিশ্বাস কর না, তবু ছদ্মসত্য ক'রে
কথা বল নির্বিকার অর্গল বিহীন
কখনো ভেজে না চোখ, ঠোঁটে-ওষ্ঠে খরাচিহ্ন
লাগাতার চিরবারোমাস

তোমার রোপিত গাছে ফুটে আছে গাদা গাদা গাঁদা
অথচ বলছ 'আরে, কী বাহারী লতারক্তজবা!'
ডেঁয়ো মাছি তুমি দেখ প্রজাপতি, মাছরাঙা ওড়ে
দৃষ্টির নন্দন হয়ে ক্রমাগত রঙিন পাখায়
পাথরের মস্ত কাঁড়ি, পোড়ার আতঙ্কে ডুরে থাকা
কয়লার ঢিবি
তুমি ভাব- গোলাপের বাগান তো এটাকেই বলে!

পৌরসভার ট্রাকের মতো
তোমার দুহাত পূর্ণ পরিত্যক্ত নানা বর্জ্যভারে

শেষাবধি, মাথা বিক্রি করে
নিয়েছ যে মহার্ঘ মুকুট
বিরল আনন্দ নিয়ে এখন তা পরবে কোথায়!?

এই রক্তস্রোত
রেজাউদ্দিন স্টালিন

রক্ত তরবারি চুইয়ে মাটিতে পড়ছে
চিবুক চুইয়ে পদতলে
বুক থেকে ব্রহ্মপুত্রে
মাটি থেকে নক্ষত্রে
লাল কালো নিরব ও নিষ্ঠুর
এই রক্তস্রোত
পদ্মা মেঘনা যমুনা পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরে
কতকাল কতযুগ বহমান রক্তস্রোত
প্লাবন ও পলিতে সমৃদ্ধ করবে সংগ্রাম

ঢেউয়ের চূড়ায় রক্ত- ফেনায় ফেনায়
এই রক্তস্রোত হৃদয়োত্থিত
দিন ও রাত্রির আবর্তন ভেঙে
পদক্ষেপের পেছনে পেছনে ধাবমান
দৃশ্যমান সবুজের করোটিতে রক্ত
সূর্যের আলোয়- শিরস্ত্রাণের চোখে
প্রাণী ও প্রকৃতির- রক্তাঞ্জলি

প্রতিরোধ স্বপ্নের পায়ে
কেউ তা জানে না
রক্তস্রোত থিতু হয়ে কোথায় দাঁড়াবে
কোন দেশে কোন কালে
কার কান্নাদগ্ধ করতলে
বর্ণমালায়

মানুষের মাঝে
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

আমি মানুষের মাঝে মানুষ দেখেছি
পাখি দেখেছি- ইট পাথর দেখেছি ।
আমি মানুষের বিচরণে
রাজহাঁস দেখেছি- লতা পাতা দেখেছি
আকাশের মেঘও দেখেছি ।

মানুষের দৃষ্টিতে শকুন দেখেছি
বরষা দেখেছি
ফুলের মত চোখও দেখেছি
তারা তাকিয়েছে সাবলীলভাবে
অরূপ সৌন্দর্য মেখে ।

আমি মানুষের মাঝে অনেক কিছু দেখিনি
আবার অনেক কিছু দেখেছি
শ্রদ্ধা জাগিয়েছে মনে
ঘৃণাও ছড়িয়েছে বুকে ।

আমি মানুষের মাঝে মুক্ত মানুষ দেখেছি
খাঁচায় আবদ্ধ পাখিও দেখেছি ।

আমি মানি তোমাকেই
আবু আফজাল সালেহ

তোমাকে ছিনিয়ে নেবে বলে,
সাম্রাজ্যবাদের দেওয়ালের গভীরে
গুজব ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের মতো দ্রুত ।

তোমার হিমায়িত ডানায় কাশ্মিরি সিল্ক
কীভাবে বলি- তোমার জ্যোৎস্নাবাগানই
আমার কাঙ্খিত স্বর্গ ।

ভুয়ো এ সাম্রাজ্যবাদ আমি মানি না,
মোটা চাল চাই, মোটা কাপড় চাই
আমি মানি তোমাকেই ।

ফেরারি মধুসূদন
বহ্নি কুসুম

তোমাদের জৌলুশময় রাতের শেষভাগে
কান পেতে শুনো-স্বাপ্নিক কপোতাক্ষের
পাড় দিয়ে হেঁটে চলেছে করুণ বেহালা বাদক
সে তো নয় অন্য কেউ
মধুসূদনের ফেরারি জীবনে
আমি, সে যে আমি ।

অথই অমানিশায় তোমার সুডৌল ওষ্ঠে
ওষ্ঠ ছুঁয়ে বলতে চেয়েও আর
হলো না যে কথা বলা
দেখবে নারায়ণের পুকুর ঘাটেতে
বিষণ্ন পথিক, আমিই রয়েছি
অদৃষ্টের লিখন কপালে তুলে ।

শত মানুষের ভীড়ে বেখেয়ালি
যখন পড়বে হোঁচট তোমার পায়ে
গ্রীবা তুলে দেখো, পাথুরে খোদাই
কবির চোখের পাতায় আমারি
বিনিদ্র প্রহর নেমেছে শ্রাবণী মুষলধারায় ।

বিযোজিত পিতার ফাঁসি
সুমন শামসুদ্দিন

আমার রক্তের প্রতিটি অণুচক্রিকায় এখনও বারুদের গন্ধ!
বাহাত্তর থেকে বাইশ; অর্ধশত বছর ধরে-
তোমাকে খুঁজে চলেছি!
পৃথিবীর যেকোনো ভূখন্ড, মর্ত্যলোক অথবা ঊর্ধ্বলোকে-
যেখানেই থাকো তুমি, তোমাকে এনে মহাকালের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবোই!

পিতৃপরিচয়হীন আমি
হয়তো বেঁচে আছি, হয়তো বেঁচে নেই!
কিন্তু নিকৃষ্টতর বিযোজিত পিতার বিচার না হওয়া অবধি আমি যে অমর!
জন্মাবধি বিবেকের দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে আমি আড়ষ্ট, অভিঘাশিত!
চির-অভিশপ্ত পিতার কল্যাণে-
সকল দ্বারদেশই আমার জন্য অবরুদ্ধ!

মা! তুমি কি কাঁদছো আমার জন্য?
কেঁদো না বীরাঙ্গনা মা আমার!
দেখো আমি কীরকম রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি
তোমার রক্তের শ্বেতকণিকা হন্তারকের খোঁজে?

প্রতিটি কুণ্ঠাহীন ক্ষণকাল-
আমি সেই দন্ডার্হ অপরাধী পিতার
মৃত্যুচিৎকার উদযাপনের অপেক্ষায় আছি!
পূর্ব থেকে পশ্চিম; অথবা যেকোনো ভূখন্ডের
পৃষ্ঠতল কিংবা সমাধিস্থল; যেখানেই থাকুক;
ক্রান্তিকালের ধর্মশালায়-
একাত্তরবার তার ফাঁসি দিয়েই অনিরুদ্ধ আমি হবো ক্ষান্ত!

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

হলিউডে বছরের আলোচিত সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক: গল্প, অভিনয়, বাজেট কিংবা ব্যবসায়িক সাফল্য-সবদিক থেকে বরাবরই আলোচনার শীর্ষে থাকে হলিউড। তবে গত কয়েক বছর করোনা মহামারি ও বিশ্বে কয়েকটি দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে হলিউড সিনেমাগুলো খুব একটা আলোচনায় ছিল না। সে খরা কাটিয়ে চলতি বছর আলোচনায় এসেছে হলিউডের বেশ কটি সিনেমা। প্রেক্ষাগৃহ ছাড়াও নেট দুনিয়ায় আলোচনার শীর্ষে রয়েছে এসব সিনেমা।

সম্প্রতি ২০২২ সালে হলিউডের যে সিনেমাগুলো নেট দুনিয়ায় সবচেয়ে আলোচনায় ছিল সেগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে সার্চ ইঞ্জিন গুগল। শীর্ষে থাকা সিনেমাগুলো হচ্ছে 'থর: দ্য লাভ অ্যান্ড থান্ডার', 'ব্ল্যাক অ্যাডাম', 'টপ গান: ম্যাভেরিক', 'দ্য ব্যাটম্যান', 'এ-নকানটো' ও 'অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অফ ওয়াটার'।

মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স চলতি বছর নিয়ে আসে 'থর: লাভ অ্যান্ড থান্ডার'। হলিউড তারকা ক্রিস হেম-সওয়ার্থ এবং নাটালি পোর্টম্যান অভিনীত এ সিনেমাটি মুক্তি পায় ৮ জুলাই। এটি বছরজুড়ে দর্শক ভক্তদের মাঝে ব্যাপক আলোচনায় ছিল। এ সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা ক্রিস কিছুদিন আগেই বিরতি নিয়েছেন অভিনয় থেকে। বিরতি নিলেও তার সিনেমা নিয়ে দর্শকের আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না এ বছর।

চলতি বছর প্রথমবারের মতো 'ডিসি কমিকস'-এর সিনেমায় অভিনয় করেছেন 'দ্য রক'খ্যাত রেসলার ডোয়াইন জনসন। একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে তার অভিনীত 'ব্ল্যাক অ্যাডাম'। ন্যায়বিচার আর প্রতিশোধের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমাটি দর্শকরা বেশ পছন্দ করেছেন।

তিন যুগ আগে 'টপ গান' সিনেমাতে অভিনয়ের মাধ্যমে সুপারস্টার খেতাব পান টম ক্রুজ। সে সিনেমার দ্বিতীয় সিক্যুয়াল নিয়ে ৩৬ বছর পর চলতি বছর দর্শকদের সামনে আসেন এ মেগাস্টার। 'টপ গান: ম্যাভেরিক' নামে এ সিক্যুয়াল সিনেমাটি মুক্তির প্রথম সপ্তাহে রেকর্ড পরিমাণ আয় করে। এ সিনেমা দিয়ে সর্বশেষ কান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেন টম ক্রুজ।

চলতি বছরের আলোচিত সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল 'দ্য ব্যাটম্যান'। এ সিনেমা দিয়েই প্রথমবারের মতো 'ব্যাটম্যান' চরিত্রে অভিনয় করেছেন ব্রিটিশ অভিনেতা রবার্ট প্যাটিনসন। সিনেমাটি নিয়ে এখনো দর্শকদের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, গত বছরের নভেম্বরে মুক্তি পাওয়া অ্যানিমেটেড সিনেমা 'এনকানটো' চলতি বছরের শুরুর দিকেও দর্শক মাতিয়েছে বেশ।

১৯৯৩ সালে স্টিভেন স্পিলবার্গ বিশ্বকে ডাইনোসরের নতুন একটি জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কলিন ট্রেভরো নির্মাণ করেন 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড: ডমিনিয়ন'। এ সিনেমার ছয় নাম্বার সিক্যুয়াল চলতি বছর মুক্তি পায়। নতুন সিক্যুয়ালের নাম ছিল 'ফ্র্যাঞ্চাইজি জুরাসিক পার্ক'। সিনেমাটি ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছে বেশ।

টম হল্যান্ড অভিনীত 'আনচার্টেড' নামের হলিউড সিনেমাটি নিয়ে চলতি বছর আলোচনা কম হয়নি। মহামারির পর বছরের শুরুতে এ সিনেমা মুক্তির পর বক্স অফিসও চাঙা হতে থাকে। ১২০ মিলিয়ন ডলারের সিনেমাটি আয় করে ৪০০ মিলিয়ন ডলার। হলিউডের আরেক আলোচিত সিনেমা 'মরবিয়াস'।

'মার্ভেল কমিকস'র চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত এ সিনেমার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন 'সুইসাইড স্কোয়াড'খ্যাত জ্যারেড লেটো। এদিকে অ্যানিমেশনের দিন যে শেষ হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ রাখল মিনিয়নস। গত জুলাইয়ে মুক্তি পায় 'মিনিয়নস : দ্য রাইজ অব গ্রু'। মুক্তির পর পরই বক্সঅফিসে দারুণ ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। চলতি বছর হলিউড দুনিয়ায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছিল বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ অভিনীত 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অব ম্যাডনেস' সিনেমাটি। ট্রেলারে স্যাম রেইমি দর্শকের চমৎকার একটা সিনেমা উপহার দেওয়ার ইঙ্গিত দেন।

বছর শেষে পুরো ইন্ডাস্ট্রি ঘুরিয়ে দেন জেমস ক্যামেরন। ১৩ বছর 'অ্যাভাটার'র সিকুয়াল 'অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার' নিয়ে আসেন তিনি। ১৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া এ সিনেমাটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ব্যাপক।

যে কারণে পরিচালককে 'অসম্ভব ভালোবাসেন' ভাবনা

বিনোদন ডেস্ক: পরিচালক রায়হান খানের সঙ্গে অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনার খুব চমৎকার সম্পর্ক। তাকে অসম্ভব ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। এমনকি তাকে 'পাপা' বলেও ডাকেন এই নায়িকা। ঢাকার একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানালেন ভাবনা। আগামী ফেব্রুয়ারীতে 'এক্সকিউজ মি' ছবির শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন পরিচালক রায়হান খান। এতে 'এক্সকিউজ মি' ছবির নায়ক জিয়াউল রোশান, নায়িকা ভাবনাসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ভাবনা জানান, তিনি যখন প্রথমবার দেশের বাইরে শুটিংয়ে নেপালে যান সেখানে রায়হান খান ছিলেন। তাকে কখন পাপা পাপা বলা শুরু করেছেন তা জানেন না।

এই অভিনেত্রী বলেন, মানুষ বলে না, দেশের বাইরে গেলে বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়, আমিও রায়হান খানকে দেশের বাইরে শুটিংয়ে নানাভাবে জানতে পেরেছি। তাকে আমি পাপা ডেকেছি। তিনিও আমাকে মেয়ের মতোই সব সময় দেখেছেন। তিনি বলেন, তার সঙ্গে আমার প্রতিদিনই কথা হয়, এমন না। এবার কথা হয়েছে চার-পাঁচ বছর পর। তিনি আমাকে বললেন, 'শোন, আমি কিন্তু সিনেমা বানাচ্ছি। তোর কিন্তু কাজ করতে হবে। আমরা একসঙ্গে ছবিটির কাজ করব।'

ভাবনা বলেন, এবার যখন ছবিতে অভিনয়ের কথা বলেন রায়হান খান, তখন আমার মনে হচ্ছিল, ব্যাংকক ও নেপালে শুটিংয়ের ফাঁকে কতবার যে আমাকে বলেছে, 'শোন, আমার প্রথম সিনেমায় আমি তোকে নেব'। আমার মনে হতো, এ রকম তো অনেকে কথা বলে, কিন্তু দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত সেই কাজটা হয় না। 'কিন্তু পাপা সেটা মনে রেখেছে। আমাকে তার প্রথম ছবির জন্য সিলেক্ট করেছে', যোগ করেন অভিনেত্রী।

খন্ড ও ধারাবাহিক মিলিয়ে ১৭০টি নাটক পরিচালনা করেছেন রায়হান খান। হাজারের ওপরে নাটকে চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। এছাড়া অসংখ্য বিজ্ঞাপনচিত্রে তিনি চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করেছেন। তবে এবারই প্রথম সিনেমা বানাতে যাচ্ছেন এই পরিচালক।

এবার 'নিম্নমানের নাচ' নিয়ে কটাক্ষের শিকার শাহরুখ!

বিনোদন ডেস্ক: পাঠান সিনেমা নিয়ে যেন বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বলিউড কিং শাহরুখ খানের। সিনেমাটির প্রথম গান 'বেশরম রং' প্রকাশের পর সমালোচিত হয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। এবার 'ঝুমে জো পাঠান' গান নিয়ে কটাক্ষের শিকার হলেন শাহরুখ খান।

হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, গত ২২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে 'ঝুমে জো পাঠান' গানটি টুইটারে শেয়ার করেন শাহরুখ। এরপর থেকে নেটিজেনরা শাহরুখের নাচের পাশাপাশি গানটি নিয়ে নানা মন্তব্য করতে থাকেন। কেউ কেউ গানটিকে 'জঘন্য' বলে মন্তব্য করেন। অনেকেই মনে করছেন, এই ধরনের কাজ করে নিজেকে আরও 'হীন' করছেন শাহরুখ।

গানের ভিডিও শেয়ার করে টুইটারে একজন লিখেছেন, প্রীতমকেই (বলিউডের সুরকার) ডেকে নাও স্যার। মানছি ও কপি করে, তবে ভালো গান অন্তত বানায়।' আরেকজন লিখেছেন, 'বকওয়াস গান হ্যায় ভাই' (একেবারে জঘন্য গান)। অন্য আরেকজন লিখেছেন, যেখানে টম ক্রুজ ৬০ বছর বয়সে অসম্ভব সব স্টান্ট করছে, সেখানে শাহরুখ ৫৭ বছর বয়সে ঝুমে জো পাঠানের মতো নিম্নরুচির কাজ করছেন। কেউ কেউ সরাসরি বলেছেন, খুব খুব খারাপ গান! আবার কেউ আক্ষেপ করে লিখেছেন, সিনেমাটা খারাপ হবে জানি, অন্তত কিছু ভালো গান তো থাকতে পারত!

আগামী বছরে মুক্তি পেতে চলেছে 'পাঠান' সিনেমা। তার আগে ছবিটির একটি গানের ভিডিও 'বেশরম রং' মুক্তি পাওয়ার পরই শুরু হয় বিতর্ক। গানটিতে বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোনের নাচ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

ওই গানে দীপিকা কখনো বিকিনি স্যুট পরে, কখনো বা মনোকিনি পোশাকে নাচতে দেখা গেছে। অভিনেত্রীর এমন পোশাক পরে নাচের কারণে সমালোচনার ঝড় উঠে।

অনেকেই বলেছেন- এভাবে শরীর দেখাতে হবে বিক্রির জন্য! দীপিকার মতো এত বড়মাপের অভিনেত্রীকে ছবিতে নেওয়ার পরও যদি তাকে এমন পোশাক পরে নাচতে হয়, তাহলে বলিউডের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন- দীপিকাকে এভাবে একদম মানায় না। এই নাচ কোনো পর্নো ছবির নায়িকাও করতে পারতেন।

'বয়কট পাঠান' হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখা হয়েছে– পাঠান ছবিতে তোতলাটা নায়িকাকে গেরুয়া রঙের পোশাক পরিয়েছে আর গানের নাম দিয়েছে 'বেশরম রং'।

পাঠান নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনার মধ্যেই ছবিটির দ্বিতীয় গান প্রকাশ করা হয়। এটি নিয়েও সমালোচনার ঝড় বইছে নেটদুনিয়ায়।

বাধ্য হয়ে আবেদন প্রত্যাহার করলেন জ্যাকলিন

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের দেশের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে আদালত সম্মত না হওয়ায় বাধ্য হয়ে আবেদন প্রত্যাহার করেছেন তিনি। গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বাহরাইন যাওয়ার অনুমতি চান এই বলিউড অভিনেত্রী।

আদালতের তরফে বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) উপদেশ দেওয়া হয় এই মামলা আপাতত 'সংবেদশীল' পর্যায়ে রয়েছে, সম্ভব হলে জ্যাকলিনের উচিত বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করা।

এদিন আদালতে শুনানি চলাকালীন জ্যাকলিনের আইনজীবী আদালতকে জানায়, অভিনেত্রীর মা ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ব্রেন স্ট্রোকের শিকার হন, তারপর থেকে গুরুতর অসুস্থ তিনি। মানবিকতার খাতিরে জ্যাকলিনের আবেদন মঞ্জুরের কথা বলা হয়।

আদালত পালটা প্রশ্ন করেন, কীভাবে জ্যাকলিন ওই দেশে যাওয়ার ভিসা পাবেন? জবাবে অভিনেত্রীর আইজীবী জানান, 'তার বাবা-মা ওই দেশেই থাকে। আগে থেকেই জ্যাকলিনের কাছে বাহরাইনের ভিসা রয়েছে।'

এরপর আদালত জ্যাকলিনের বিদেশযাত্রায় 'আপত্তি' তুলে বলে এই মুহূর্তে সুকেশ মামলা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধাপে রয়েছে, শুনানি চলাকালীন জ্যাকলিনের উপস্থিতি জরুরি। অন্যদিকে ইডির তরফেও জ্যাকলিনের এই আবেদনের বিরোধিতা করা হয়। তারা স্পষ্ট জানায়, জ্যাকলিন বিদেশি নাগরিক। একবার দেশ ছাড়লে তাকে ফেরানো কঠিন হতে পারে এমনটাও জানায় ইডি।

সবশেষে আদালত জ্যাকলিনের উদ্দেশে বলেন, 'আমি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি আপনি এই আবেদন প্রত্যাহার করতে চান, নাকি এই নিয়ে বিচার বিভাগের রায় শুনতে চান?' এমনটা জেনে জ্যাকলিন নিজের আবেদন প্রত্যাহার করে নেন।

হৃদয়ে বাংলাদেশ'র বিজয় দিবস উদযাপন

বর্ণিল শোভাযাত্রা, মেলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বিজয় শোভাযাত্রা ও মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে বাংলাদেশ'র উদ্যোগে উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশের ৫২তম মহান বিজয় দিবস। দিবসটি উপলক্ষে গত ১৮ ডিসেম্বর দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্টজনদের সম্মাননা প্রদান, মঞ্চনাটক স্মৃতি ৭১ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানস্থলে ছিল খাবার ও পোশাকের স্টল। শ্রদ্ধা-ভালোবাসার এ আয়োজনে স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের দেয়ালে অঙ্কিত স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এদিন বিকেলে জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতির সামনে থেকে বর্ণিল বিজয় শোভাযাত্রা শুরু হয়ে স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মুল অনুষ্ঠানস্থল সেন্ট হেলেনা ক্যাথলিক চার্চ প্রঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

হৃদয়ে বাংলাদেশ'র সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আহাদ আলী সিপিএ। গেস্ট অব অনার ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্যারীনেস রেইস। যৌথভাবে অনুষ্ঠনটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পল্লব সরকার ও বিশিষ্ট উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমেদ, রাজনীতিক আবদুর রহিম বাদশা, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুস শহীদ, হাসান আলী, নারী নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শেখ জামাল হোসেন, জামাল আহমেদ, অনুষ্ঠানের আহবায়ক মাকসুদা আহমদ, সদস্য সচিব শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, কর্মকর্তা সালমা সুমি।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্টজনদের ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। মঞ্চনাটক স্মৃতি ৭১ মঞ্চায়ন করে ঢাকা ড্রামা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, বাউল কালা মিয়া, শিল্পী শারমিন তানিয়া ও মুসাফির মুক্তা। নৃত্য পরিবেশন করেন মায়া এঞ্জেলিকা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে অভিহিত করে বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। এজন্য পুরো জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সমন্বয়ক রায়হান জামান রানা ও সহকারী সমন্বয়ক আলিমুল ইসলাম বান্টি। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

'বিজয়ের আনন্দে মাতি' শিরোনামে 'ছড়াটে'র বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: 'বিজয়ের আনন্দে মাতি' শিরোনামে 'ছড়াটে' উদযাপন করলো মহান বিজয় দিবস-২০২২। গত ১৬ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা-তে অনুষ্ঠিত আয়োজনটি ছিলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও উৎসবমুখর। বৃষ্টিস্নাত ও বৈরী আবহাওয়া মধ্যেও দর্শক সমাগম ছিলো উল্লেখযোগ্য।

সমবেতভাবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছড়াটে-র কর্ণধার কবি ছড়াকার শামস্ চৌধুরী রুশো। বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁদের পাঠানো বার্তা পড়ে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে আগত সর্বকনিষ্ঠ অতিথি মায়ামিন সিরাজীকে দিয়ে বিজয় দিবসের মনোরম কেক কাটানো হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লেখক সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস, বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্ট-বাফা'র কর্ণধার ফরিদা ইয়াসমিন, সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন, লেখক সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ ও শিল্পী আখতার আহমেদ রাশা।

অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করেন সঙ্গীতশিল্পী তাহমিনা শহীদ, মেরিস্টেলা আহমেদ শ্যামলী ও শিশুশিল্পী রাজদীপ। আমেরিকায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা শিশু লামমিম ও মাহরুস সিরাজী ছড়া পড়া ও বাংলা শেখার আগ্রহ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি বেনজির শিকদার, কবি রানু ফেরদৌস, কবি সুমন শামসুদ্দিন, কবি স্বপ্ন কুমার প্রমুখ। ছড়াপাঠ করেন ছড়াকার সজল আশফাক, ছড়াকার মানিক রহমান, ছড়াকার শওকত রিপন ও ছড়াকার শহীদ উদ্দিন।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সংগঠক রোশনা শামস্ ললি। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কবি শাহীন দিলওয়ার। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শেখ হাসিনার কাছে সাংগঠনিক পরিস্থিতি তুলে ধরলেন তৃণমূল নেতারা

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে জেলা নেতারা তাদের নিজ নিজ এলাকার সাংগঠনিক পরিস্থিতি শংলে ধরেন দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার সামনে। দলের প্রধানকে সামনে পেয়ে মনের কথা বলেন। এ সময় কারো কারো মুখে নিজের এলাকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের কথাও উঠে আসে। কয়েক জন সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তার কথাও উল্লেখ করেন। তারা অনুযোগের স্বরে বলেন, দলের কেউ কেউ অন্তঃপ্রাণ হিসেবে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন, আর কেউ কেউ দল বিক্রি করে খাচ্ছে। 'নৌকা প্রতীক ভাড়া' দেওয়ার কারণে কোনো কোনো এলাকায় সমহারে উন্নয়ন হচ্ছে না বলেও তারা অভিযোগ করেন। কাউন্সিল অধিবেশন সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গত ২২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকালে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দলের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এতে প্রতিটি বিভাগের একটি করে জেলা থেকে এক জন করে নেতা বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পান। জেলা পর্যায়ের নেতারা তাদের বক্তব্য দেওয়ার সময় তাদের এলাকার সাংগঠনিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। যেসব উপজেলা, পৌরসভার সম্মেলন হয়নি সেগুলো দ্রুত শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় দলের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন তারা।

বক্তব্য দেওয়ার সময় জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বাকিবিল্লাহ বলেন, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও জয়বাংলা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরকারি অনুষ্ঠানে জয়বাংলা স্লোগান লেখা হয় না। নিমন্ত্রণপত্রে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছাপা হয় না। বাকিবিল্লাহ তার বক্তব্যে দেশের মুদ্রায় দলীয় সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ছাপানোর প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এই ছবি দেখলে আমরা শান্তি পাব। শান্তিতে ঘুমাতে পারব। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী তাতে আপত্তি জানান। তিনি বলেন, টাকায় একমাত্র জাতির পিতার ছবি থাকবে। ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক বলেন, দেশি-বিদেশি চক্রের প্রচার সেল যতটা শক্ত, আমাদের প্রচার সেল ততটা শক্ত নয়। সরকারের উন্নয়ন প্রতিটি ওয়ার্ড ইউনিয়নে পৌঁছে দিতে পারলে বিনষ্টকারীদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। সিলেট জেলার সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, সারা দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে উন্নীত হয়েছে।

উৎসবমুখর পরিবেশে বিয়ানীবাজার সমিতি'র বিজয় দিবস উদযাপন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে বাংলাদেশের ৫২তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে গত ১৯ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় ওজনপার্কের মদিনা পার্টি হলে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং সকল শহীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তৈয়ব মোহাম্মদ তালহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহ-বুব, উপদেষ্টা বুরহান উদ্দীন কপিল, আব্দুল মতিন, কাতার জালালাবাদ এসোসিয়শনের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, সমিতির সাবেক উপদেষ্টা শফিক উদ্দীন, সাবেক সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, নুরুল ইসলাম, জালালাবাদ এসোসিয়শনের সদস্য হেলিম উদ্দীন, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুল করিম, বিয়ানীবাজার সমিতির সাহিত্য সম্পাদক মোস্তফা অনীক রাজ পমুখ।

সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বাউল কালা মিয়া, রানো নেওয়াজ ও মোস্তফা অনীক রাজ।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:
ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

শেখ হাসিনা বিদায় চাইতেই সমস্বরে না না বলে চিৎকার

ঢাকা ডেস্ক: পঁচাত্তরে পর বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায়ই আওয়ামী লীগের ত্রয়োদশ কাউন্সিলে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। দেশে ফিরে ধরেছিলেন দলের হাল। এরপর ৪ দশক ধরে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আসছেন তিনি। দলকে করেছেন সুসংগঠিত। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারসহ চতুর্থবার রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতায়। টানা ৪১ বছর ধরে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শেখ হাসিনা। নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রতিটি নেতাকর্মীর কাছে শেখ হাসিনা ঐক্যের প্রতীক। তিনি দলের জন্য অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। নেতাকর্মীরা কোনোভাবেই তার বিকল্প ভাবতে রাজি নন। তাদের চাওয়া নেত্রী আজীবন দলের নেতৃত্ব দেবেন।

শনিবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে সমাপনী বক্তব্যে দল থেকে বিদায় চান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

সারা দেশ থেকে আগত কাউন্সিলদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যেখানেই থাকি না কেন আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আমি চাই আপনারা নতুন নেতা নির্বাচন করুন। দলকে সুসংগঠিত করুন। নতুন আসতে হবে। পুরাতনের বিদায়, নতুনের আগমন- এটাই চিরাচরিত নিয়ম। এ সময় উপস্থিত সব কাউন্সিলর সমস্বরে না না বলে চিৎকার করতে থাকেন। তারা দাবি করেন- 'আপা আপনার কোনো বিকল্প নেই।'

পরে আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনে শেখ হাসিনা সভাপতি এবং ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের সম্মেলনে ঘোষিত নতুন কমিটিতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন নেই। এ নিয়ে টানা দশমবারের মতো আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেবেন শেখ হাসিনা। আর টানা তৃতীয়বারের মতো দলটির দ্বিতীয় শীর্ষ পদের নেতৃত্ব দেবেন ওবায়দুল কাদের।

আওয়ামী লীগের আগামীর লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চারটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্ন্যান্স ও স্মার্ট সোসাইটি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'সরকার আগামীর বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, যেখানে প্রতিটি জনশক্তি স্মার্ট হবে। তারা প্রতিটি কাজ অনলাইনে করতে শিখবে, ইকোনমি হবে ই-ইকোনমি, যাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে করতে হবে।'

আওয়ামী লীগের সভাপতি বলেন, 'আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মযোগ্যতা–সব কিছুই আমরা ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে করব। ই-এডুকেশন, ই-হেলথসহ সব কিছুতেই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা হবে। আমি আশা করি, ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা তা করতে সক্ষম হব এবং সেটা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের তরুণ সম্প্রদায় যত বেশি এই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা শিখবে, আমরা তত দ্রুত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নানা অনুষঙ্গ ধারণ করে আমরা তরুণদের প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ ধরনের ৫৭টি ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবিশন সেন্টার স্থাপন এবং ১০টি ডিজিটাল ভিলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। ৯২টি হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের নির্মাণ করা হচ্ছে। সারা দেশে ছয় হাজার ৬৮৬টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ১৩ হাজারের বেশি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

শনিবার (২৫ ডিসেম্বর) সম্মেলনস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নেতাকর্মীরাও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনার প্রতি আস্থার কথা জানান। তাঁরা জানান, শেখ হাসিনাই দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছেন। সামনের স্মার্ট বাংলাদেশও শেখ হাসিনার সরকার করতে পারবে।

সম্মেলনে যোগ দিতে খুলনা থেকে 'ডিজিটাল নৌকা' নিয়ে আসেন আওয়ামী লীগের কর্মী মো. মিনারুল ইসলাম। তিনি বলেন, '২০০৯ সালে শেখ হাসিনা আমাদের বলেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ দেবেন। আজ সত্যিই বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। নেত্রী যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছেন, সেটি শুধু নেত্রীর নেতৃত্বেই সম্ভব।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates SAUDIA السعودية ETIHAD الاتحاد KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

সাজুফতা সাহিত্য ক্লাব ইউএসএ'র উদ্যোগে

বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের অন্যতম সাহিত্য সংগঠন সাজুফতা সাহিত্য ক্লাব ইউএসএ বর্ণিল আয়োজনে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকার নিরব পার্টি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো বিজয়ের কবিতা উৎসব, স্বরচিত কবিতা পাঠ, সঙ্গীত সহ মনোজ্ঞ সব পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে কবি জুলি বলেন, সাজুফতার বিগত দশ বছরের অর্জন মোটেও ফেলনা নয়। দশ বছরে তার স্বরচিত কবিতা, গান, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, বৈশাখের গীতি-আলেখ্য, ফাগুন সন্ধ্যা ঋতু বৈচিত্রে ভরপুর। আর এসবই তাঁর নিজস্ব অর্জন কোন ধার করা সৃজন নয়। নিজের বুকের জমিন ক্ষুধিত ফসল। কবি জুলি আরও বলেন. আমি চলি ধীর গতিতে, থেমে থাকি না। কচ্ছপি পায়ে চলেও অর্জন সৃজন ধীর নয়। তিনি জানান, এবার তাঁর আয়নার যুদ্ধ নৃত্যনাট্য বাংলাদেশ শিল্পকলায় পরিবেশিত হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন-

আমাকে যারা রাখছো দারুন হেলায়
ভিজিয়ে আমি রাখছি ভালোবাসায়
তোমাদের দেবার কিছু আমার নাই
আমার এই ভগ্ন হৃদয়ে যত্নে দেই ঠাঁই।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ড. দলিলুর রহমান, শুধাংশু মন্ডল, শরীফুজ্জামান পল, ছন্দা বিনতে সুলতান,

ইমরান আলী, ননী মল্লিক, কামরুন নাহার খানম, মেহের চৌধুরী, শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, মাধুরী রায় প্রমুখ। বাচিকতায় ছিলেন শফিক উল্লাহ, মোঃ ইলিয়াস হোসেন, ইতি রহমান, রায়ানা রহমান, কামরুন নাহার খানম রীতা ও মাকসুদা আহমদ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. দলিলুর রহমান, কাজী জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিক উল্লাহ, শিল্পকলা একাডেমীর সভাপতি মনিকা রায় চৌধুরী, মিলিনিয়াম টিভির প্রেসিডেন্ট তফাদার নূর, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, আভা'র প্রেসিডেন্ট মেহের চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস-এর সভাপতি সামাদ মিয়া জাকের, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রেক্সোনা মজুমদার প্রমুখ।

সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন নাসরীন চৌধুরী, ননী মল্লিক, কিশলয় মল্লিক, ভারতী রায় ও মনিকা রায়। তবলায় সংগত করেন নিউইয়র্কের প্রথম নারী তবলা বাদক চামেলী গোমেজ।

আয়োজনে আরো ছিলো ছোটাকারে বই উৎসব। কবি জুলি রহমানের এ বছরের নতুন বই 'লকডাউন ২০২২', 'কাহন তিন'। আরও ছিল শরীফুজ্জামান পল এর বই। গল্পে পুরস্কার প্রাপ্ত সাবেক সচীব মাসুদ আহমদ সহ কবি ওমর শামস, ড. দলিলুর রহমান, প্রয়াত লেখক নয়ন রহমান, কবি ইদ্রিস আলী মেহেদী ও জুলি রহমান সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন জলপ্রপাত ও সাজুফতা লিটল ম্যাগ।

অনুষ্ঠানে কবি জুলি রহমান-কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান হ্যাপী চৌধুরী। মনিকা রায় তুলে দেন কবির কণ্ঠে স্বয়ং হাতে মনিহার। রেজা আব্দুল্লাহর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place (Across the Fulton St.) (Betw. Bedford & Nostrand Ave) Brooklyn, NY 11216 Tel: 718-363-0100 Fax: 718-636-0112	70-17 37th Avenue (Betw. 70 & 71st Street) East Side of BQ Express Way Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-363-0100 Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রোস্ট হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ.

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

লাইভ ক্যাটফিশ, স্যামন, স্ট্রাইপ ব্যাস, শীতল, পেঙ্গাস, হালিবাট, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

[illegible]	$ 17.[illegible]
[illegible]	$ 17.[illegible]
[illegible]	$ 9.[illegible]
[illegible]	$ 18.[illegible]
[illegible]	$ 13.[illegible]
[illegible]	$ 12.[illegible]

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে শেখ হাসিনা

ভোট চোরদের কেউ ছাড়ে না

সব ষড়যন্ত্র ও বাধা জয় করে আওয়ামী লীগ অবশ্যই এগিয়ে যাবে * ভোটকে অনেকেই 'কন্ট্রোভার্সিয়াল' করতে চায় * বঙ্গবন্ধুর সন্তান দুর্নীতি করে টাকা আয় করতে ক্ষমতায় আসেনি * যুদ্ধ আর স্যাংশন আমাদের সব অগ্রযাত্রা নষ্ট করছে * দেশের মানুষের ওপর আমার আস্থা ও বিশ্বাস আছে

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, সব বাধা, ষড়যন্ত্র ও আঘাত মোকাবিলা করে দলের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবে। তারা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, সে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

শনিবার (২৪ ডিসেম্বর) আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সম্মেলন শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে খালেদা জিয়া ভোট চুরি করে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কারও ভোট চুরি করলে বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেয় না। ভোট চোরদের জনগণ ছেড়ে দেয় না। বিএনপিকেও ছাড়েনি। তখন গণঅভ্যুত্থান ও আন্দোলন হয়েছিল। জনগণ তাদের ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়েছে। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে হাত দেয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আর পিছিয়ে যাবে না, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।

আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করব, ইনশাআল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। এরপর বিকাল ৩টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় (কাউন্সিল) অধিবেশন। এই অধিবেশনে শেখ হাসিনা আবার দলের সভাপতি এবং ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্মেলনের শুরুতে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শেখ হাসিনা। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

পরে শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর পরপরই কাউন্সিলের থিম সং পরিবেশন করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে শোকপ্রস্তাব উপস্থাপন করেন দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া। এরপর সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ওবায়দুল কাদের। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শেখ হাসিনা বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ভাষণ দেন।

এবারের জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগের স্লোগান হচ্ছে-'উন্নয়ন অভিযাত্রায় দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়।' অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক শেখ ফজলুল করিম সেলিম স্বাগত বক্তৃতা করেন। আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ এবং উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার উদ্বোধন শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এ পর্ব সঞ্চালনা করেন চিত্রনায়ক ফেরদৌস। সম্মেলনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোটের শরিক দলের নেতারা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিরোধী দল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ও সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল হক (চুন্নু), ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার, তরীকত ফেডারেশনের সভাপতি নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহাদাত হোসেন, জাতীয় পার্টি-জেপির সাধারণ সম্পাদক শেখ শহিদুল ইসলাম, ডাকসুর সাবেক ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তবে বিএনপির কোনো প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের সম্মেলনে আসেননি। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীও আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে এসেছিলেন। এবারের সম্মেলনে সারা দেশ থেকে প্রায় ২১ হাজার কাউন্সিলর ও প্রতিনিধি অংশ নেন। আমন্ত্রিত অতিথি মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের খাবারের আয়োজন করা হয়। ঢাকায়

অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিরা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান আয়োজনের কারণে এবার অন্য কোনো দেশের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অনেকটা পদ্মা সেতুর ওপরে নৌকার আদলে এবারের সম্মেলনের মঞ্চ করা হয়। মূল মঞ্চের দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট, প্রস্থ ৪৪ ফুট এবং উচ্চতা ৭ ফুট। এছাড়া কাউন্সিলস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বেশ কয়েকটি এলইডি মনিটরও স্থাপন করা হয়। সারা দেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর ও ডেলিগেটরা এই মনিটরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। দলের নির্বাচনি প্রতীক নৌকা বানিয়ে সম্মেলনে আসেন অনেক কর্মী-সমর্থক।

শেখ হাসিনা বলেন, ভোট দেওয়ার যে অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকার আওয়ামী লীগই নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশে নির্বাচন কী ছিল-এমন প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, নির্বাচন মানেই ছিল, আমরা যেটি বলতাম ১০টা হোন্ডা, ১০টি গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা। এই নির্বাচনি সংস্কার, এটিও কিন্তু আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল, মহাজোট মিলে আমরা একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর যে কাজই করুক, আমাদের জেল খাটাক, কিন্তু তারা সেই প্রস্তাবের কিছু কাজ বাস্তবায়ন করে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জানি ভোটকে অনেকেই 'কন্ট্রোভার্সিয়াল' করতে চায়। অনেকে অনেক কথা বলে। আমরা নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আইন করে দিয়েছি। সেই আইন মোতাবেকেই রাষ্ট্রপতি সার্চ কমিটি করে নির্বাচন কমিশন গঠন করছেন।

সেখানে আওয়ামী লীগ কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছি। আগে নির্বাচন কমিশনের আর্থিক সক্ষমতা নিজস্ব ছিল না, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রাখা ছিল। আমরা সেটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নির্বাচন কমিশনের হাতে দিয়েছি। বাজেট থেকে সরাসরি তাদের টাকা দেওয়া হয়, যাতে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করেছি। ভোটার আইডি কার্ড করে দিয়েছি, ইভিএম কিছু কিছু চালু হয়েছে। সেখানে কিন্তু কারচুপি করার কোনো সুযোগ আছে বলে আমরা জানি না।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের যদি জনগণের ভোট চুরির দুরভিসন্ধি থাকত, তাহলে আমরা এতকিছু কেন করব? খালেদা জিয়ার মতো ওই আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন করতাম, তা তো আমরা করিনি। আমাদের জনগণের ওপর আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। আমরা সেই বিশ্বাস নিয়েই চলি।

বঙ্গবন্ধুর সন্তান দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা আয় করতে ক্ষমতায় আসেনি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পদ্মা সেতু নিয়ে তার এবং তার সরকারের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ এসেছিল।

তিনি সেই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে মোকাবিলা করেন, যা পরে ভুয়া প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, তার বাবা রাষ্ট্রপতি ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর তিনি চার-চারবার প্রধানমন্ত্রী। তার পরিবার দুর্নীতিই যদি করত, তাহলে দেশের মানুষকে আর কিছু দিতে পারত না। তারা দেশের মানুষকে দিতে এসেছেন। মানুষের জন্য করতে এসেছেন। আওয়ামী লীগ বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫ হাজার মেগাওয়াটে নিয়ে গেছে। দেশের প্রতিটি ঘরে আলো পৌঁছে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, তার সরকার আগামীর বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চায়, যেখানে প্রতিটি জনশক্তি স্মার্ট হবে। তারা প্রতিটি কাজ অনলাইনে করতে শিখবে, ইকোনমি হবে ই-ইকোনমি, সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে হবে। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মযোগ্যতা-সবকিছুই আমরা ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে করব। ই-এডুকেশন, ই-হেলথসহ সবকিছুই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে হবে। আমি আশা করি, ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা তা করতে সক্ষম হব এবং সেটা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের তরুণ সম্প্রদায় তারা যত বেশি এই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা শিখবে, তত আমরা দ্রুত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নানা অনুষঙ্গ ধারণ করে আমরা তরুণদের প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি।

তিনি বলেন, আমি একটা কথাই বলব, আমরা সব বাধা কাটিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটা বাধা এসেছিল করোনা, এরপর শুরু হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। আমার আহ্বান, আমরা ওই যুদ্ধ চাই না, স্যাংশন চাই না। ওইগুলো বন্ধ করেন। সব দেশ স্বাধীন। স্বাধীনভাবে তার চলার অধিকার আছে। এই অধিকার সব দেশের থাকতে হবে। যুদ্ধ মানুষের ক্ষতি করে, যুদ্ধের ভয়াবহতা কী আমরা জানি।

'৭১ সালে তিনি বন্দিখানায় ছিলেন এবং তার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম সেসময়। সেসময় পাকিস্তানি ক্যাম্পে নিয়ে মেয়েদের অত্যাচার স্মরণ করে বলেন, সব থেকে মেয়েরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় ওই যুদ্ধের সময়। তিনি বলেন, এজন্য যুদ্ধ চাই না। আমি বিশ্ব নেতাদের কাছে আহ্বান জানাব, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করেন। তাদের উসকানি দেওয়া বন্ধ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা শান্তি চাই। কেবল কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক অভিঘাত থেকে আমরা বের হয়ে আসছিলাম, সেখানে এই যুদ্ধ আর স্যাংশন আমাদের অগ্রযাত্রা নষ্ট করছে। উন্নত দেশগুলোও আজ হিমশিম খাচ্ছে, কতভাগ বিদ্যুতের দাম তারা বাড়িয়েছে। আমরা বাংলাদেশ এখনো ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। সেজন্যই আমি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছি-যার যেটুকু জমি আছে, চাষ করেন বা উৎপাদন করেন। আমরা উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদেরটা নিজেরা খাব, কারও কাছে হাত পেতে চলব না।

শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, আজ আওয়ামী লীগ এটুকু বলতে পারে, বাংলাদেশের কোনো মানুষ অভুক্ত থাকে না। তাই পিতাকে বলতে পারি-পিতা, আমরা কথা দিলাম, আপনার জনগণ কখনো অভুক্ত থাকবে না। আপনার জনগণ কষ্টে থাকবে না। আজ আপনি নেই, আপনার আদর্শ আছে। সেই আদর্শ নিয়ে জনগণের পাশে থেকে আমরা এই জনগণকে সুন্দর জীবন দেব, উন্নত জীবন দেব, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, আমরা সেভাবেই এই দেশ পরিচালনা করব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদ কম। জাতির পিতা বলেছিলেন, আমার মাটি আছে, মানুষ আছে, এই মাটি-মানুষ দিয়েই দেশ গড়ব। আমরাও সেই নীতিতে বিশ্বাস করি। আমরা পারব। দেশের মানুষের ওপর আমার আস্থা ও বিশ্বাস আছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল হিসাবে গঠনতন্ত্র মেনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা ১০টি জেলা বাদে প্রতিটি জেলা ও অনেকগুলো উপজেলার সম্মেলন করেছি। যেগুলোর মেয়াদ শেষ হয়েছে, সেগুলোর সম্মেলন আমরা করব।

তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা উদ্ধৃত করে বলেন, 'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব। নবজাতকের কাছে এ আমার অঙ্গীকার।'

শেখ হাসিনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রথম

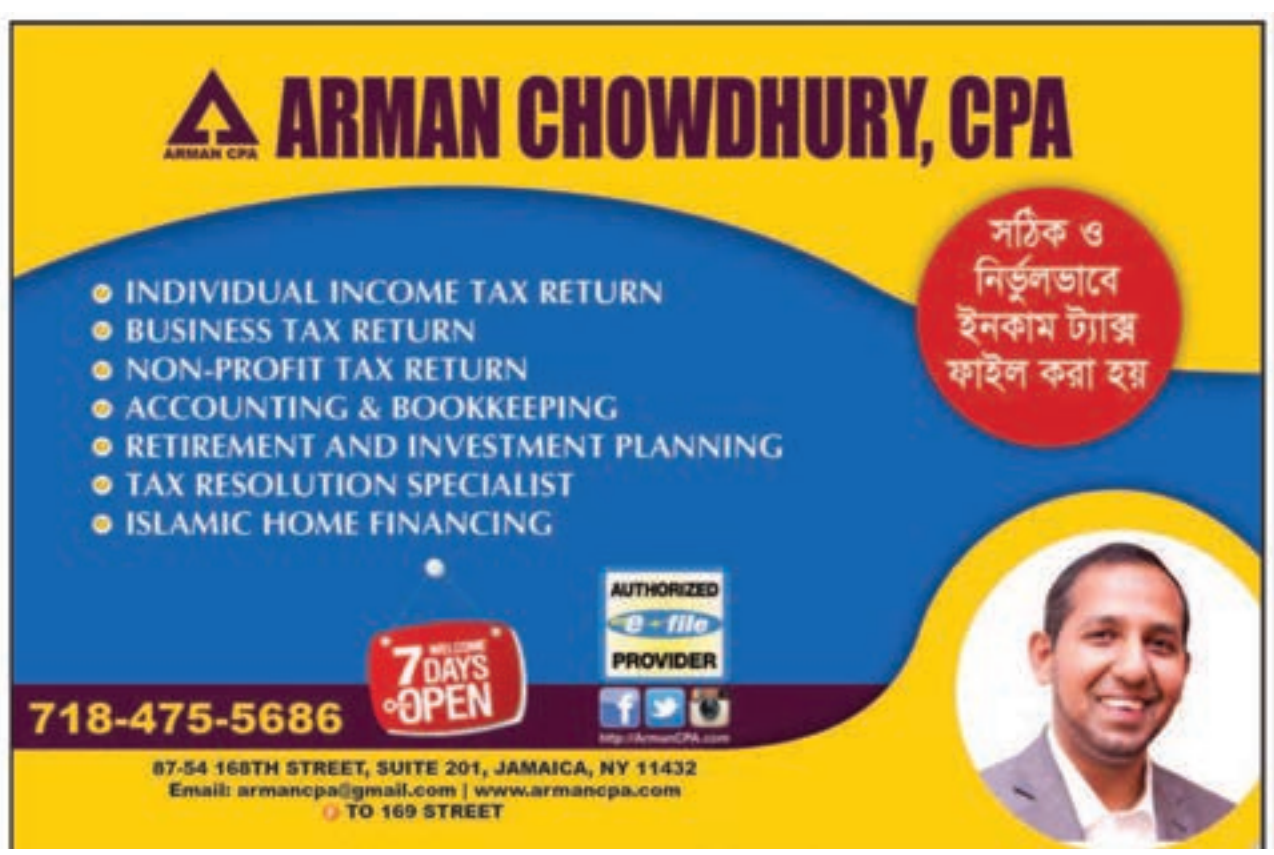

মিঠুনের শুটিংয়ে খাবার দিতেন

(শেষের পাতার পর)

পরিবারে জোড়া উদযাপন। বাড়ির ছেলে দেবের জন্মদিন। তবে এখন তো দেবের পরিচয় শুধুই বাড়ির ছেলে নয়, এখন তিনি সংসদ সদস্য ও কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেতা। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার নতুন চলচ্চিত্র 'প্রজাপতি'।

সিনেমাটিতে ভারতের প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীও রয়েছেন তার সঙ্গে। মিঠুনের সঙ্গে কাজের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নিজের অতীতের স্মৃতি মনে করলেন অভিনেতা। সম্প্রতি একটি ভারতীয় পত্রিকার সাক্ষাৎকারে নিজের কাজ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ কিছু বিষয়ে কথা বলেন দেব। সেই সাক্ষাৎকারেই স্মরণ করলেন, একসময় তার বাবা মিঠুনের শুটিং সেটে খাবার দিতেন! তখন থেকেই মিঠুন চক্রবর্তীকে খুব কাছ থেকে চেনেন এই অভিনেতা। দেব বলেন, 'আমার বাবা তখন মুম্বাইয়ে ক্যাটারিংয়ের ব্যবসা করেন। সিনেমার সেটেই প্রথম দেখা মিঠুনদার সঙ্গে। তখন থেকেই আমায় স্নেহ করতেন, গল্প করতেন। তখনকার সিনেমার সেটের গল্প, তার প্রেমের গল্প। তিনি আমায় অনেক স্পেস দিয়েছেন। বুম্বাদাও (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) কিন্তু আমায় স্পেস দিয়েছেন। তাইতো সব সিনিয়রের সঙ্গেই আমার ভালো সম্পর্ক।'

নিজের প্রযোজনা সংস্থা সম্পর্কে দেব বলেন, 'আমাদের যাত্রাপথটা একেবারে ভিন্ন। মিঠুনদার সেটে খাবার দিতেন আমার বাবা। এখন তাঁর সিনেমার প্রযোজক সেই মানুষটাই! সেটা কি ভাবা যায়? এককালে যে তাঁকে খাবার দিয়েছে, সে আজ বস। আমরা একটি পরিবারের মতো হয়ে গেছি।'

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত দেব ও মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত 'প্রজাপতি' সিনেমাটি বেশ সাড়া পেয়েছে দর্শকদের কাছে। দর্শক এবং সমালোচক, উভয় মহলেই প্রশংসা কুড়িয়েছে সিনেমাটি। সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা

নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করবেন না

(শেষের পাতার পর)

সর্বোচ্চ ব্যক্তিই হোন, তথাপি আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখুন। তাদের সুখে-দু:খে পাশে থাকুন। তাদেরকে মাঝে মাঝে সময় দিন। তারা গরীব হলে অকাতরে দান করুন। সাবধান! তাদের সাথে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। আত্মীয়তার সম্পর্ক আরবীতে যাকে সেলায়ে রেহেম' বলা হয়, এই সম্পর্ক ছিন্ন করা ইসলামে মারাত্মক গোনাহের কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। "হে মানবজাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনো রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রাখছেন।"(নিসাঃ১) ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে সকলের অধিকার সংরক্ষণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি হিসাবে প্রতিটি মানুষের, গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিটি গোষ্ঠীর এবং জাতি হিসাবে প্রতিটি জাতির অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের চেয়ে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাই পরিপূর্ণ নয়। এ জন্য ইসলামের ম্যাগানকার্টা আল কুরআনকে বলা মানবতার মুক্তির প্রধান বার্তা এবং এর ধারক হযরত মোহাম্মদকে (সাঃ) বলা হয় মানবতার মহান মুক্তির দূত। ইসলাম অন্যান্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ন্যায় আত্মীয়-স্বজনদের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে বিধায় ইসলামকে বলা হয় মানবতার মুক্তির একমাত্র মহান সংবিধান। উল্লেখিত সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের পারস্পরিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে পারবারিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও সুগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। সারা কুরআন জুড়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে আত্মীয়-স্বজনদের বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহ ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন।"(সুরা আন নহলঃ৯০)

এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করা এবং তাদের সাথে সদাচরণ করা। এটি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ইহ্সান করার একটি বিশেষ ধরন নির্ধারণ করে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ নিজের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দুঃখে ও আনন্দে তাদের সাথে শরীক হবে এবং বৈধ সীমানার মধ্যে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে। বরং এও এর অর্থের অন্তরভুক্ত যে, প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদের ওপর শুধুমাত্র নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করবে না বরং একই সংগে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারও স্বীকার করবে। আল্লাহর শরীয়াত প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তাদের পরিবারের অভাবী লোকেরা যেন অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তার দৃষ্টিতে কোন সমাজের এর চেয়ে বড় দূর্গতি আর হতেই পারে না যে, তার মধ্যে বসবাসকারী এক ব্যক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করে বিলাসী জীবন যাপন করবে এবং তারই পরিবারের সদস্য তার নিজের জ্ঞাতি ভাইয়েরা ভাত-কাপড়ের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকবে।

ইসলাম পরিবারকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গণ্য করে এবং এ ক্ষেত্রে এ মূলনীতি পেশ করে যে, প্রত্যেক পরিবারের গরীব ব্যক্তিবর্গেও প্রথম অধিকার হয় তাদের পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর,তারপর অন্যদের ওপর তাদের অধিকার আরোপিত হয়। আর প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রথম অধিকার আরোপিত হয় তাদের গরীব আত্মীয়-স্বজনদের, তারপর অন্যদের অধিকার তাদের ওপর আরোপিত হয়। এ কথাটিই নবী সঃ তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই বিভিন্ন হাদীসে পরিস্কার বলে দেয়া হয়েছে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথম অধিকার তার পিতামাতার, তারপর স্ত্রী-সন্তানদের, তারপর ভাইবোনদের, তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর এবং তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর। এ নীতির ভিত্তিতেই হযরত ওমর রাঃ একটি ইয়াতিম শিশুর চাচাত ভাইদেরকে তার লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি অন্য একজন ইয়াতীমের পক্ষে ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যদি এর কোন দূরতম আত্মীয়ও থাকতো তাহলে আমি তার ওপর এর লালন পালনের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিতাম। অনুমান করা যেতে পারে, যে সমাজের প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তি এভাবে নিজেদের ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেয় সেখানে কতখানি অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, কেমন ধরনের সামাজিক মাধুর্য এবং কেমনতর নৈতিক ও চারিত্রিক পুতঃ পরিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

মৃত ব্যক্তির পরিতক্ত সম্পত্তি বন্টনের সময় তার জীবিত ওয়ারিশদারদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের দুরবর্তী আত্মীয়-এয়তিম ও মিসকীন যাদের মিরাসে কোন অংশ নেই তাদের সাথে যেন হৃদয়হীন ব্যবহার করা না হয়। একটু ইহসান, একটু ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাদেরকেও কিছু দেয়া উচিৎ। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তারা যেন ফিরে না যায়। যদি এমনটি হয় তবে এর চেয়ে অমানবিক, নির্মম ও হৃদয়বিদারক আচরণ আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার সময় আত্মীয়-স্বজন,এতিম ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।" (সুরা নিসাঃ-৮)

তাছাড়া যারা মিরাসে কোন অংশ পায় না তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তুতীয়াংশ অসীয়াত করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তার পিতামাতার ও নিকট আত্মীয়দের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসীয়াত করাকে তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুত্তাকী লোকদের ওপর উহা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ।"(বাকারা ঃ ১৮০) এ ধরণের অসিয়াত ব্যক্তি তার নিজের গৃহে বা পরিবারে যারা সাহায্য লাভের মোখাপেক্ষী অথবা পরিবারের বাইরে যাদেরকে সে সাহায্য লাভের যোগ্য মনে করে এমন সব ক্ষেত্রে সে এক তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়াত করে যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কাজেই (হে মু'মিন) আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাদের অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও (দাও তাদের অধিকার)। এ পদ্ধতি এমন লোকদের জন্য ভালো যারা চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তারাই সফলকাম হবে।"(রূমঃ৩৮) এখানে আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরকে দান-খয়রাত করার কথা বলেননি। বরং বলা হচ্ছে, এ তার অধিকার এবং অধিকার মনে করেই তোমাদের এটা দেয়া উচিৎ। এ অধিকার দিতে গিয়ে যেন তোমার মনে এ ধারণা না জন্মায় যে, তার প্রতি তুমি অনুগ্রহ করছো এবং তুমি কোন মহান দানশীল সত্বা আর সে কোন একটি সামান্য ও নগণ্য সৃষ্টি, তোমার অনুগ্রহ ভক্ষণ করেই সে জীবিকা নির্বাহ করে। বরং এ কথা ভালভাবে তোমার মনে গেঁথে যাওয়া উচিৎ যে, সম্পদের আসল মালিক আল্লাহ যদি তোমাকে বেশী এবং অন্য বান্দাদেরকে কম দিয়ে থাকেন, তাহলে এ বর্ধিত সম্পদ হচ্ছে এমন সব লোকদের অধিকার যাদেরকে তোমার আওতাধীনে তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য দেয়া হয়েছে। তুমি তাদেরকে এ অধিকার দান করছো কি করছো না এটা তোমার প্রভু দেখতে চান। যে সব লোক এ অধিকারগুলো জানে না এবং এগুলো প্রদান করে না তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যান্য যত কাজই করুক না কেন তারা সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

ইসলামী জীবন পরিপালনের নিমিত্তে আত্মীয়-স্বজন দাওয়াতের হকদার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"(হে মুহাম্মদ!) নিজের নিকটতম আত্মীয়-পরিজনদেরকে ভয় দেখাও এবং মু'মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করো। কিন্তু যদি তারা তোমার নাফরমানী করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করো আমি তা থেকে দায়মুক্ত।"(শু'আরাঃ১৪-১৫) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সঃ সবার আগে নিজের দাদার সন্তানদের ডাকলেন এবং তাদের একেকজনকে সম্বোধন করে বললেন,"হে বণী আব্দুল মুত্তালিব, হে আব্বাস, হে আল্লাহর রাসুলের ফুফি সফীয়াহ, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, তোমরা আগুনের আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চিন্তা করো। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবো না। তবে হাঁ আমার ধন-সম্পত্তি থেকে তোমরা যা চাও চাইতে পারো।" সুতরাং আত্মীয়-স্বজনদের শুধুমাত্র দু-নয়ার অধিকার আদায় করে ক্ষান্ত থাকলে চলবে না বরং তাদের আখিরাতের মুক্তির সুবন্দোবস্ত করতে হবে। এটিও তাদের অধিকার। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা দুনিয়ার জীবনের অধিকার হতে আরো মারাত্মক অন্যায় হবে। এ জন্য তাদেরকে দাওয়াত প্রদান করতে হবে। কেউ যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে, তখন আমার কি দায়িত্ব তাও উল্লেখিত আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা মহাপাপ এবং একে ঈমানের সাথেও জুড়ে দেয়া হয়েছে। আত্মীয়কে আরবী ভাষায় রাহেম কলা হয়। আল্লাহ তা'আলার একটি গূণবাচক নাম হলো রহমান। রহমান ও রাহেম একই ধাতু হতে নির্গত। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সঃ বলেছেন, রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহমানের সাথে মিলিত) ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখি। আর যে লোক এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী) হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়ীম রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সঃ বলতে শুনেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।(বুখারী-মুসলিম) হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সঃ বলেছেন,"রেহেম (আত্মীয়তা) আরশের সাথে ঝুলানো আছে, সে বলে যে আমাকে মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ তাকে মিলিয়ে রাখুন, এবং যে আমাকে কেটে দিবে আল্লাহ তাকে কেটে দিন।"(বুখারী-মুসলিম)

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশ পাশ্চাত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজন তো দূরের কথা আল্লাহ তা'আলার পরে যারা সবচেয়ে বেশী সম্মান ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার কথা, তারা আজ বৃদ্ধাশ্যমে স্থান পাচ্ছে। পাশ্চাত্যের পারিবারিক ব্যবস্থার দুষ্টচক্র এসে আমাদের সমাজ ও সভ্যাতাকে গ্রাস করতে বসেছে। ফলে মানুষের মধ্যে দয়া-মায়া আজ অনেকটা উবে গেছে। এবং এ কারণেই কেউ এখন আর আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর রাখেন না। এমন আত্মীয়-স্বজন আছেন, যারা হয়তো টাকা-পয়সার হিতাকাঙী নয়, তারা শুধুমাত্র একটু দেখা-সাক্ষাৎ, একটু খোঁজ-খবর নেয়ার আশায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের অনেকেই এতটুকু সময় ও সুযোগ দেয়ার মান-সিকতা পোষণ করি না। এ ধরণের সমাজ দ্বারা আমরা কতটুকু সফলতা লাভ করতে পারি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহকে সঃ বলতে শুনেছি, যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না।(বায়হাকী)

আত্মীয়দের সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হক আদায়ের মাধ্যমে রিযিক ও হায়াত বাড়ে। আনাস ইবনে মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি রাসুলুল্লাহকে সাঃ বলতে শুনেছি তিনি বলেন,"যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং তাঁর আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে(বুখারীঃ ৫৯৮৫, মুসলিমঃ ৪৬৩৯)

বাগ'র বার্ষিক সিভিক এনগেজমেন্ট ডিনার অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

জোরদার করার মধ্য দিয়ে সকল কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য তারা অতীতের মতো আগামী দিনেও বাগ এর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিউইয়র্ক সিটি ও ষ্টেট প্রশাসনের সাথে লবি ডে'র মাধ্যমে স্কুলে হালাল ফুড সরবরাহ, দুই ঈদে হডিডে ঘোষণা সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আগামী বছর অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিলে নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীতে পরবর্তী লবি ডে আয়োজিত হবে বলে বাগ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়। খবর ইউএনএ'র।

বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের ইলহাম আনসারী ও রুমাইসা আনসারী। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাগ-এর প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদীন। আমন্ত্রি অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, রবার্ট জ্যাকসন ও জেসিকা রামোস, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান কে মামদানী, অ্যাসেম্বলীওম্যান জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস, সিটির ডেপুটি পাবলিক এডভোকেট কাশিফ হোসাইন, ইমাম আইয়্যুব আব্দুল বারী, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, ড্রাম এর নির্বাহী পরিচালক ফাহাদ আহমেদ, সিটি কাউন্সিলওম্যান জুলি উন-এর প্রতিনিধি ফারাহ সালাম, এনওয়াইসি কমিশন অন হিউম্যান রাইটস-এর রাসেল রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস ও সিটির ডেপুটি পাবলিক এডভোকেট কাশিফ হোসাইন এর পক্ষ থেকে কয়েকজন বাগ কর্মকর্তাদের মাঝে সাইটেশন প্রদান করা হয়। সবশেষে ধন্যবাদ জানান বাগ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কামাল ভূইয়া। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বাগ-এর সেক্রেটারী শাহানা মাসুম ও মোহাম্মদ খান।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

কিশমিশ খাবেন যেভাবে

(শেষের পাতার পর)

অন্যটা খারাপ। একটার মধ্যে থাকে উচ্চ ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন। অন্যটির মধ্যে থাকে নিম্ন ঘনত্বের লাইপ্রোটিন। যা শরীরে বিভিন্ন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিম্ন ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিনের পরিমাণ শরীরে বাড়তে শুরু করলে তা শিরায় জমতে থাকে। এর ফলে শিরার সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। তখন রক্তপ্রবাহ বাধা পায়। এ থেকে পরিত্রাণে খুব ভালো কাজ করে সবুজ কিশমিশ। সবুজ কিশমিশ নিয়ম করে খেলে শরীরে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে যায়।

চলুন জেনে নেই সবুজ কিশমিশ কীভাবে খাবেন, তার নিয়ম-

এ বিষয়ে পুষ্টিবিদরা বলছেন, দিনে ১০-১২ টি কিশমিশ খাওয়া যেতে পারে। যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কিশমিশ খাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় সকাল বেলা। সকালে খালি পেটে কিশমিশ খেলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। আগের রাতে এক কাপ পানিতে কিশমিশ ভিজিয়ে রাখতে হবে। পর দিন সকালে সেই পানি ছেঁকে খেয়ে নিতে হবে। এর পর সবুজ কিশমিশ চিবিয়ে খেতে হবে। কিশমিশ শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল দূর করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কিশমিশের মধ্যে থাকে ডায়েটারি ফাইবার। যা শিরায় জমে থাকা কোলেস্টেরল দূর করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যার সমাধানেও সাহায্য করে এই কিশমিশ।

পুরুষদের জন্যও খুব ভালো এই কিশমিশ। আজকাল সবারই কাজের চাপ বেশি। ফলে সারা দিন শরীরে ক্লান্তিভাব লেগেই থাকে। কিশমিশের মধ্যে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালোরি। যা প্রাকৃতিক শর্করা হিসেবে কাজ করে এবং শরীরে এনার্জি দেয়।

এ ছাড়া সবুজ কিশমিশে রয়েছে ফাইটোকেমিক্যাল, যা দাঁত ও মাড়ির জন্য ভালো। এসব উপাদান ক্যাভিটি সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। একই সঙ্গে মুখের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। এর ফলে দাঁতেও কম ব্যথা হয়।

ক্রিকেটে বাংলাদেশ ভারতের পার্থক্যটা দেখিয়ে

(শেষের পাতার পর)

আর বলে দিতে হয় না। দেশের ক্রিকেটের হর্তাকর্তারাও এটা স্বীকার করেন। টেস্ট ক্রিকেটে উন্নতির জন্য বাংলাদেশের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির কাঠামো শক্ত করতে বহুদিন ধরেই দাবি উঠেছে, সংবাদপত্রে লেখালেখি হয়েছে বিস্তর। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ভারতের বিপক্ষে ঢাকা টেস্টে ৩ উইকেটে হারের পর আবারও ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট নিয়ে মুখ খুললেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।

বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের যে কাঠামো, তাতে বছরে একজন ক্রিকেটার ১০টার বেশি ম্যাচ খেলতে পারেন না! এই বিষয়টি তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে সাকিব বলেন, 'প্রথম শ্রেণির ম্যাচ আমাদের আরও বাড়াতে হবে, যদি আমরা টেস্ট ক্রিকেটে সিরিয়াসলি উন্নতি করতে চাই। একজন ক্রিকেটারের ৫-৭-১০ ম্যাচের যে অভিজ্ঞতা, আর ৫০-৬০-৭০ ম্যাচ খেলার যে অভিজ্ঞতা, এটা অনেক পার্থক্য গড়ে দেয়। আমি নিশ্চিত, ভারতের যে ক্রিকেটাররা এসেছে, ওদের প্রায় সবার একশর ওপরে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা আছে।'

সাকিব নিজে যেমন গত ১০ বছরে ঘরোয়া ক্রিকেটে সাদা পোশাকে ম্যাচ খেলেছেন একটি। সেটাও ২০১৫ সালের জাতীয় লিগে। বিষয়টি স্বীকার করে সাকিব বলেন, 'আমি এতদিন ধরে আছি, হয়তো আমি অনেক দিন ঘরোয়া খেলি না, তবে অন্যান্য যারা খেলে, একটা মৌসুমে কয়টা ম্যাচ খেলে? ৬টা থেকে ৮টা হয়তো। যদি এরকম খেলে, ১০ বছরে হবে ৮০টা ম্যাচ। আমরা যদি ৮০টা প্রথম শ্রেণির ম্যাচ কোনোভাবে ৫ বছরে খেলতে পারি, আমার কাছে মনে হয় অনেক ভালো টেস্ট ক্রিকেটার বের হবে।'

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.

Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

বড়দিন উপলক্ষে

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির খেলনা সামগ্রী বিতরণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বড়দিন এবং ইংরেজী নতুন বছরকে সামনে রেখে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে শিশুদের মাঝে খেলনা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সময় দেড় শতাধিক শিশু-কিশোরদের মাঝে এই খেলনা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওমেন জুলি ওন, কাউন্সিলওম্যান টিফিনি কোভান ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিকোল প্যানেট্টিয়েরি, ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, সোসাল ওয়ার্কার সেক্রেটারী সাব্বির আহমেদ, সদস্য আবু সোলাইমান, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল খালেক, ফারাহ সালাম, ব্লু-শিল্ড ব্লু ক্রসের মার্কেটিং ডিরেক্টর ইয়াসমিন শান্তিয়াগো, কাজী মরিয়ম, ডরি মোহাম্মদ প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, সামাজিক ও মানবিক এই কর্মকান্ড ভবিষ্যতেও অব্যহত থাকবে। দ্যা টিনি ওউল, সিএইচপিই, এমপায়ার ব্লু ক্রস, ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড এই আয়োজনের পার্শ্বে থাকায় তিনি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

সিন্ডিকেটের কবলে কমিউনিটি

(শেষের পাতার পর)

থেকে ম্যানহাটান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে এই সিন্ডিকেট। এতে দেখা যাচ্ছে কমিউনিটির কারো জন্মদিন থেকে শুরু করে নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন, সভা-সমাবেশ, সম্মেলন, উৎসব, নাইট শো প্রভৃতি অনুষ্ঠানে একই চেহারার লোকজন, দর্শক-শ্রোতা আর পৃষ্ঠপোষক। হাল আমলে গড়ে উঠা তথা কথিত 'সাংবাদিক আর সংস্কৃতি কর্মী'র গড়া একটি সিন্ডিকেট ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে 'অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী' শ্লোগান নিয়ে কমিউনিটিতে নানা মতবাদ তুলে ধরছেন, আয়োজন করছেন নানা অনুষ্ঠান। আর কমিউনিটির এক শ্রেনীর পৃষ্ঠপোষক বুঝে না বুঝে, জেনে না জেনে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। জনশ্রুতি রয়েছে এই সিন্ডিকেটের পিছনে 'ইসকন' নামক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষতাও রয়েছে।

বাংলাদেশী যুবকের ১৩ বছর জেল

(শেষের পাতার পর)

যুবকের নাম আহমেদ পারভেজ। তার পিতার নাম আব্দুল হাননান। সে পরিবারের সাথে নিউ-ইয়র্ক সিটির ওজনপার্কের ৯৭ স্ট্রীট ১০১ এভিনিউ এলাকায় বসবাস করতো। তাদের গ্রামের বাড়ী সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কদমতলী বলে জানা গেছে।
আইএস'র সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে অভিযুক্ত আহমেদ পারভেজকে এফবিআই দীর্ঘদিন ধরে নজরে রাখছিলো। ২০১৭ সালে সৌদী আরব সফরকালে এফবিআই তাকে সেখানেও নজরদারীতে রাখে এবং আহমেদ পারভেজ সড়ক পথে মদিনা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এফবিআই'র সদস্যরা তাকে আটক করে। আটকের পর আহমেদ পারভেজকে এক সপ্তাহ পর সৌদী আরব থেকে যুক্তরাষ্ট্র ফেরৎ নিয়ে আসে। এতোদিন সে আটক ছিলো এবং মঙ্গলবার তার বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করে ফেডারেল আদালত।

'জেনোসাইড' ৭১ ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র'র ৮ দফা সুপারিশ

(শেষের পাতার পর)

ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো।
সুপারিশসমূহ:
১) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার পথ বেশ দীর্ঘ হতে পারে। সে কারনে জেনোসাইড আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য স্বপ ও দীর্ঘ মেয়াদী একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করা ।
২) একাত্তরের জেনোসাইড ভয়াবহতা ও নৃ শংসতা সম্পর্কে দেশে বিদেশে ব্যাপক জনমত তৈরী এবং এ উদ্দ্যেশে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল পর্যায়ে "বাঙ্গালী জেনোসাইড স্টাডিজ" পাঠ্যক্রম কর্মসূচী চালু করা।
৩) একাত্তরের জেনোসাইড আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আরো উদ্যোগী হওয়া একান্তভাবে জরুরী। রাষ্ট্রের পক্ষে এ বিষয়ে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার উদ্দ্যেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর সহ দেশের পথিতদশা জেনোসাইড বিশেষজ্ঞ ও প্রবাসীদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় লোকবল ও বাজেটসহ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শক্তিশালী জাতীয় কমিটি বা সেল গঠন করা একান্তভাবে প্রয়োজন।
৪) দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন উৎস হতে একাত্তরের জেনোসাইড নানাবিধ দালিলিক প্রমাণগুলো সংগ্রহের মাধ্যমে একটি ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা, যাতে জেনোসাইড যাবতীয় যথার্থ তথ্য-চিত্র ছাড়াও তার সঙ্গে অডিও-ভিডিও থাকবে।
৫) হলোকস্ট ডিনাইল আইনের ন্যায় দেশে একটি আইন প্রনয়ন করা প্রয়োজন, যাতে জেনোসাইড প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্ট নিয়ে বিতর্ক তুলতে না পারে।
৬) কুটনীতিক পদক্ষেপ- প্রথমে বন্ধুপ্রতিম ও জেনোসাইডভূক্ত দেশসমুহের পার্লামেন্টে বাঙ্গালী জেনোসাইড এর স্বীকৃতির আদায়। এরপর অন্যান্য দেশের পার্লামেন্টে বা সরকারের স্বীকৃতি আদায়ের পর সব দেশগুলো সম্মিলিত ভাবে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে স্বীকৃতির বিষয়টি উত্থাপিত করা। এ ক্ষেত্রে আরমানীয়া ও রুয়াণ্ডার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।
৭) জেনোসাইড আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাওয়ার পাশাপাশি এই জেনোসাইড মূল নায়কসহ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাদের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহন করা।
৮) একাত্তরের জেনোসাইড আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে জেনোসাইড ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত করা এবং যেখানে জেনোসাইড সেখানেই প্রতিরোধ এই নীতি গ্রহনের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠনের সাথে একযোগে কাজ করা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ঢাকায় এনআরবি অ্যাক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠানে প্রবাসের বিশিষ্টজদের মাঝে বিশেষ সম্মাননা ‘এনআরবি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ সংশ্লিস্টদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন এবং সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কর্তৃক লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সার্টিফাইড শেফ খলিলুর রহমান, ডিসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. এহসান হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নিউইয়র্ক বইমেলা-২০২২ এর আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূইয়া সহ আরো অনেককেই এই অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।

অনুষ্ঠানে এনআরবি ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সাখাওয়াত জন চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষসহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বর্তমান সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের প্রশংসা

করে সালমান এফ রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে ১৪ বছরের মধ্যে মানুষের মধ্যে সেই বিশ্বাসটুকু হয়েছে যে বাংলাদেশে উন্নয়ন সম্ভব। এর আগে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কেউ সেটা পারেননি। কারণ তারা মনে করতো, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে দুর্ঘটনাক্রমে; এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রমাণ করেছে বাংলাদেশও বিশ্বে রোল মডেল হতে পারে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই দুই খাতে অনাবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানান তিনি। ইঞ্জিনিয়ার সাখাওয়াত জন চৌধুরী বলেন,ওডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন এখন বাস্তব। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পার করে বাংলদেশ এখন টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের দিকে ধাবমান। এমতাবস্থায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সময়ের দাবি। তিনি আরও বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। একইসঙ্গে তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষির উন্নয়নেও এগিয়ে আসেন। স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট গ্রিডের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি।

এদিকে অ্যাওয়ার্ড পেয়ে শেফ খলিলুর রহমান বলেন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এই সামিটে যোগদান করেছেন তারা কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশকে সম্মানিত করছে। তাদের জন্য এই সম্মাননা অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এতে করে আমার কাজের গতি এবং দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল এজন্য মহান স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করি এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করি সকল মানুষের প্রতি। আমি সবসময় আমার দেশকে বুকে লালন করি। আমি সবসময় দেশকে মিস করি। আমাদের দেশে যারা বেকার আছে তার বেকার বসে না থেকে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, শেষ হিসেবে কোর্স করে নিজেদের পরিবর্তন করতে পারবে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারবে। এসময় তিনি আরও বলেন, তরুনরা তাদের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি আমার কাছে আসে, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো তার পাশে দাঁড়াতে। আমি বিশ্বাস করি তরুনরাই আগামীর ভবিষ্যত। তাই দেশ গঠন করতে হলে তরুনদের হাত সবার আগে শক্তিশালী করতে হবে।

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education is Our Priority!

Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা)
ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম।
ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪
ন-২১/২৮

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার)
ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

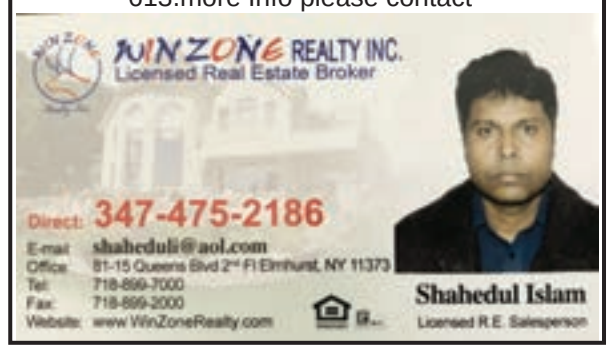

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

রুমমেট আবশ্যক

ইস্টএলমাস্টের নরর্দানবুলেবার্ড এলাকার ৮১স্টিটের উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-২৬/জা-০২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাণিতিক হারে বাড়ছে সংক্রমণ

চীনে একদিনে করোনা আক্রান্ত চার কোটি

ভারত ভ্রমণে 'কোভিড নেগেটিভ সনদ' বাধ্যতামূলক হচ্ছে

ঢাকা ডেস্ক: মহামারি করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত চীনে চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। হাসপাতালগুলো করোনা রোগীতে ভরে গেছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অক্সিজেনের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

বেড ও রক্তের জন্য হাহাকার করছে মানুষ। শেষকৃত্যের স্থানগুলোতে মৃতদেহের দীর্ঘ লাইন পড়েছে। শ্মশানকর্মীরা সৎকারে হিমশিম খাচ্ছেন। ফাঁস হওয়া চীনা কর্মকর্তাদের তথ্য অনুসারে-দেশটিতে করোনাভাইরাস গাণিতিক হারে বাড়ছে। একদিনে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার এমন সংক্রমণের সংখ্যা সারা বিশ্বে রেকর্ড। খবর আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান টাইমস, ব্লুমবার্গ নিউজ, সিএনএন, বিবিসি ও রয়টার্সের।

শীতের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চীনে হু হু করে ওমিক্রনের নতুন উপধরন বিএফ.৭ বাড়ছে। সাংহাই ও বেইজিংসহ ছোট-বড় সব শহরের হাসপাতালগুলো করোনা আক্রান্ত রোগীতে ভরে গেছে। হাসপাতালগুলোয় রোগী রাখার জায়গা নেই। বেড ও আইসিইউ'র চরম সংকট দেখা দিয়েছে। হাসপাতালের করিডোরে রোগীদের রাখতে আত্মীয়-স্বজনরা বাধ্য হচ্ছেন। চীন সরকার জিরো-কোভিড নীতি প্রত্যাহার করার পরপরই সারা দেশে হু হু করে বাড়তে শুরু করে সংক্রমিতের সংখ্যা।

একদিনে চীনে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মঙ্গলবার এ রেকর্ডসংখ্যক সংক্রমিতের ঘটনা ঘটে। আরও চমকে ওঠার মতো বিষয় হলো-ডিসেম্বরের প্রথম ২০ দিনে ২৫ কোটি মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শুক্রবার সিএনএন জানায়, চীনের স্থানীয় জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের (এনএইচসি) বৈঠকে-করোনা রোগীদের চিকিৎসার করুণ বিষয়টিও উঠে এসেছে। এনএইচসির বৈঠকের তথ্য চীনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

চীনে কত মানুষ আক্রান্ত, তার সঠিক পরিসংখ্যান সে দেশের সরকার এখনও প্রকাশ করেনি। তবে এ পরিসংখ্যান সত্যি হলে দেশটির প্রায় ১৮ শতাংশ মানুষ এ মুহূর্তে করোনা আক্রান্ত। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামারি বিভাগের অধ্যাপক বেন কাউলিং বলেন, এ সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছে। তবে এ হিসাব সত্য হলে আগামী দিনগুলোয় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়বে। তবে সরকারি হিসাবে আক্রান্তের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৯ জন। চলতি মাসে করোনায় ৮ জনের মৃত্যুর কথা চীন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে।

ভারত ভ্রমণে 'কোভিড নেগেটিভ সনদ' বাধ্যতামূলক হচ্ছে : কোভিড রোগীর সংখ্যা বেড়েছে, এমন দেশগুলোর নাগরিকদের ভারতে প্রবেশ করতে করোনার 'নেগেটিভ' ফলের সনদ বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবছে নয়াদিল্লি। চীনে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির উদ্বেগের মধ্যে বিষয়টিতে নজর দিল ভারত।

শুক্রবার সংবাদ মাধ্যম নিউজএক্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মন্দাভিয়া জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কোন কোন দেশে কোভিড রোগীর সংখ্যা বেশি তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। ভারত ভ্রমণে ইচ্ছুক যাত্রীদের সরকারি ওয়েবসাইটে আরটি-পিসআর পরীক্ষার ফল আপলোড করতে হবে।

এরপর তারা প্রবেশ করতে পারবেন। থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের (শরীরের তাপমাত্রা মাপা) ভেতর দিয়েও তাদের যেতে হবে। ভারতীয় বিমানবন্দরগুলোতে আন্তর্জাতিক যাত্রীদের র‍্যানডমলি কোভিডের উপস্থিতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

শৈত্যঝড়ে ১২ জনের প্রাণহানি

তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে!

ঢাকা ডেস্ক : বড়দিনের আগে আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আছড়ে পড়েছে তুষারঝড়। এতে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কয়েকটি স্থানে তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে!এর ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। তুষারঝড়ের কারণে আমেরিকার প্রায় ১৫ লাখ বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে শুক্রবার।

শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে কার্যত অন্ধকারে ডুবে রয়েছে আমেরিকার একাংশ এলাকা। তীব্র তুষারঝড়ের কারণে

বন্ধ হয়েছে একাধিক সড়ক। ঝড়ের কারণে বাতিল হয়েছে কয়েক হাজার ফ্লাইট।

তুষারঝড়ের পাশাপাশি আমেরিকার মানুষ হাড়কাঁপানো ঠান্ডা বাতাসের কারণে জবুথবু। এতই ঠান্ডা পড়েছে যে, ফুটন্ত পানিও নিমেষে বরফে পরিণত হচ্ছে বলেও অনেকে জানিয়েছেন। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

আমেরিকার আবহাওয়া দফতর ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, আমেরিকার জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ২৪ কোটি মানুষকে আবহাওয়ার চরম পরিবর্তন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল।

উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, ওকলাহোমা, আইওয়াসহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকার প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে ঘর থেকে না বেরোনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওকলাহোমায় তুষারাচ্ছন্ন রাস্তায় দুর্ঘটনার কারণে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আবহবিদরা জানিয়েছিলেন, শুক্রবার আমেরিকায় শৈত্যঝড় 'বম্ব সাইক্লোন'-এ পরিণত হতে পারে। এর ফলে তীব্র বেগে বইবে ঠান্ডা হাওয়া। বায়ুর চাপ থাকবে অনেক কম। হয়েছেও তাই। মিনিয়াপোলিস, শিকাগো এবং উত্তর ও পশ্চিম মিশিগানে তুষারঝড় শুরু হয়েছে। সপ্তাহান্তে আমেরিকাবাসীকে আরও বিপাকে ফেলতে পারে তুষারঝড়ের ফলে হওয়া 'ফ্রস্টবাইট'। তাপমাত্রা আরও কমে গেলে রক্ত চলাচল কমে যায়। উষ্ণ রক্তের অভাবে দেহের ওই অংশ ঠান্ডা হয়ে জমে যায়। ফলে নাক, গাল, হাত, পায়ের আঙুলে ক্ষত তৈরি হয়। একেই 'ফ্রস্টবাইট' বলে।

রাশিয়ায় বৃদ্ধাশ্রমে আগুনে ২০ জনের মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক : রাশিয়ায় একটি বৃদ্ধাশ্রমে আগুন লেগে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সময় শনিবার ভোরে সাইবেরিয়ার কেমেরোভা শহরের ওই বাসভবনে আগুন লাগে।

মৃতদের অধিকাংশই ভবনটির বৃদ্ধ বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন জরুরি বিভাগের কর্মকর্তারা।

রুশ গণমাধ্যম আরটি জানিয়েছে, ফায়ার সার্ভিস ও জরুরি বিভাগের কর্মীরা মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। ভবনটির দ্বিতীয় তলার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভবনটি স্থানীয় প্রোটেস্টট্যান্ট গির্জার এক যাজকের মালিকানাধীন বলে জানা গেছে। অনিবন্ধিত এই বাসভবনটি গৃহহীন বৃদ্ধদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

জরুরি বিভাগের এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্সকে বলেছেন, মৃতদের অধিকাংশই ভবনটির বৃদ্ধ বাসিন্দা। কর্তৃপক্ষের ধারণা, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

খেরসনে রুশ হামলায় নিহত ১০

রাশিয়ার দাবি হামলা করেছে ইউক্রেন

ঢাকা ডেস্ক: রাশিয়ার কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করা ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খেরসনে বিমান হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী।

এতে কমপক্ষে ১০ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ১৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিনের আগে শনিবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে এ হামলায় চালানো হয়।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানান, রুশ খেরসন শহরের আবাসিক ও প্রশাসনিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি টুইটবার্তায় বলেন, ওই এলাকায় কোনো সামরিক স্থাপনা নেই। রাশিয়া ইচ্ছে করে বেসামরিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালিয়ে যুদ্ধাপরাধ করেছে।

যদিও রাশিয়া প্রথম থেকেই দাবি করছে, তারা ইউক্রেনের বেসামরিক স্থাপনায় অভিযান অথবা হামলা চালাচ্ছে না। সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করেই অভিযান চলছে।

এ ছাড়া খেরসনে হামলার কথাও অস্বীকার করেছে মস্কো। রাশিয়ার দাবি– এ হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেনীয় বাহিনী।

ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের দাবি, রাশিয়া খেরসনের ফ্রিডম স্কয়ারের একটি সুপার মার্কেটের পাশে রকেট হামলা চালিয়েছে।

ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর খেরসন প্রথমেই দখল করে নেয় মস্কো। তীব্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গত মাসে একমাত্র আঞ্চলিক রাজধানী খেরসনকে মুক্ত করে নেয়

উৎসব গ্রুপের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

বিজয় দিবসে টাইমস স্কয়ারের বিশাল স্ক্রিনে বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবুর রহমানের পর এবার বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কো ঐতিহ্যবাহী টাইম স্কয়ারের বিশাল স্ক্রীনে ভেসে উঠলো 'লাল-সবুজ' এর বাংলাদেশ। স্বাধীনতার ৫২তম বিজয় দিবসে ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার এবার ব্যতিক্রমী এই আয়োজন করে চমক লাগিয়েছে নিউইয়র্কের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উৎসব গ্রুপ। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত টাইমস স্কয়ারের বিশাল স্ক্রিনে তুলে ধরা হয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যা বিশ্ববাসীর নজর কাড়ে। খবর ইউএনএ'র।

পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক ঐদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টাইমস স্কয়ারের ১৫৪০ ব্রডওয়ের পোলো ভবনের বিশাল স্ক্রিনে প্রতি চার মিনিট পর পর ভেসে ওঠে বাঙালীর গৌরবগাঁথা মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। প্রতিকূল আবহাওয়ায় তীব্র ঠান্ডা আর বৃষ্টি-বাদলা উপক্ষো করে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী তা দেখতে ভিড় করেন ম্যানহাটানাস্থ টাইমস স্কয়ারের বিশাল স্ক্রিনের সামনে। বাংলাদেশীদের সাথে ভিড় করেন বিদেশী কৌতুহলী ট্যুরিস্টরাও। তাদেরও নজর এড়াতে পারেনি বিশাল এলইডি স্ক্রিন।

উল্লেখিত আয়োজন সম্পর্কে টাইমস স্কয়ারে উপস্থিত উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামান মিডিয়াকে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, দলমতের উর্ধ্বে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। আমরা গর্ব করি বাংলাদেশ নিয়ে। তাই উন্মুক্ত পরিসরে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ক্ষুদ্রাকারে হলেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বলেন, আমাদের স্বাধীনতার গৌরব গাঁথা যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি ও আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, কজিটি সহজ ছিলো না। কিন্তু আমরা এটা করতে পেরেছি। অবশেষে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, শ্রম স্বার্থক হয়েছে। বিশ্বের রাজধানীর বুকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে পেরেছি। আজ আমরা অনেক খুশী। এজন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // December 26 // 2022

চীনে সোনার খনি ধস, আটকা ১৮ শ্রমিক

ঢাকা ডেস্ক: চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জিনজিয়াং এলাকায় একটি সোনার খনি ধসে ১৮ শ্রমিক আটকা পড়েছেন। শনিবার বিকেলে ধসের সময় খনিটিতে প্রায় ৪০ জনের মতো কাজ করছিলেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২২ জনকে উদ্ধার করা গেছে। দেশটির সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারে উদ্ধারকারীরা এখনও কাজ করছেন। সাম্প্রতিক দেশটির খনি নিরাপত্তার উন্নতি হওয়া সত্যেও এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটছে বলে জানা গেছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে, দেশটির উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ কিংহাইতে একটি কয়লার খনি ধসের পর মাটির নিচে আটকা পড়ে থাকা ১৯ খনি শ্রমিককে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

‘এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড’ প্রাপ্ত সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম সংবর্ধিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্মানজনক ‘এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড’ পাওয়া বাংলাদেশের সাহসী সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম-কে সংবর্ধিত করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। সম্প্রতি তিনি এই অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে এখনো রোজিনার মতো সাংবাদিকরা আছে বলেই সরকারী দূর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারী বিজ্ঞাপন না পেয়েও কোন কোন মিডিয়া পাঠক প্রিয়তার জোরে দায়িত্বপালন করে চলেছে। সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম সাহসিকতার সাথে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ, দেশের সাংবাদিক ও প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের মুখ উজ্জল করেছেন। তেমনী তার এই স্বীকৃতি সাহসী সাংবাদিকতায় অন্য সাংবাদিকদের উৎসাহিত করবে।

সংবর্ধনার জবাবে রোজিনা ইসলাম তাঁর প্রতি সমর্থন ও ভালোবাসা জানানোর জন্য সাংবাদিকসহ প্রবাসী জনসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আমি আমার দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই কাজ করি এবং সততার সাথে আজীবন পেশাগত দায়িত্ব চালিয়ে যাবো। যুক্তরাষ্ট্রের ‘এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড’ আমার দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার রোজিনা ইসলামসহ বিভিন্ন দেশের ৮ জন ব্যক্তিকে ২০২২ সালের ‘এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ড’ তুলে দেন। খবর ইউএনএ’র।

সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে গত ১৯ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় উল্লেখিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতিত্ব এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক ও টাইম টিভি’র সিইও করেন আবু তাহের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে রোজিনা ইসলাম-কে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট হাসান ফেরদৌস, সাপ্তাহিক দেশবাংলা সম্পাদক ডা. সরোয়ারুল হাসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকু, নিউইয়র্ক-এর প্রথম আলো’র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, টিবিএন ২৪ এর সাংবাদিক সুলতানা রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রানু ফেরদৌস, লেখক রহমান মাহবুব প্রমুখ।

মনজুর আহমদ বলেন, সাংবাদিকতা সবসময়-ই সাহসী কাজ। কাজের মধ্যেই তো পরে দূর্নীতির বিরুদ্ধে লেখা। আগে সাহসী সাংবাদিক বলতে কিছু শুনিনি। আজকের দিনের প্রেক্ষাপটেই সাহসী সাংবাদিক হতে হয়, বলতে হয়।

হাসান ফেরদৌস বলেন, সাংবাদিকদের মূল ও প্রথম দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে সত্য তুলে ধরা, ক্ষমতাশীল মানুষদেরকে সত্য কথা জানানো। আর ক্ষমতাশীলরা সত্য কথা পছন্দ করে না। তারা নিজেদেরকে ‘ভালো’ বলা পছন্দ করে।

ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান বলেন, দেশের ন্যায় প্রবাসেও অনিয়ম-অনৈতিকতা চলছে। এসবের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সোচ্চার হওয়া দরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সোসাটির নির্বাচনে ভোটার বানানোও এক ধরনের অপরাধ, অন্যায়।

ডা. ওয়াজেদ এ খান বলেন, সৎ আর সাহসী সাংবাদিকতা সহজ নয়। এমন সাংবাদিকদের ঝুঁকি নিয়েই দায়িত্ব পালন করতে হয়। ‘ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী’ নামক একটি রির্পোটের কারনেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন-কে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। সত্য বলা আর অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল্যায়ন এখনো আছে বলেই রোজিনা ইসলামের মতো সাংবদিকরা ‘এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড’ পায়। তাঁর এই প্রাপ্তি বাংলাদেশে সাহসী সাংবাদিকতার পথকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জাকারিয়া মাসুদ বলেন, রোজিনা ইসলাম আরো বড় বড় রিপোর্ট করে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবেন-এটাই আমার বিশ্বাস।

ইব্রাহীম চৌধুরী তার বক্তব্যে রোজিনা ইসলামকে সাহসী সাংবাদিকতার নিবেদিত কর্মী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য তাঁকে অভিনন্দিত। রোজিনা বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর এ কাজ সাংবাদিকদের জন্য প্রেরণা হয়ে কাজ করবে।

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, মিডিয়ার প্রাণ শক্তি হতে হবে পাঠক/দর্শক, বিজ্ঞাপন নয়। মিডিয়া পাঠক/দর্শক প্রিয়তা পেলেই সেই মিডিয়া সঠিকভাবে দায়িত্বপালনও করতে পারবে।

সুলতানা রহমান বলেন, সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম আমার অনেক পুরনো বন্ধু। আমারা এক সাথেই একই কাগজেও কাজ করেছি। তাঁর অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে আমরা সবাই খুশি। পেশাগত বাঁধা রোজিনাকে আরো বেগমান করে তুলে, বাঁধা ভাঙার আনন্দ রোজিনার প্রধান শক্তি।

রোজিনা ইসলাম বলেন, আমার মামলাটি ছিলো ‘রাষ্ট্র বনাম রোজিনা ইসলাম’। এমন একটি মামলা থেকে ফিরে এসে কাজটি চালিয়ে যাওয়া কঠিন কাজ হলেও আজকের অ্যাওয়ার্ড আমাকে আমার দায়িত্বপালনে অনপ্রেরণা যুগাবে। তিনি বলেন, আমি আজীবন সাংবাদিকতা করে যাবো, কোন বাঁধাই আমাকে আটকাতে পারবে না। তার বিপদের সময় দেশ ও প্রবাসের সাংবাদিকরা পাশে দাঁড়িয়ে তাকে যে সাহস যুগিয়েছেন এজন্য তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে আবু তাহের সাহসী সাংবাদিকতায় অ্যাওয়ার্ড প্রদান করায় ইউএস ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে স্বাগত জানান এবং সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এমন আওয়ার্ড সকল সাহসী সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত করবে।

সবশেষে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে রোজিনা ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়।

সিনিয়র সাংবাদিক হাসান মাহমুদ, শাহেদ আলম, টাইম টিভির অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, নিউইয়র্ক বাংলা সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, লেখক শেলী জামান খান, রওশন হক প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল প্রেসক্লাবের সদস্য সুলতানা রহমানের নতুন জীবন শুরুকে স্বাগত জানিয়ে কেক কাটা। এ সময় সুলতানার বর শাহিন পারভেজও উপস্থিত ছিলেন।

আরো উল্লেখ্য, ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সিনিয়র সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম একের পর এক দুর্নীতিবিরোধী রিপোর্ট করে খ্যাতি লাভ করেছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেছেন। তাঁর কারামুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকরা বিক্ষোভ প্রতিবাদ করেছেন। নিউইয়র্কেও তাঁর গ্রেফতার ও কারামুক্তির দাবিতে বাংলাদেশী সাংবাদিকরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিজয় দিবস উদযাপন

'জিয়া পরিবারকে রক্ষা, দল ও দেশের বিরুদ্ধে সরকারী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করা হবে'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, দেশব্যাপী বিএনপি'র বিভাগীয় সভা-সমাবেশ আর জনসমর্থণ দেখে আওয়ামী লীগ সরকারের ভীত কেঁপে গেছে। যার ফলে ভোট বিহীন নিবাচনের শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে কেন্দ্রীয় নেতা সহ দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন চালাচ্ছে, দায়ের করা হচ্ছে মিথ্যা মামলা। বক্তারা বলেন, আজ বিজয়ের দিনে যেখানে দেশ ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা আনন্দ উল্লাস করবে, সেখানে আমাদেরকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করতে হচ্ছে। আর এতেই প্রমাণিত হয় হাসিনা সরকার দেশকে কোথায় নিয়ে গেছে। বক্তারা বলেন, যেকোন মূল্যে জিয়া পরিবারকে রক্ষা, দল ও দেশের বিরুদ্ধে সরকারী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করা হবে। শেখ হাসিনার সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রাম চলবে। গত ১৮ ডিসেম্বর রোবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের লিটন বাংলাদেশ এলাকায় একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি সালেহ আহমদ মানিকের পরিচালনায় সভার সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাগপা সভাপতি মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ, বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী যুব ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, আনছার আলী চেয়ারম্যান, নোমান সিদ্দিকী, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তফা কামাল মুকুল, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, মীর হোসেন, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মোহাম্মদ সম্রাট, মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ তাইবুর রহমান, মোহাম্মদ আশরাফুল হাসান প্রমুখ।

সমাবেশে অধ্যাপক দেলোয়ার বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, আসলেই কি আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি? কোথায়, স্বাধীনতার স্বপ্ন, মানবাধিকার, সাম্য। স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানীরা দেশ শাসন-শোষন করেছে, আজ আওয়ামী লীগ দেশ শাসন-শোষক করছে। তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ১০ ডিসেম্বর থেকেই হাসিনা সরকারের পতন শুরু হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া আর তারেক জিয়ার নেতৃত্বেই সরকারের পতন হবে।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার বলেন, জনসমর্থনহীন আওয়ামী লীগ সরকার ভোট চুরির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে চায় বলেই স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। তিনি বলেন, হামলা-মামলা, গ্রেফতার করে বিএনপির জাগরণ স্তব্ধ করা যাবে না। বিএনপির সাথে দেশের জনগণও জেগেছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যা বলে তা করে না আর যা করে তা বলে না বলেই বিএনপি'র মানবিকতা আর ভদ্রতার সুযোগে স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে, রক্ষী-বাহিনীর মতো র‍্যাব পরিচালনা করছে। র‍্যাব দিয়ে সন্ত্রাসী-জঙ্গী তৈরী করা হচ্ছে। দেশের ব্যাংক লুটপাট করে সর্বশান্ত করেছে, সর্বত্রই দূর্নীতি। তাই আওয়ামী লীগের সকল অন্যায়-অনিয়ম-দূর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি, ঐক্যবদ্ধ থাকবো। বলেন, পরিকল্পিতভাবে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাকান্ড চালানো হচ্ছে। জিয়া পরিবার আর দেশ ও জনগণের কোন ক্ষতি বিএনপির নেতা-কর্মীরা বরদাস্ত করবে না। তাই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত দেশের ন্যায় প্রবাসেও আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। সামনে ১/১১-এর চেয়েও ভয়াবহ দিন আসছে। আর আগামী দিনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হবে।

প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী সভায় যোগ দেন।

হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবীর পাশাপাশি সুষ্ঠ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবী এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, বাংলাদেশের বিজয় দিবসের কথা বলতে হলে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করতেই হবে। জিয়া-খালেদাকে মাইনাস করে দেশের রাজনীতি চলবে না। বাদল অভিযোগ করে

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

নিউইয়র্কে আইএস'র কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে
বাংলাদেশী যুবকের ১৩ বছর জেল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আইএস'র কর্মকান্ডের সাথে জরিত থাকার অভিযোগে নিউইয়র্কে এক বাংলাদেশী যুবকের ১৩ বছর জেল হয়েছে। নিউইয়র্কে একটি ফেডারেল আদালত মঙ্গলবার (২০ ডিসেম্বর) এই রায় দেন। অভিযুক্ত **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

সিন্ডিকেটের কবলে কমিউনিটি

মন্তব্য প্রতিবেদন: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি সিন্ডিকেটের কবলে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভিক্ত হয়ে কমিউনিটির এক শ্রেনীর 'বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ' সিন্ডিকেটের মাধ্যম কমিউনিটি পরিজচালনা তথা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। ফলে নিউইয়র্কের অগ্রসরমান বাংলাদেশী কমিউনিটি সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে না। কমিউনিটির শিল্প-শিক্ষা, বিনোদন, ব্যবসা, দেশীয় রাজনীতি এমন কি মূলধারার রাজনীতিতে নানা রংয়ে না ঠংয়ে সিন্ডিকেট গ্রুপ দাপটের সাথে কমিউনিটি নিয়ন্ত্রণ করছে বলে সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশীরা মনে করছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, মূলত: নেতৃত্বের কোন্দল, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, অন্যদের এগিয়ে না নেয়া বা উপড়ে উঠায় পছন্দ না করা প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন নামে উল্লেখিত সিন্ডিকেট গড়ে উঠছে। এক সিন্ডিকেটের দেখা দেখি পাল্টাপাল্টি গড়ে উঠছে আরেক সিন্ডিকেট। যার ফলে কমিউনিটিতে বিভেদ-বিভক্তি সহ নানা সমস্যা বাড়লেও অর্জিত হচ্ছে না কাংখিত লক্ষ্য। নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস থেকে ব্রুকলীন আর কুইন্স**(বাকি অংশ ৪১ পাতায়**

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম সংবর্ধিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্মানজনক 'এন্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' পাওয়া বাংলাদেশের সাহসী সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম-কে সংবর্ধিত করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। সম্প্রতি তিনি এই অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন,বাংলাদেশে এখনো রোজিনার **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

বিজয় দিবস স্মরণে ফুলকলি ফাউন্ডেশনের ব্যতিক্রমী 'কবিতাঞ্জলি'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের ৫২তম মহান বিজয় দিবস স্মরণে ব্যতিক্রমী কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে দেশের শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

ইউএসবিসিসিআই উইমেন্স এন্টারপ্রেনিউর সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি ও তাঁদের উৎসাহিত করতে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউএসবিসিসিআই) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'ইউএসবিসিসিআই উইমেন্স **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করবেন না

জাফর আহমাদ

পৃথিবীর যেখানেই থাকুন, দূরে অথবা কাছে,উচ্চতায় যতই উপরে উঠুন, সহায়-সম্পদের যতটি পাহাড়ের মালিকই হোন, ক্ষমতার দিক থেকে দেশের বা বিদেশের প্রথম বা **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

খেলার খবর

ক্রিকেটে বাংলাদেশ ভারতের পার্থক্যটা দেখিয়ে দিলেন সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক: টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার ২২ বছর পরও লাল বলের ক্রিকেটে বাংলাদেশ যে দুর্বল- তা **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

হেলথ টিপস

কিশমিশ খাবেন যেভাবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দিনকে দিন ডায়াবেটিসের মতোই বাড়ছে কোলেস্টেরলের সমস্যা। সাধারণত কোলেস্টেরল দুই প্রকার। একটি শরীরের জন্য ভালো, **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

বিনোদন

মিঠুনের শুটিংয়ে খাবার দিতেন দেবের বাবা!

বিনোদন ডেস্ক: ২৫ ডিসেম্বর সারা বিশ্ব যখন জিশুর জন্মদিন উদযাপনে ব্যস্ত, তখন অধিকারী **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

'জেনোসাইড'৭১ ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র'র ৮ দফা সুপারিশ

নিউইয়র্কঃ ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক জেনোসাইড স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবসের ৭ম বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে 'জেনোসাইড্ড ৭১ ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র'র আয়োজিত সেমিনার ও আলোচনা সভায় গৃহীত নিম্নোক্ত সুপারিশসমুহ আপনার সদয় অবগতি **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৩৯পাতায়)**

উৎসব গ্রুপের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
বিজয় দিবসে টাইমস স্কয়ারের বিশাল স্ক্রিনে বাংলাদেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবুর রহমানের পর এবার বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কে ঐতিহ্যবাহী টাইম **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**

ঢাকায় এনআরবি অ্যাক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড বিতরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাজধানী ঢাকার শেরাটন হোটেলে বৃহস্পতিবার জমকালো আয়োজনে পর্দা উঠলো এনআরবি ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'এনআরবি প্রফেশনালস সামিট-২০২২'-এর। প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে আয়োজিত এই **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বাগ'র বার্ষিক সিভিক এনগেজমেন্ট ডিনার অনুষ্ঠিত
মার্চ-এপ্রিলে পরবর্তী লবি ডে আলবেনীতে

নিউইয়ক (ইউএনএ): বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ)-এর বার্ষিক সিভিক এনগেজমেন্ট ডিনার অনুষ্ঠানে আমেরিকান জনপ্রতিনিধি ও মূলধারার রাজনীতিকরা বাংলাদেশী কমিউনিটি বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটির কল্যাণে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, আমেরিকায় ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়, ধর্মীয় সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, গাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com